আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শীতকালীন ঝড় : নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

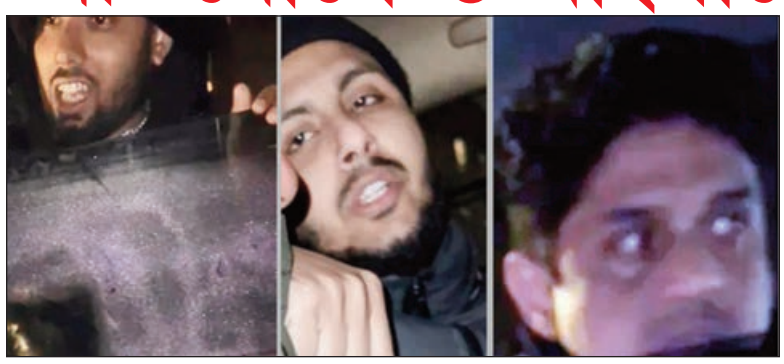
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল আগামী সোমবার (১৫ জানুয়ারী) স্টেটের বেশ কয়েকটি কাউন্টিতে সম্ভাব্য শীতকালীণ ঝড়ের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ১৬ ॥ সোমবার ॥ মাঘ ০২ ॥ ১৪৩০ ॥ রজব ০৩ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 ॥ Issue 16 ॥ January 15 ॥ 2024 ॥ USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউইয়র্কে অপহরণ ও যৌনতার অভিযোগে ৬ বাংলাদেশী গ্রেফতার



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কে পর পর দুটি অপহরণের ঘটনায় ছয় বাংলাদেশির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দুই ব্যক্তিকে অপহরণ, মারধর ও যৌন নীপিড়ণের অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকারি কৌসুলিরা। অভিযুক্তরা হচ্ছেন রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আবু চৌধুরী, আনজু খান, সুলতানা রাজিয়া ও ইফফাত লুবনা। এদের মধ্যে আবু চৌধুরী ও লুবনা স্বামী-স্ত্রী। দুটি অপহরণের ঘটনাই ঘটে ২০২৩ সালে। এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি অধ্যুসিত জামাইকায়। গত বুধবার তাদের অভিযুক্ত করে আদালতে তোলা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মামলার নথিতে দেখা যায়, এক ব্যক্তিকে অপহরণ ও (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)



লাখো মানুষের এই সমাবেশে বক্তৃতা রাখছেন মুনা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ। ছবি মুনা

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবীতে হোয়াইট হাউজের সামনে ব্যাপক সমাবেশ

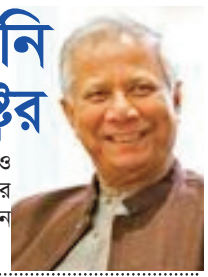
ওয়াশিংটন ডিসি বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত

ওয়াশিংটন ডিসি (ইউএনএ): গাজায় অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ ও যুদ্ধবিরতির দাবীতে এবং ইসরাইলের প্রতি আমেরিকান সমর্থনের বিরোধিতা করে 'বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের' অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসিতে আবারও ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। গাজা উপত্যকায় ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের ১০০ তম দিনে সংহতি প্রদর্শনে শনিবার (১৩ জানুয়ারী) দুপুরে হোয়াইট হাউজের সামনে ১৩২৫ পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউ এনডব্লিউ এর ফ্রিডম প্লাজায় অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সর্বস্তরের লাখ লাখ মুসলিম নরনারী প্রচন্ড ঠান্ডা উপক্ষো করে এই সমাবেশে অংশ নেন। ফলে ওয়াশিংটন ডিসি বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত হয়। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

দুই ভাষায় কথা বলেন নিউইয়র্কাররাই বেশি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ৭.৫ মিলিয়ন নিউ-ইয়র্কার ভিন্নভাষায় কথা বলে। যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কেই সেই ধরনের মানুষ সবচেয়ে বেশি রয়েছে যারা অন্তত দুটি ভাষায় কথা বলে। নতুন (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

ড. ইউনূসের বিষয়ে স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিতের আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদন্ডের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, 'ড. ইউনূস বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাই এ বিষয়ে বাংলাদেশ (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

বাংলাদেশে নতুন মন্ত্রিসভা

কপাল পুড়লো যাদের!

ঢাকা ডেস্ক: মন্ত্রিসভা থেকে দুই ডজনের বেশি সদস্যের বাদ পড়া নিয়ে দেশজুড়ে চলছে নানা জল্পনা। জানা গেছে, দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িয়ে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠায় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন কয়েকজন। অদক্ষতা ও অযোগ্যতার পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে অবহেলা, মন্ত্রণালয়ে অনুপস্থিতি, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনমনের অভিযোগও ছিল কারও কারও (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

৩০ মিলিয়ন ডলার গ্র্যান্টে প্রথম ম্যাগনেট হাইস্কুল তৈরি করবে নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ মিলিয়ন ডলার গ্র্যান্ট নিয়ে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো ম্যাগনেট হাইস্কুল তৈরি করতে যাচ্ছে সিটি কর্তৃপক্ষ। মেয়র মেরিক অ্যাডামস ও স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড ব্যাংকস শুক্রবার (১২ জানুয়ারী) এই ঘোষণা দেন। ফেডারেল (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৮ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.



OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services

(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 15 // 2024

তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই



ঢাকা ডেস্ক, ১৪ জানুয়ারি : তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির (ডিপিপি) নেতা উইলিয়াম লাই। দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যমের দেওয়া তথ্যমতে, প্রায় ৫০ লাখ ভোট পেয়েছেন উইলিয়াম লাই যা তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। চীনের সঙ্গে চলমান রেষারেষির মধ্যেই শনিবার তাইওয়ানের স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শেষ হয় বিকাল ৪ টায়। ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে দেশটির সব জায়গায় ভোটগ্রহণ চলে। ভোট গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় গণনা। প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন উইলিয়াম লাই। দেশটির নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, উইলিয়াম লাই পেয়েছেন মোট ভোটের ৪২ শতাংশ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাউ ইউ-ইহ পেয়েছেন ৩৩ শতাংশ ভোট। আর কো ওয়েন-জে পেয়েছেন ২৫ শতাংশ ভোট। নির্বাচনে লাইয়ের অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কুয়োমিনতাং (কেএমটি) পার্টির হো ইয়ু ইহ এবং তাইওয়ান পিপলস পার্টির (টিপিপি) নেতা কো ওয়েন-জে।



অনুপ কুমার দাশ ড্যান্স একাডেমি'র 'আমাদের বিজয়'

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের অন্যতম নৃত্য সংগঠন অনুপ দাস ড্যান্স একাডেমি (আড্ডা) ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে গত ৫ জানুয়ারী সন্ধ্যায় 'আমাদের বিজয়' শিরোনামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা। আড্ডার' নির্বাহী আল্পনা গুহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসীন আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মঞ্জুর আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবু চৌধুরী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে প্রবাস প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে যাবে। তিনি ব্যতিক্রমী এই আয়োজনের প্রশংসাও করেন। আল্পনা গুহ জানান, অনুপ কুমার দাশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে আড্ডা। ক্লাসিক্যাল নৃত্যের নির্ভরযোগ্য এ প্রতিষ্ঠানটি নৃত্য ছাড়াও নতুন প্রজন্মের সঙ্গীত সহ বাংলা ভাষা শিক্ষা প্রসারে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন আবৃত্তিকার সাগর লোহানী, সাইদুর রহমান লিংকন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে আড্ডার শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছিলো চোখে পড়ার মত। উপস্থিত দর্শক-শ্রেতারা নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশনার প্রশংসা করেছেন। নৃত্যে ছিলেন মিথান দেব, ইশা, কৃষ্ণা, তিশা, পারমিতা, সংহিতা, অমৃতা, বুচি, সৃষ্টি, নির্জন, আদ্রিকা, সার্বনী, সংযুক্তা, জয়িতা, অম্পিতা। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন কৃষ্ণা, পারমিতা, জয়িতা, সংহিতা ও সৌভিক। কবিতা আবৃত্তিতে ছিলেন আদ্রিকা, অম্পিতা ও সৌভিক। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মিথান দেব আর সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন চন্দন চৌধুরী। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন সুরাইয়া আলম ও সুমিত্রা সেন।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তাহমিনা শহীদ, শারমিন তানিয়া, মাধু রায়, প্রদীপ বিশ্বাস, আড্ডার শিক্ষক চন্দন চৌধুরী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি ছন্দা বিনতে সুলতান, সুধাংশু মন্ডল, বনানী সিনহা। আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ক্লারা রোজারিও ও পল্লব সরকার।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের প্রয়াত নৃত্য শিল্পী অনুপ কুমার দাশ প্রতিষ্ঠা করেন 'অনুপ কুমার দাশ ড্যান্স একাডেমি'-আড্ডা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনলাইনে চালিয়ে যান তার প্রতিষ্ঠিত অনুপ কুমার দাশ ড্যান্স একাডেমি'র কার্যক্রম।

BD CARGO SERVICES

BD CARGO SERVICES

Our services:

- Amirica to Bangladesh
- Bangladesh to Amirica
- Delivery safely & on time
- Free pakeging
- Fast & Reliable cargo services
- Ship any package up to 23 kg (50lbs.)
- Delivered from door to door

City Delivery | World Wide | Fast Delivery

USA Location :
Office & warehouse
150-43,Shore Avenue,
Jamaica,
NY-11433
+1 516-983-7381

Bangladesh Location :
Contact: MD.Mehedi Hasan
House:08 Road -03
Sector:01, Uttara
Dhaka: 1230
Phone:+88 01738057551

Contact Info +1 347-279-3120 ★ +1 516-983-7370
bdcargocorp@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

ব্রঙ্কসের আল আকসা পার্টি হলের বাৎসরিক ডিনার

রমজানে ইফতার পার্টির জন্য হলভাড়া মওকুফের ঘোষণা











নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের আল-আকসা পার্টি হলের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও আলী হায়দার বলেছেন, আসন্ন রমজান মাসে রোজাদারদের জন্য যারা পার্টি আয়োজন করবেন তাদের কোন হলভাড়া দিতে হবে না। আয়োজকদের ইফতার আইটেমেও থাকবে বিশেষ ছাড়। তিনি এই সুযোগ গ্রহন করার জন্য নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গত মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় সিটির স্থানীয় নির্বাচিত অফিসিয়ালদের সম্মানে আয়োজিত এক ডিনার অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন। ১৪১৬ ইউনিয়ন পোর্ট রোড, ব্রঙ্কসে অবস্থিত আল আকসা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি বোর্ড-৯ এর পক্ষ থেকে আল-আকসা পার্টি হলের সিইও আলী হায়দারের কাছে একটি সম্মাননা পত্র তুলে দেয়া হয়। সম্মাননাটি তুলে দেন কমিউনিটি বোর্ড-৯ এর ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার শার্লি আলোনজো। এছাড়াও ষ্টেট সিনেটর নাটালিয়া ফার্ন্দান্দেজের পক্ষ থেকে একটি সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি বোর্ড-৯ এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার উইলিয়াম রিভেরা, ফাস্ট ভাইস চেয়ার এন্ডেও মার্টিনেজ, সেকেন্ড ভাইস চেয়ার মিশেল হেলপার্ন, কোষাধ্যক্ষ হেনরি পিলায়ো প্রমুখ। এছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পার্কচেস্টার কমিউনিটি বোর্ড চেয়ারম্যান এডভোকেট এন মজুমদার, কমিউনিটি নেতা আব্দুস শহীদ, আব্দুর রহিম বাদশাহ, সাংবাদিক নুর মোহাম্মদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এ ইসলাম মামুন, সিপিএ জাকির চৌধুরী, ডিটেকটিভ মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলী হায়দার বলেন, তাদের চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন পার্টি হলটি সপ্তাহের ৭দিনই খোলা থাকে। তারা ৫ বরোর সর্বত্রই ক্যাটারিং করে থাকেন। স্থানীয়ভাবেও যে কেউ অর্ডার দিয়ে তাদের চাইনিজ খাবার অর্ডার করতে পারেন। ডেলিভারিরও ব্যবস্থা রয়েছে।

চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে আলী হায়দার বলেন, আমরা ফ্যামিলি প্রাইভেসির জন্য প্রতিটি টেবিলকেই আলাদা পার্টিশান দিয়ে একটা বুথ আকারে তৈরী করেছি। পাশাপাশি বেশি আলো ঝলমলে না করে একটু মৃদু আলোর ব্যবস্থা করেছি। সঙ্গে থাকছে সফট মিউজিক। সব মিলিয়ে একটা 'নাইস এন্ড কোয়াইট' পরিবেশ যা গ্রাহকরা উপভোগ করবেন বলে তিনি দাবী করেন।

তিনি বলেন, আমরা এখন আমাদের 'কাষ্টমারদের রি-ভিউ' নেয়ার চেষ্টা করছি। তারা যে পরামর্শগুলো আমাদের দিচ্ছেন, আমরা সেভাবেই প্রতিনিয়ত খাবারের গুনগত মানকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছি। আমরা বিশ্বাস করি আল আকসা চায়নিজ ধীরে ধীরে ভোজন রসিক মানুষের আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীকে পরিনত হবে। তিনি তাদের পার্টি হল এবং চাইনিজ রেস্টুরেন্টের সেবা গ্রহনের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহবান জানান।

এডভোকেট এন মজুমদার আল আকসা পার্টি হলের ব্যবস্থাপনা, খাবার ইত্যাদির প্রশংসা করে বলেন, আমি নিজে এবং আমার পরিচিত অনেকেই এখানে পার্টি করে তাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কমিউনিটির এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির জন্য তিনি এলাকাবাসী সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও অনুষ্ঠানে কমিউনিটির আমন্ত্রিত অতিথি সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, ব্রঙ্কসের স্টার্লিং এভিনিউর কাছে ১৪১৬ ইউনিয়নপোর্ট রোডে মনোরম সাজ সজ্জায় আল-আকসা পার্টি হলের পাশে রয়েছে আল আকসা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭ দিনই খোলা থাকছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় অর্ধ শতাধিক পদের মেন্যু থেকে ক্রেতারা তাদের পছন্দের আইটেমগুলো বেছে নিতে পারেন। ঢাকার আদলে ডেকোরেশন আর খাবারের স্বাদে বৈচিত্র এটাই আল আকসা চায়নিজের প্রধান বৈশিষ্ট। কোন কোন আইটেমের দামের ব্যাপারেও রয়েছে বিশেষ ছাড়।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ

বিদ্যমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে চলতি বছর দেশের সার্বিক অর্থনীতির কমপক্ষে ১১ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে। এর মধ্যে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে ডলার সংকট মোকাবিলা। বস্তুত এ সংকট থেকেই অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর উদ্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে রয়েছে-টাকার অবমূল্যায়ন রোধ করা, মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষয় রোধ করা। এছাড়াও ব্যাপক আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্প খাতের সংকট, বাজারে টাকার প্রবাহ হ্রাস, ঋণের সুদহার বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা, নতুন কর্মসংস্থানের গতি হ্রাস, রাজস্ব আয় বাড়ানো, ব্যাংক খাতকে সবল ও আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত এসব চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখেই আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহারে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়েছে। একই সঙ্গে গণতন্ত্রচর্চার পরিধি বাড়ানো ও বৈষম্য কমানোর কথাও সেখানে বলা হয়েছে। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। নতুন সরকার এসব চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এদিকে গত ১২ জানুয়ারী শুক্রবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সরকারকে মূলত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তার মতে, এই তিনটি খাতে বিশ্ব সংকটের যে বাস্তবতা, তার প্রতিক্রিয়া থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা অত সহজ কাজ নয়। তিনি অবশ্য এটাও বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ম্যাজিক লিডারশিপের কারণে যেভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে, একইভাবে তার দক্ষতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

মনে রাখতে হবে, নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে পূরণ করার ওপরই নির্ভর করবে নতুন সরকারের সাফল্য। নবগঠিত মন্ত্রিসভায় যারা নিয়োগ পেয়েছেন, তাদের যোগ্যতা-দক্ষতার বিষয়টিও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের মন্ত্রিসভার কর্মকান্ড ও সাফল্য-ব্যর্থতা বিবেচনায় সবাই যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, এমনটা বলা যাবে না; যার ফলে নতুন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এটাও লক্ষণীয়, বিগত মন্ত্রিসভার ২৮ সদস্যই নতুন মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাননি। তাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র, পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরাও রয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, বিগত সরকারে যেসব মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড নিয়ে বেশি সমালোচনা হয়েছে, সেসব মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন বাদ পড়েছেন। তবে এটাও ঠিক, বিগত সরকারের সময় দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে জনমনে, এমন কেউ কেউ নতুন মন্ত্রিসভায় রয়ে গেছেন। ফলে নতুন সরকার দুর্নীতি কমাতে কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তবে ব্যক্তির রদবদলের চেয়েও সরকারের সাফল্য অনেক বেশি নির্ভর করে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর। সংসদে বিরোধী দল এবং সংসদের বাইরে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই। নির্বাচনের পর নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করবে, এটাই প্রত্যাশা।

আমেরিকান বিবৃতির ‘বিটুইন দ্য লাইনস’ ভাষ্য

॥ শেখ রোকন ॥

বাংলাদেশে ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে পরদিন এক বিবৃতির মাধ্যমে নাতিদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে ঢাকা বিষয়ে ওয়াশিংটনের সর্বশেষ বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছিল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। সেখানে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কাজ শুরু করেছে।’ দুটো বিবৃতিই দেন মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার।

২২ সেপ্টেম্বরের বিবৃতির পর থেকে দেশীয় ফেসবুকার ও প্রবাসী ইউটিউবারদের পক্ষ থেকে নানা নাটকীয় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী চলছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ে সামান্য অনুসন্ধিৎসা পুঁজি করে তখন লিখেছিলাম–‘যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে যা বলার, বলা হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগের তিন মাস পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে ওয়াশিংটন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন দফায় ঢাকা ও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা কতটা পালিত হচ্ছে’ (নির্বাচন নিয়ে মার্কিন মিশনের বঙ্গানুবাদ; সমকাল, ২২ অক্টোবর ২০২৩)।

নির্বাচন-পরবর্তী বিবৃতিটিতে তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশের জনগণ এবং গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের হাজার হাজার কর্মী গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনী অনিয়মে তারা উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, নির্বাচনটি অবাধ বা সুষ্ঠু ছিল না। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় ওয়াশিংটন ‘দুঃখিত’। পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহারের আহ্বান জানায়। তৃতীয়ত, মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক নীতি এগিয়ে নিতে এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীরতর করতে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট, ৮ জানুয়ারি ২০২৪)।

তার মানে যুক্তরাষ্ট্র যেমন ক্ষমতাসীন দলকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তেমনি বিরোধী দলকেও সহিংসতা পরিহার করতে বলেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বও বজায় রাখতে চেয়েছে।

১০ জানুয়ারী হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে নিয়মিত হাত তুলে পরিচিতি পাওয়া এক প্রবাসী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগ সমন্বয়ক জন কিরবি বলেন, ‘আমরা অবশ্যই এখনও বিশ্বজুড়ে কার্যকর ও প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বে বিশ্বাস করি এবং বাংলাদেশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের ইচ্ছার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের এ প্রত্যাশার মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে’ (সমকাল, ১১ জানুয়ারী ২০২৪)।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনটি নিয়ে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কী? সর্বশেষ বিবৃতিটির ‘বিটুইন দ্য লাইনস’ বা ভাষার মারপ্যাঁচে আড়ালে থাকা বার্তা পড়ে যতদূর বুঝেছি, ওয়াশিংটন এখনই কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে চায় না। ঢাকাকে আরও সময় দিতে চায়, নির্বাচন-পরবর্তী পদক্ষেপগুলো দেখতে চায়। বিরোধী দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা, গ্রেপ্তার, হুমকির অভিযোগ নিয়ে নতুন মেয়াদের সরকার কী করে, সেটা দেখতে চায়।

আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সমন্বয়ক জন কিরবির বক্তব্যও জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতের মতো–“অনেক কথা যাও যে ব’লে কোনো কথা না বলি।” বাংলাদেশ নিয়ে সুনির্দিষ্ট অবস্থানের বদলে ‘বিশ্বজুড়েই’ কার্যকর ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেখার দার্শনিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরও যুক্তরাষ্ট্র বিবৃতি দিয়েছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন ডেপুটি মুখপাত্র রবার্ট প্যালাডিনো বলেছিলেন, ‘নির্বাচনের আগের হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। এ বিষয়গুলো বিরোধী দলের অন্তত প্রার্থী ও তাদের পক্ষের লোকজনের অবাধ সভা-সমাবেশ ও প্রচারণা কঠিন করে তুলেছিল। নির্বাচনের দিন অনিয়মের কারণে কিছু নাগরিকের ভোট না দিতে পারার বিষয়টিও উদ্বেগের। এটি নির্বাচনের প্রতি আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমরা সব পক্ষকে সহিংসতা পরিহার করতে জোরালোভাবে উৎসাহিত করছি’ (পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট, ১ জানুয়ারী ২০১৯)।

২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরও বাংলাদেশ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন ডেপুটি মুখপাত্র মেরি হার্ফ বলেছিলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ‘হতাশ’ এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা সম্পর্কিত সহিংসতাকে ‘কঠোরতম ভাষায় নিন্দা’ জানায় (পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট, ৬ জানুয়ারী ২০১৪)।

বাংলাদেশের গত তিনটি সাধারণ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতি তিনটি যদি তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে সবচেয়ে কড়া ২০১৪ সালে; তখন ক্ষমতায় ওবামা প্রশাসন। সবচেয়ে নরম ২০১৮ সালের বিবৃতি; ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি এর কারণ হতে পারে। এই মুহূর্তে যেটা প্রাসঙ্গিক, ২০২৪ সালের বিবৃতিটির মাত্রা আগের দুই বিবৃতির মাঝামাঝি। না মিঠে, না কড়া।

অবশ্য ওয়াশিংটন সবচেয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে। প্রথমে কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর এবং পরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহতকারী ‘সম্ভাব্য সবার’ ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে মনে হচ্ছে, বাংলা প্রবাদ মেনে যতটা গর্জন দেখিয়েছে ততটা বর্ষণ দেখাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র।

বিবিসি বাংলা’ মনে করছে, ‘এবার এটাও একটা বাস্তবতা যে, ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বের ভূরাজনীতি অনেকটা বদলে গেছে। বিশ্বে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে চীন-রাশিয়া। বিদেশ নীতিতে ইউরোপের মধ্যেও অনৈক্য আছে। এর মধ্যেই ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ এবং আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন–এই দুইয়ে মিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সামনে অনেক ইস্যু। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর এসব কিছুর ব্যস্ততায় এবং পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশকে কতটা মার্কিন নীতির অগ্রাধিকারে রাখবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন’ (১৩ জানুয়ারী ২০২৪)।

কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি যদি বড়শি হয়, ভিনদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতরা হচ্ছেন ফাৎনা। তাঁর প্রতিক্রিয়া ও তৎপরতা দেখে সেই দেশের অবস্থান অনুমান করা যায়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পাল্টাপাল্টি চলাকালে ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যতটা তৎপর ছিলেন, ১৫ নভেম্বর তপশিল ঘোষণার পর তিনি যেন ততটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। পরদিন ১৬ নভেম্বর তিনি বরং ‘ছুটি কাটাতে’ ঢাকা থেকে কলম্বো যান। দিন দশেক পরে ঢাকায় ফিরলেও নির্বাচন নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো বক্তব্য দিতে আর দেখা যায়নি তাঁকে।

১১ জানুয়ারী বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে পিটার হাসও ছিলেন। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী তাঁর ‘এক্স’ (টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি আলোকচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন–‘গত সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন নতুন সদস্যের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে দেখার বিষয়টি ছিল খুবই চমৎকার।’ ছবিতে জনাকীর্ণ বঙ্গভবন চত্বরের ছোট্ট বৃত্তে প্রধানমন্ত্রী, নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যসহ পিটার হাসকে দেখা যায়। সবাই হাস্যোজ্জ্বল। যদিও ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক সামাজিক মাধ্যমে এ ব্যাপারে কোনো পোস্ট দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বরাবরই কবি জীবনানন্দ দাশের মতো; অত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চায় না। আমার ধারণা, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ঢাকার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ ঘোষণার আগেও ওয়াশিংটন কয়েক মাস সময় নিতে চায়। সেই সময়ের সুবিধা ঢাকা কতখানি নিতে পারবে, পুরান সরকারের নতুন মেয়াদের চিন্তা ও তৎপরতার ওপর তা বহুলাংশে নির্ভর করছে।

লেখক: লেখক ও গবেষক; সহযোগী সম্পাদক, সমকাল

২২ সেপ্টেম্বরের বিবৃতির পর থেকে দেশীয় ফেসবুকার ও প্রবাসী ইউটিউবারদের পক্ষ থেকে নানা নাটকীয় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী চলছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ে সামান্য অনুসন্ধিৎসা পুঁজি করে তখন লিখেছিলাম–‘যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে যা বলার, বলা হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগের তিন মাস পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে ওয়াশিংটন।

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ফজর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৫
সূর্যোদয়	৭.১৭	৭.১৬	৭.১৬	৭.১৬	৭.১৫	৭.১৪	৭.১৪
জোহর	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৭	১২.০৭
আসর	৩.১২	৩.১৩	৩.১৪	৩.১৫	৩.১৭	৩.১৮	৩.১৯
মাগরিব	৪.৫৩	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৮	৫.০০
এশা	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা’র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সুনির্বাচন নির্বাসনে

॥ মুঈদ রহমান ॥

ভালো কিছু গ্রহণে এবং মন্দ কিছু বর্জনে আমাদের ভেতর রয়েছে প্রবল অনীহা। এমন প্রবণতা চিরকালের নয়, তবে এর তীব্রতা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। কেউ যদি একটু ভালো পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা অবজ্ঞা ও বিরক্তির সঙ্গে বলে ফেলি-'জ্ঞান দেবেন না'। জ্ঞান যেন মহাবিপর্যয়ের কারণ, তাই তা গ্রহণে এতটা অনীহা। আবার মন্দের বেলায় দেখি-'অমুকও তো খারাপ কাজ করেছে'; তাই আর বর্জন করায় আগ্রহ নেই। এ প্রবণতার শেষ কোথায় তা-ই দেখার এবং উদ্বেগের বিষয়। একজন ভালো মানুষের সঙ্গে তুলনা করে অধিকতর ভালো হওয়ার প্রচেষ্টা আমাদের মনোজগৎ থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছে। সে জায়গা দখল করেছে-'খারাপের চেয়ে আমি কতটা কম খারাপ'। তাই ভালো কথা বা সুবচন এখন নির্বাসিত হওয়ার পথে। সেই নির্বাসনের পথে পাড়ি জমিয়েছে আমাদের নির্বাচনব্যবস্থা।

গত ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আমাদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কেমন হলো এ নির্বাচন? এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি 'ভালো' কিংবা 'মন্দ' দিয়ে দেওয়া কঠিন। তবে অনেক অভিনব দিক উন্মোচিত হয়েছে বলা যায়। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বলেছেন, 'প্রশাসন আমাদের, ডিসি, এসপি, ইউএনও, ওসি আমাদের।' তাহলে বুঝুন কেমন নির্বাচন হতে পারে! অন্যদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, 'সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কে জিতবে, কে জিতবে না।' এর অর্থ দাঁড়ায়-নির্বাচনটি ছিল 'সিলেক্টেড' বা পূর্বনির্ধারিত। ৭ জানুয়ারীর আয়োজনে সারা দেশের মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল না। এটিকে একটি নিয়মরক্ষার নির্বাচন বলা যেতে পারে, যা সাংবিধানিকভাবে বৈধ হলেও রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। এটা বলার কারণ হলো, সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো সম্ভব হয়নি। তারা খুব ভালোভাবেই নির্বাচনের আদ্যোপান্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার দিকটিতে পরে আসব। তার আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সরকারের উপর মহল থেকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করা হচ্ছে, এ নির্বাচন প্রমাণ করেছে বাংলাদেশে রাতে ভোট হয় না, হয় দিনের বেলাতেই। এ বক্তব্য একটুখানি খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ নির্বাচন কতখানি গর্বের আর কতখানি গ্লানির। ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের 'রাতের ভোটের' মূল্যায়নটিকে এ বক্তব্য সমর্থন করে। অর্থাৎ সরকারি মহল বোঝানোর চেষ্টা করছে, আমরা অতীতের অতি খারাপের তুলনায় কম খারাপ। আমাদের গুণগত মানের পরিমাপক হলো 'মন্দের তুলনা'; ভালো এখানে নির্বাসিত। আমরা তুলনামূলক বিচার বাদ দিয়ে কবে শ্রেয়কে শ্রেয় বলতে পারব আর মন্দকে বলতে পারব মন্দ, জানি না।

এ নির্বাচনের একটি আলোচিত দিক হলো জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনুর পরাজিত হওয়া। ভোট গণনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন, তার নির্বাচনি এলাকায় ভোট কারচুপি হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনকে যিনি নজিরবিহীন সুষ্ঠু ও অবাধ বলে বিবেচনা করেছেন, তার মুখে এ নির্বাচনকে 'কারচুপিযুক্ত' অভিধা কতখানি মানানসই? বাস্তবতা হলো, হাসানুল হক ইনুর মিরপুর-ভেড়ামারা আসন কোনোকালেই জাসদের অনুকূলে ছিল না। তাহলে তিনি তিনবার এমপি হলেন কী করে? আমরা ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফলটা দেখতে পারি। ওই নির্বাচনে বিএনপির শহিদুল ইসলাম ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ৫৪৪ ভোট পেয়ে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের বর্তমান যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। নৌকা প্রতীকে তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৮৭ হাজার ৭৩৪। মাত্র ৩৮ হাজার ৮৭৭ ভোট নিয়ে মশাল মার্কার হাসানুল হক ইনুর অবস্থান ছিল তৃতীয়। ২০০৮ সালে ১৪ দলীয় মহাজোটের স্বার্থে মাহবুবউল আলম হানিফ নির্বাচন থেকে বিরত থেকে হাসানুল হক ইনুকে সমর্থন করেন। তাই আওয়ামী লীগের ভোটে ইনু এমপি নির্বাচিত হন। তারপর ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচনে তো ভোটারের প্রয়োজন হয়নি। এবারের নির্বাচনে ইনুর বিপরীতে আওয়ামী লীগের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ফলে আওয়ামী লীগের পূর্ণ সমর্থন লাভে ইনু ব্যর্থ হন এবং ২৩ হাজার ভোটে পরাজিত হন। এখানে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনার কারণ হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দেউলিয়াত্ব তুলে ধরা। একজন জাতীয় নেতা সমগ্র দেশের নির্বাচনি অব্যবস্থাকে সমর্থন করছেন, অথচ কেবল হেরে যাওয়ার কারণে নিজের এলাকার নির্বাচনকে ত্রুটিযুক্ত বলছেন! মনে রাখতে হবে, আপনি যদি কোনো জবরদস্তিকে সমর্থন করেন, তাহলে একদিন এর শিকার আপনিও হতে পারেন। সুতরাং, আওয়ামী লীগের কোনো কোনো অকুণ্ঠ সমর্থক ডাকসাইটে নেতাও মনে করেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কী ছিল? একথা ঠিক যে, সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নয়। একটি নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হবে, তা নির্ভর করে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। সেখানে নির্বাচন কমিশনের একটি চেষ্টা থাকতে পারে, তবে সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর। সেই বোঝাপড়া হয়নি। তাই এর পুরো দায় সরকারি দলের, নির্বাচন কমিশনের নয়। কিন্তু ভোটগ্রহণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বটি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের। সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হয়নি। আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সরাসরি দেখলাম, ঢাকা-১ আসনের একটি কেন্দ্রে ১০-১১ বছরের শিশুরা ভোটদানের কাজে নিয়োজিত; নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, বিকাল ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ২৭ শতাংশ। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে এ হার ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ হলো কী করে? শেষদিকে জাল ভোট দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচন কমিশনের এ ভোটার উপস্থিতির হিসাব হয়তো তাকে সমর্থন করে। মাত্র এক ঘণ্টায় ১৫ শতাংশ ভোট প্রদানের ঘটনাটি নজিরবিহীন। সুতরাং, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শতভাগ স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে।



৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আমাদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কেমন হলো এ নির্বাচন? এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি 'ভালো' কিংবা 'মন্দ' দিয়ে দেওয়া কঠিন। তবে অনেক অভিনব দিক উন্মোচিত হয়েছে বলা যায়। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বলেছেন, 'প্রশাসন আমাদের, ডিসি, এসপি, ইউএনও, ওসি আমাদের।' তাহলে বুঝুন কেমন নির্বাচন হতে পারে! অন্যদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, 'সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কে জিতবে, কে জিতবে না।' এর অর্থ দাঁড়ায়-নির্বাচনটি ছিল 'সিলেক্টেড' বা পূর্বনির্ধারিত। ৭ জানুয়ারীর আয়োজনে সারা দেশের মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল না। এটিকে একটি নিয়মরক্ষার নির্বাচন বলা যেতে পারে, যা সাংবিধানিকভাবে বৈধ হলেও রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

কিন্তু এ নির্বাচন আওয়ামী লীগের জন্য কী বার্তা নিয়ে এলো? সেটিও আশাব্যঞ্জক নয়। উপর মহলের অনেক নেতাই মনে করেন, এ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপির চিহ্ন মুছে দেওয়ার পথ তৈরি করা হয়েছে। এর সত্যতা সময়ই বলতে পারবে। আমরা বিএনপিবিহীন একটি বাংলাদেশের কথা নিয়েই দু'পা এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের দেশে মানুষের দাম সবচেয়ে কম। তাই কোনো নির্বাচনে ১০০ জনের কম প্রাণহানি ঘটলে তা আমাদের মনকে নাড়া দেয় না। অথচ মনে রাখা প্রয়োজন, নির্বাচনি সহিংসতায় যে কয়জনের মৃত্যু হয়েছে তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক-কর্মী এবং নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষেই মৃত্যু হয়েছে। এ বিরোধ কি বিএনপিবিরোধিতার চেয়ে কম কিছু? এ বিরোধের প্রতিক্রিয়া খুব শিগগির দূর হবে না। আরেকটি প্রমাণ হলো, মানুষ এখন পুরোমাত্রায় রাজনীতিবিমুখ এবং নির্দিষ্ট অর্থে নির্বাচনবিমুখ। বিএনপিবিহীন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান চ্যালেঞ্জই ছিল কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতিকে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নিয়ে আসা। বাস্তবে সেটি হয়নি। নির্বাচন কমিশনের প্রায় ৪২ শতাংশ ভোটারের তথ্য বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। কেননা, প্রথম সাত ঘণ্টার ভোটপ্রদানের গড় হিসাব করলে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৩১ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা নয়। তারপরও বলব, তা প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। আমরা যদি নির্দলীয় সরকারের সর্বশেষ নির্বাচন ধরি, তাহলে সেটি হবে ২০০৮ সালের নির্বাচন। ওই নির্বাচনে ৮৭ দশমিক ১৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। তার সঙ্গে তুলনা করলে ২০২৪ সালে ভোটারের উপস্থিতি ছিল অর্ধেকেরও কম। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষের প্রচলিত ভোটব্যবস্থার প্রতি আস্থা অনেকাংশে কমে গেছে। সাধারণ মানুষ মনে করে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনেকটা পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বপরিকল্পিত বিষয়। সেখানে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদানের কোনো মূল্য নেই। তাই মানুষের নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি এই অনাস্থা।

এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের সব নীতিনির্ধারণীর কাজ দিনদিন ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাচ্ছে। নির্বাচনের মতো ষোলো আনা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে খোদ রাজনীতিকদের উপস্থিতি নাজুক। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সংসদে ১৯৯ জন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিত্ব করবেন; মাত্র ২৪ জন আইনজীবী থাকবেন; রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিনিধিত্ব করবেন মাত্র ২৬ জন, তাদের সঙ্গে কৃষিজীবী থাকবেন ১৪ জন। অথচ ১৯৭৩ সালের সংসদে আইনজীবী ছিলেন ৩১ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে এসে ৮ শতাংশে নেমেছে। বিপরীতভাবে ১৯৭৩ সালে ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ, যা বর্তমান সংসদে বেড়ে ৬৭ শতাংশ হয়েছে। সুতরাং, আগামী দিনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি কারা তৈরি করবেন এবং কাদের স্বার্থে তা করবেন, সেটা এ নির্বাচন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

বস্তুত রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার অনেক উপাদান এ নির্বাচন থেকে পাওয়া গেছে। কিন্তু এ কথা মানতে হবে যে, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে দূর করা যাবে না। তা দূর করতে হবে বিবেচনাপ্রসূত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই। আমরা আশা করব, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে এ দেউলিয়াপনা দূর করা হবে। তা করতে না পারলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যাবে।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়



শেখ হাসিনার সামনে নতুন দিগন্ত

॥ আবদুল মান্নান ॥

নানা জল্পনাকল্পনা, তর্কবিতর্ক, সন্ত্রাস-নাশকতা, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, শেখ হাসিনাকে উৎখাতের জন্য বাম-ডানের অভূতপূর্ব ঐক্য–সব কিছু মোকাবেলা করে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। এর আগে এ দেশে আরো ১১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে একাধিক নির্বাচন ছিল নির্বাচনের নামে তামাশা। যেমন–দেশের প্রথম সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের 'হ্যাঁ, না' ভোট, ১৯৭৯ সালে তাঁরই আমলে সেনা শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় ভোট, ১৯৮৮ সালে সব দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদের ভোট, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী কোনো দলের অংশগ্রহণ ছাড়া বিএনপির ভোট। এসব ভোটের তামাশার ফলাফল ছিল ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতের নেতাদের সদস্য হিসেবে উপস্থিতি।

অনেকে মন্ত্রী হিসেবে গাড়িতে পতাকাও উড়িয়েছেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর খুনি কর্নেল আব্দুর রশিদ (অব.) বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সংসদে আসন নিয়েছিলেন।

শেখ হাসিনার সামনে নতুন দিগন্ত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর একতরফা নির্বাচনে গঠিত সংসদ পরবর্তী নির্বাচনের অনুষ্ঠানের জন্য দেশের শাসনভার ৯০ দিনের জন্য একটি অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই ব্যবস্থাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল বিএনপি-জামায়াত। এরপর দেশের সর্বোচ্চ আদালতে তা বাতিল হয়ে যায়।

২০১৪ সালে বিএনপি-জামায়াত আবারও বাতিল হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে সংসদ নির্বাচন দাবি করে এবং সেই দাবিতে সারা দেশে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রায় ৫০০ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে। সেই সময়ও কিছু দেশের রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্যে শেখ হাসিনার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু শেখ হাসিনা ছিলেন এ ব্যাপারে দৃঢ়। অনেক চাপের মুখে সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

যথারীতি তা বর্জন করে বিএনপি-জামায়াত জোট। ২০১৮ সালে বিএনপি ও তার মিত্ররা অংশ নিয়েছিল স্রেফ নির্বাচন কমিশনে তাদের নিবন্ধন রক্ষা করার জন্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মনোনয়ন বাণিজ্য, যা তারা খুবই সফলভাবে করতে পেরেছিল।

শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করেন ২০০৯ সালে। ২০০৯ থেকে ২০২৩–এই ১৫ বছর তিনি একটানা দেশ পরিচালনা করেছেন। এই সময় তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি ক্রমবর্ধমান উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৪তম অর্থনীতির দেশ। এর বেশির ভাগ কৃতিত্ব সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার।



গত ১৫ বছরের দেশ পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখার কারণে শেখ হাসিনা গত এক দশকে একজন প্রধানমন্ত্রী থেকে হয়ে উঠেছেন একজন বিশ্ব স্বীকৃত রাষ্ট্রনায়ক। বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন অন্য উচ্চতায়। ইতিহাসের আলোয় দেখা যায়, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় গেছে, তখনই তাকে নানা ধরনের বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে তিনি তাঁর চারপাশে কিছু বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন মানুষ পেয়েছিলেন, যাঁদের ওপর তিনি ভরসা করতে পেরেছিলেন। আবার মোশতাকের মতো বিশ্বাসঘাতকও তাঁর পাশেই ছিলেন।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা এরই মধ্যে শপথ নিয়েছেন। বাদ পড়েছেন একাধিক হেভিওয়েট মন্ত্রী। তাঁদের বদলে মন্ত্রিসভায় এসেছেন অনেক নতুন মুখ। কোনো কোনো বাদ পড়া বা অন্তর্ভুক্তি মানুষকে অবাক করলেও আগামী দিনে তারা সবার কর্মকান্ড মূল্যায়ন করবে। জনগণের মূল্যায়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা কেনই বা পড়েছেন, তা একমাত্র দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীই বলতে পারবেন। তবে গত মন্ত্রিসভার কিছু সদস্যের একটি বড় সমস্যা ছিল, তাঁদের অতিকথন ও কথা বলার সময় শব্দচয়নের দুর্বলতা। মন্ত্রিসভার কিছু সদস্যের আরেকটি বড় সমস্যা ছিল সাংবাদিকদের মাইক পেলেই অপ্রয়োজনীয় কথা বলা। বেশি কথা বললে অনেক সময় বেফাঁস কথা বলে ফেলার আশঙ্কা থাকে।

যখনই আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, তখনই সেই সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাদের ধারণা, যে দলটির নেতৃত্বে একটি দেশ স্বাধীন হতে পারে, সেই দলটি কেন জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না? আর জনগণের প্রত্যাশা তো খুবই সামান্য। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকুক, তা চায়। এই চাওয়াটা বিগত সময়ে মারাত্মকভাবে হোঁচট খেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির চাপের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা ঠিক, কিন্তু দেশের ভেতরে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে যখন দেশে উৎপাদিত আলু ৮০ টাকায় আর কাঁচা মরিচ ২০০ টাকায় বিক্রি হয়, তখন মানুষ তো বিরক্ত হবেই। এর কারণ যে হাতে গোনা কয়েকটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অশুভ আঁতাত বা সিন্ডিকেট, তা না বোঝার কোনো কারণ নেই।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য লাগামহীন বৃদ্ধির সঙ্গে আছে আর্থিক খাতে লাগামহীন নৈরাজ্য। এ খাতে দুর্নীতি হয়েছে আকাশচুম্বী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে ব্যাংক পরিচালনা চলে গেছে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে খুব সহজে পুঁজি পাচার হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা। দেশে গত কয়েক দশকে ব্যাংকের সংখ্যা বেড়েছে ঝোড়ো গতিতে। বর্তমানে দেশে ৬১টি নিবন্ধিত ব্যাংক আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির যে আকার, সেই বিচারে এত ব্যাংকের প্রয়োজন আছে কি না, তা তো ভেবে দেখতে হবে। ব্যাংকিং খাতে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তা রোধ করতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শেয়ারবাজারের অব্যবস্থাপনা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবু হাসান মাহমুদ আলীকে, যিনি তাঁর শিক্ষাজীবনে অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন। এর আগে ছিলেন দেশের সফল পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অনেকটা নিভৃতচারী। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কাছে মানুষের আশা অনেক। একইভাবে আশা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর ওপর। তাঁর পূর্বসূরির মতো তিনি যেন না বলেন 'সিন্ডিকেটে হাত দিলে সমস্যা হবে'।

দুর্নীতি যে শুধু আর্থিক খাতে হচ্ছে তা নয়। লাগামহীন দুর্নীতি আছে শিক্ষা খাতে, জনপ্রশাসন খাতে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীতে, সরকারি ক্রয় খাতে, জ্বালানি খাতসহ আরো অনেক খাতে। এসব দমন করার প্রাথমিক দায়িত্ব নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের, তারপর দুর্নীতি দমন কমিশনের। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা সময়ের দাবি।

সিঙ্গাপুর স্বাধীন হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। তখন এটি ছিল একটি জেলেপল্লী। আজ সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম শক্তি। এর পেছনে সেই দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট লি কোয়ান হুর অবদান এখনো সেই দেশে স্মরণ করা হয়। তিনি যে কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল মেধার লালন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। সিঙ্গাপুরে ৩৭ হাজার আন্তর্জাতিক কম্পানির সদর দপ্তর আছে। বাংলাদেশে একটিও নেই। এর অন্যতম কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লাল ফিতার দৌরাত্ম্য। এসবের ভেতর থেকে বের হয়ে আসাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন সুশাসন। এটি হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি একটি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে ওপরে বর্ণিত সব কিছুই স্থান পেয়েছে। ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রয়োজন স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ আর দেশপ্রেম। লি কোয়ান হু বলতেন, 'জনপ্রিয়তা ক্ষণস্থায়ী আর চারিত্রিক দৃঢ়তা স্থায়ী।' তাঁর মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য যদি যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম না হতেন, তাহলে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে ছাঁটাই করতে তিনি সময়ক্ষেপণ করতেন না। নতুন মন্ত্রিসভার সামনের ১০০ দিন চ্যালেঞ্জের। এই সময়ে তাদের প্রমাণ করতে হবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের দক্ষতা ও সক্ষমতা। গত মেয়াদে যাঁরা মন্ত্রিসভায় ছিলেন, তাঁরা সবাই পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ করেছেন, যদিও তাঁদের সবার কর্মকাণ্ড সমালোচনার বাইরে ছিল না। এবারও তাহলে সাধারণ মানুষ হতাশ হবে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। পাঁচ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়ে শেখ হাসিনা এরই মধ্যে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। এখন তাঁর কর্মের ফলে তাঁর সামনে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকার হাতছানি। চেষ্টা করলে এটি তাঁর পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব নয়।

লেখক : বিশ্লেষক ও গবেষক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার আগুন

॥ ড. ফরিদুল আলম ॥

গত ১০ জানুয়ারী জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে লোহিত সাগর ঘিরে হুতিদের চলমান হামলা বন্ধের আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাসের দুই দিনের মাথায় হুতিদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে ১১-০ ভোটে পাস হয়। অবাক করার বিষয় হলো, গত তিন মাসের অধিক সময়ে গাজায় ইসরায়েলের হামলা বন্ধে মানবিক যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকবার প্রস্তাব উঠলেও এটি যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে বারবার নাকচ করে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যবহার করে কিভাবে ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে এবার হুতিদের শায়েস্তা করার জন্য কার্যত এ ধরনের প্রস্তাব পাস করা হয়, সেই সঙ্গে তড়িঘড়ি করে এটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও শুরু করে দেওয়া হয়।

এদিকে বিশ্ববাজারে আবারও বাড়ছে জ্বালানি তেলের দর। লোহিত সাগর ঘিরে জ্বালানি তেলবাহী জাহাজ চলাচলের ঘোষণার পর তেলের দর কিছুটা কমলেও গত ২৭ নভেম্বর থেকে ইরান সমর্থিত হুতিতের তরফ থেকে কমপক্ষে ২৭ বার এসব তেলবাহী জাহাজে হামলা করা হয়। এর জবাবে ইয়েমেনের হুতিদের ১৬টি অবস্থান লক্ষ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে গত ১১ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যার জেরে তাৎক্ষণিক পাঁচজন নিহত এবং ছয়জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। হুতিরা তীব্র ভাষায় এই আক্রমণের জবাব দিয়ে জানিয়েছে, তারা এর সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত এবং লোহিত সাগর লক্ষ্য করে জাহাজগুলোর ওপর হামলা অব্যাহত রাখবে।

ইসরায়েলের হামলার জবাবে গাজার হামাস শাসকগোষ্ঠীর ওপর তাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে এক অজানা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর তাৎক্ষণিক প্রভাবে জ্বালানি তেলের দর প্রায় সাড়ে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুহূর্তে এই বৃদ্ধি সহনীয় হলেও উত্তেজনার সম্ভাব্য মাত্রা বলে দেবে আসলে সার্বিক অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে।

গত অক্টোবর মাস থেকে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকলেও এবার আনুষ্ঠানিকভাবে হুতিদের বিরুদ্ধে দুই দেশ সম্মিলিতভাবে যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন এবং যুদ্ধবিমান থেকে এই হামলা পরিচালনা করে।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার আগুনতবে একজন মার্কিন সাবেক সেনা কর্মকর্তা অ্যাডাম ক্যামেন্টস জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের হামলা হুতিদের সক্ষমতা কমাতে কোনো ভূমিকা রাখবে না, বরং পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলবে। এই সাবেক সেনা কর্মকর্তা ইয়েমেনে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন, একসময় সৌদি জোটের বিরুদ্ধে তারা সফলভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তা ছাড়া স্থানীয় লোকজনের মধ্যেও তারা নিজেদের অবস্থান সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখেই পরিস্থিতি প্রশমনে সৌদি আরব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের সংযত থাকার অনুরোধ করেছে।

বাস্তবিক অর্থে মধ্যপ্রাচ্যের হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধটি কিছুটা বিস্তৃত হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে।

সংগত কারণে বলা হতে পারে, এই উত্তেজনার শুরুটা করেছিল ইয়েমেনপন্থী হুতিরা। তারা যেভাবে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে লোহিত সাগর দিয়ে যাতায়াত করা পশ্চিমা দেশগুলোর জাহাজকে তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু করছিল, এর ধারাবাহিকতায় এই আক্রমণ–এমন যুক্তি পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হলেও, বাস্তবতা হচ্ছে ৯ অক্টোবর থেকে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হুতিদের পক্ষ থেকে গাজায় গণহত্যা বন্ধ না হলে লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধিকতা সৃষ্টির বিষয়ে আগে থেকেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছিল।

এই হামলা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে চারবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন মধ্যপ্রাচ্য সফর করে দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথা উল্লেখ করে নানা পর্যায়ে আলোচনা চালালেও কার্যত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ওঠা প্রস্তাবে বারবার ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে হামাস নিধনে যখন একচেটিয়াভাবে ইসরায়েলের সমর্থনে প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্য আরো ন্যক্কারজনক অবস্থানে চলে এলো, এমন অবস্থায় এই উত্তেজনা আঞ্চলিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রটি আরো বিস্তৃত হলো। বর্তমান সময়ে আমরা দেখছি হুতি ছাড়াও লেবাননভিত্তিক হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী আরো সক্রিয় হচ্ছে। কিছুদিন আগে তাদের একজন শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যকার উত্তেজনাও হুতিদের মতো করে ফুঁসে ওঠার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

হুতিদের নেতা আলি আল কাইয়ুম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের হামলার পর লোহিত সাগরে অবস্থান করা দেশ দুটির যুদ্ধজাহাজগুলো এখন থেকে তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'আমরা যখন হুতিদের সক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণে যাচ্ছি, তখন এটি ভাবাও আমাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় হবে না যে এটির বিপরীতে তারাও পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করতে চাইবে।' এই উক্তিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি মাথায় নিয়েই তারা এমন হামলা পরিচালন করেছে, যদিও এখন পর্যন্ত পাল্টা হামলা পরিচালিত হয়নি। তবে ধারণা করা যায়, তারাও নিশ্চয়ই নীরব থাকবে না এবং লোহিত সাগরে আবারও তাদের লক্ষ্যবস্তুর জাহাজগুলোর ওপর হামলা পরিচালিত হবে। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে হুতিদের মূল শক্তির জায়গাটি হচ্ছে ইরান। এ ক্ষেত্রে ইরান সরকারের অবস্থান এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সপ্তাহ দুয়েক আগে ইসরায়েলের বিমান হামলায় দামেস্কে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের একজন শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার রাজি মৌসাভি নিহত হওয়ার জেরে ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যেও টান টান উত্তেজনা কাজ করছে। এর আগে ২০২০ সালে বাগদাদে এক মার্কিন ড্রোন হামলায় রেভল্যুশনারি গার্ডের কমান্ডার কশেম সোলাইমানি নিহত হওয়ার পর এটিই পশ্চিমা এবং তাদের সমর্থিতদের মাধ্যমে সংঘটিত দ্বিতীয় হত্যাকান্ড। মৌসাভি সাবেক কমান্ডার কাশেম সোলাইমানির ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। ধারণা করা যায়, ইরান এটিকে স্বাভাবিকভাবে নেবে না এবং ইসরায়েলের ওপর তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে হুতি ও হিজবুল্লাহকে চাঙ্গা করতে নতুন কর্মপরিকল্পনা স্থির করবে। যদি এমনটি না হয় যে এই মুহূর্তেই তারা পাল্টা হামলা চালানোর মতো কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাহলে এটিও ধারণা করা যায় যে বিষয়টি কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পর কোনো বড় ধরনের চোরাগোপ্তা হামলার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। মোটকথা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাদের জন্য কিছুটা বিপদ ডেকে আনল বৈকি।

পরিস্থিতি বর্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এতে হামাস-ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাত খুব দ্রুত শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং ক্রমেই এটি একটি আঞ্চলিক সংঘাতের দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মতো আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। একদিকে হুতিরা লোহিত সাগর অতিক্রম করে ইসরায়েল অভিমুখী জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে পশ্চিমাদের টহলদারি আরো জোরদার করা। এর জেরে গত ১ জানুয়ারী আমেরিকান নৌবাহিনীর হামলায় হুতির ১০ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছিল। এটি দিয়ে মূলত পশ্চিমারা আরো বেশি করে বোঝাতে চাইছে যে ইসরায়েলের স্বার্থ পরিপন্থী যেকোনো বিষয়ে তারা অনড় অবস্থানে রয়েছে। এখানে এই সংঘাতের আশঙ্কা বা এটি আরো বিস্তৃত হওয়া রোধ করতে একমাত্র পথ হচ্ছে হুতিদের নিষ্ক্রিয় থাকা; যার অর্থ হচ্ছে পশ্চিমারা যা চাচ্ছে তা মেনে নেওয়া, বাস্তবে যার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। লোহিত সাগর কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যকে সংযুক্ত করেছে এটি। হুতিরা অবশ্য ইসরায়েলের স্বার্থ ব্যতিরেকে অপরাপর জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না এবং এ ধরনের কোনো পরিকল্পনাও তাদের নেই। তার পরও এই এলাকাটি ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তেজনা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সর্বোপরি সরবরাহব্যবস্থায় এক বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

সব শেষে হুতিদের দাবি, গাজাবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং খাবার সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে হবে; অন্যদিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে পশ্চিমাদের দাবি, লোহিত সাগর ঘিরে পণ্য পরিবহনে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না হুতিরা। এসব কিছুর আড়ালে ইসরায়েলের নিরাপত্তার নামে গাজায় গণহত্যার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে এবং পশ্চিমারা এটি নিয়ে দৃশ্যমান কোনো ধরনের সমাধানের দিকে যেতে অনাগ্রহী। এভাবে একতরফা সমাধান চাওয়া মধ্যপ্রাচ্যকে, বিশেষ করে ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ আরো কিছু রাষ্ট্রকে ক্রমেই আরো আগ্রাসী করে তুলতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে বিষয়টি নিয়ে চীন ও রাশিয়া যদি প্রকাশ্যে চলে আসে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সব কিছু মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যেন এক উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র!

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারী ২০২৪ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টে ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২৪ সালের ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের পারিবারিক ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে বুঝায়, যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। আবেদনকারীর অগ্রাধিকার তারিখ এই তারিখের পূর্বেই হবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের সার্বিক ভিসা পর্যালোচনায় দেখা যায় পারিবারিক ভিত্তিক ক্যাটাগরির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরকৃত অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-১)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ১ জানুয়ারী ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরাঃ

এ. (এফ২এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েরাঃ নভেম্বর ০১, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরা (২১ বছর বা তদুর্ধবয়সী ছেলে ও মেয়েরাঃ অক্টোবর ০১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ২২ এপ্রিল ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই-বোনঃ ২২ মে ২০০৭।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে এবং চাকরিভিত্তিক অগ্রাধিকার জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে ফারুক চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন এবং নিউইয়র্ক সিটিতে কাজ করি। দুই বছর আগে অনলাইনে বাংলাদেশের একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। এখন আমি তাকে বিয়ে করার কথা ভাবছি। গত বছর আমি নিজে একা ঢাকা গিয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে মেয়েটির সাথে আমার সাক্ষাত ও যোগাযোগ হলেও তাকে বিয়ে করতে পারি নি। কারণ সে সময় আমার মা-বাবা নিউইয়র্কে ছিলেন। এদিকে কিছুদিন আগে আমি এখানে



কাজ শুরু করেছি বলে এখন ছুটি নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে আমি আমাদের কমিউনিটির এক ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি। যিনি ইমিগ্রেশন বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি আমাকে আমার ভবিষ্যত স্ত্রীর জন্য কে-ওয়ান ভিসার আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি একজন এটর্নীকে কল করেছি। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যে, আমি আমার ভবিষ্যত স্ত্রীর গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারি। এ ব্যাপারে আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ। আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব- এমন পরিস্থিতিতে আপনার কাছে থেকে পরামর্শ পেলে। কে-ওয়ান ভিসা কি গ্রিনকার্ড প্রক্রিয়া করণের চেয়ে দ্রুততর হয়? কে-ওয়ান ভিসার খরচ কি কম?

আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

ফারুক চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

ঐতিহাসিকভাবে কে-ওয়ান ভিসা প্রক্রিয়াকরণে দ্রুততর হয়। বিবাহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রিনকার্ড লাভের জন্য। তবে সম্প্রতি এই প্রক্রিয়ার সময় বদলান শুরু হয়েছে। এখন দুটি ক্ষেত্রেই সময় প্রায় একই রকম লাগছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফিয়াঁসে ভিসা কে-ওয়ান এর জন্য বেশি লম্বা সময় লাগছে।

খরচের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সূত্রের গ্রিনকার্ডের ব্যয় কেওয়ান ভিসার চেয়ে অধিকার সাশ্রয়ী। স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে কে-ওয়ান ভিসার ব্যয় প্রায় ১ হাজার ২শত ডলার। কে-ওয়ান ভিসার ফি বেশি এবং পরে আবার আই-১৩০ এবং আই-৪৮৫ জন্যও আবেদন করতে হবে। কে-ওয়ান ভিসার মেয়াদ ৯০ দিনের জন্য এবং এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ৯০ দিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে। তাই আমরা বিশ্বাস করি কে-ওয়ান ভিসার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে এবং ব্যয় বহুল। এক্ষেত্রে ব্যয় এবং সময় বিবেচ্য হলেও ইউএসএর বাইরে গিয়ে করতে সক্ষম হলে এ্যাডজাস্টেড অব স্ট্যাটাস করতে পারলে সেক্ষেত্রে গ্রিনকার্ড ভিসা প্রক্রিয়া আপনার জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

নিউইয়র্ক থেকে হাসানুল হকের প্রশ্নঃ

আমি আমার আত্মীয়ের জন্যে রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করেছিলাম। কিন্তু আমার কেস এপ্রুভ না হয়ে ফেরৎ এসেছে। আমার কেস ফেরৎ আসার কারণ আমার পিটিশনের ফিস যথার্থ ছিলো না। ইমিগ্রেন বিষয়ে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। সে কারণে আমি এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার পরামর্শ প্রত্যাশা করছি। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাসানুল হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাকে সঠিক এবং নির্ধারিত অর্থ উল্লেখ করে চেক লিখতে হবে। সঠিক এবং নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ না দিয়ে ইউএসসিআইএস আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। দুটি কারণে ইউএসসিসআইএস আবেদন ফেরৎ পাঠাতে পারেঃ

১) চেকে যদি স্বাক্ষর না থাকে এবং

২) যদি সঠিক ফিস প্রদান করা না হয়। অধিকাংশ ইমিগ্রেশনের ফরমে প্রয়োজনীয় ফিস এর উল্লেখ থাকলেও আবেদনকারীকে ইউএসসিআইএস'র সঠিক ফিস চেক নজরে নেয়া জরুরী। কারণ অনেকক্ষেত্রে একই ফরমে অনেক ধরনের আবেদনের জন্য আলাদা আলাদা ফিস থাকে। যেমন রিলেটিভ পিটিশন- আত্মীয়ের জন্যে আই-১৩০ এবং সেই সময়ের যথাযথ ফিস।

এই ফরম গ্রিনকার্ডধারী এবং সিটিজেনদের রিলেটিভ পিটিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একই রকম ফরম ব্যবহৃত হয় স্বামী-স্ত্রী, সন্তান (বিবাবিহ/অবিবাহিত), মা-বাবা, ভাই-বোনের জন্য।

আরেকটি ফরমের উদাহরণ দেয়া যায় যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফিস হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন।

আই-১৩০ ফরমও বিভিন্ন উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। ইউএসসিসআইএস'র বাইরে সামরিক ভ্রমণের জন্য আগামস প্যারোলের আবেদন, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদনের জন্য আই-৪৮৫ ফরম পূরণের জন্য কোন ফিস লাগে না। কিন্তু কেউ যদি এই ফরম রি-এন্ট্রি আবেদনের জন্য ব্যবহার করেন তবে তার জন্য নির্ধারিত ফিস লাগবে। সঠিক ফিস জানার জন্য ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট চেক করে নিতে হয়। ইউএসসিসআইএস'র ওয়েব সাইটে ফিস-এর ক্যালকুলেটর থেকে সহজেই পওয়া যাবে। ক্যালকুলেটর থেকে ফিস পাওয়ার পর তাতে ফরম নম্বর, ফরম ব্যবহারের উদ্দেশ্য এন্টার দিয়ে ক্যালকুলেটরে প্রেস করলেই সঠিক ফিস জানা যায়। এরপরও কারো কোন সংশয় থাকলে তিনি ইউএসসিসআইএস অথবা ইমিগ্রেশন অফিসে কল করতে পারেন।

এ ব্যাপারে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। কারণ ভুল তথ্য, ভুল ঠিকানা এব ভুল ফিস প্রদানের কারণে আবেদন গৃহিত না হয়ে অস্বীকৃত হবে। যার ফলে আবেদরেন মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল লাভে অনেক বিলম্বর ঘটবে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা হচ্ছে ইমিগ্রেশন বিষয়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে স্পষ্ট করে সমস্যা ও প্রশ্ন উল্লেখ করতে হবে। অন্যতায় সুস্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

‘নির্বাচন ও আরো কিছু কথা’

॥ মীযানুল করীম ॥

একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের কলামিস্ট নির্বাচনের পরদিনই লিখেছেন, ‘নির্বাচন’ শব্দটি শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে নির্বাচন বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা কি হয়েছে? বিএনপির মতো একটি বড় রাজনৈতিক দল ও দলটির সমর্থকগোষ্ঠী নির্বাচনের বাইরে থেকে গেছে। ফলে এবারের নির্বাচনকে কোনো অর্থেই অংশগ্রহণমূলক বলা যাবে না।’ এই কলামিস্ট আরো লিখেছেন, ‘একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হলে সব দলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং ভোটারের উপস্থিতি বেশি থাকতে হবে। এ দুটোর কোনোটিই এবারের নির্বাচনে দেখা গেল না।’

বাসার কাছেই একটি ভোটকেন্দ্র। কিন্তু এবার হাতে হাতে কোনো ভোটার স্লিপ পাইনি। অন্যান্যবার হাতে পায়ে ধরার মতো অবস্থায় এই ভোটার স্লিপ দেয়া হতো। ভোটার স্লিপে ভোটারের ছবি ও ভোটার নাম্বার থাকত। এবার হয়তো মনে করেছে ভোটের দরকার বা কি! এ জন্য ভোটার স্লিপের মূল্য নেই। পরে শুনলাম, বাসায় দারোয়ানের কাছে নাকি দিয়ে গিয়েছে ভোটার স্লিপ। ভোটার স্লিপের দরকার নেই, এজন্য ওরা জনে জনে পৌঁছায় নাই।

একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের কলামিস্ট নির্বাচনের পরদিনই লিখেছেন, ‘নির্বাচন’ শব্দটি শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে নির্বাচন বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা কি হয়েছে? বিএনপির মতো একটি বড় রাজনৈতিক দল ও দলটির সমর্থকগোষ্ঠী নির্বাচনের বাইরে থেকে গেছে। ফলে এবারের নির্বাচনকে কোনো অর্থেই অংশগ্রহণমূলক বলা যাবে না।’ এই কলামিস্ট আরো লিখেছেন, ‘একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হলে সব দলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং ভোটারের উপস্থিতি বেশি থাকতে হবে। এ দুটোর কোনোটিই এবারের নির্বাচনে দেখা গেল না।’

এবারের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। আর টেনেটুনে এটাকে অংশগ্রহণমূলক বলা গেলেও, প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। সব ছিল কেবল ভোটার ছাড়া। নির্বাচন কমিশনের হিসেবেই বেলা ৩টা পর্যন্ত সারা দেশে ভোট পড়েছে ২৬.৩৭ শতাংশ। ম্যানিপুলেশন ছাড়া ২৪-২৫ শতাংশের বেশি ভোটার পাওয়ার কথা না। রাতে নির্বাচন কমিশন বলেছে, ভোট পড়েছে সারা দেশে ৪০ শতাংশের মতো। আর আওয়ামী লীগ চেয়েছে ৫১ শতাংশ, যা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভোটার টানতে ক্ষমতাসীনরা ব্যর্থ হয়েছে। উপরোক্ত কলামিস্ট তার লেখা শেষ করেছেন এই ভাষায়, ‘সবদিক মিলিয়ে এবার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার একটা নির্বাচন হলো। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আরেকবার আইনগতভাবে ক্ষমতায় থাকার বৈধতা পেতে যাচ্ছে। কিন্তু তারা নৈতিক বৈধতার সঙ্কটে পড়ছে।’

ভোটের আগের দিন দেখলাম, সন্ধ্যার একটু আগে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট একজন কি যেন খেতে খেতে যাচ্ছেন। আমার বাসার কাছের ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একটা ট্রেনিংও হলো। কিন্তু শুধু ভোটারের অভাব। এ যেন ‘যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া পড়শির ঘুম নাই’ এর মতো। টিভিতে বারবার প্রচার করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের একটি বিজ্ঞাপন ‘নির্বাচন আচরণবিধি মেনে চলুন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা করুন।’ আসলে ক্ষমতাসীন দলই নিয়ম মানে নাই। কথায় বলে, ‘আপনি আচরি ধর্ম; অপরে শেখাও।’ প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন দলের নেতানেত্রীরা মানুষকে ভোট দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভালো কথা, ‘কিন্তু ভোটার যত কম হবে, তত তাদের সুবিধা। ভোটার বেশি আসলে ইচ্ছামতো করা যায় না। টিভিতে বারবার নির্বাচনের একই ছবি, একই খবর প্রচার করা হয়েছে। মহিলাদের লাইন দেখানো হয়েছে, কিন্তু পুরুষদের লাইন দেখা যায়নি। বিরোধীদল বলেছে, এটি ডামি ভোটারের লাইন। মহিলাদের মধ্যে হাতে শাঁখা, কপালে টিপসহ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশি ছিল। টিভির খবরে জাতীয় পার্টির প্রধান জিএম কাদের বলেছেন, ‘আমাদের কোরবানি করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব যা চেয়েছে, তাই হয়েছে।’ অর্থাৎ নেতৃত্বের ইচ্ছায় নৃত্য করতে হয়েছে।

ক্ষমতাসীনদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন মিত্র, জিএম কাদেরের কথা থেকে বুঝা যায়, গত ৭ তারিখে এ দেশে কী হয়েছে। আসলে নির্বাচনকে সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হয়। এজন্যই বলা হয়, ‘ডরঃয-ড়ঁঃ ঈড়হভৎড়হঃৎধঃরড়হ, ঃযবৎব রং হড় ঢ়ৎড়মৎবংংরড়হ..’ এদেশে বিএনপি ছাড়া নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না, এটা সবার জানা কথা। আওয়ামী লীগের এ নির্বাচনে জিতে কোনো লাভ নেই। নির্বাচনকে টেকসই হতে হয়। নয়তো, বিকৃত গণতন্ত্র ও হাইব্রিড গণতন্ত্রের তকমা বহন করে চলতে হবে। সরকার একদিকে ডিজিটাল করতে চায় সব কিছুকে। অন্যদিকে, গণতন্ত্র নির্বাচন থেকে দিন দিন নির্বাসনে চলে যাচ্ছে। মানুষ মুখ টিপে হাসে। এটাই সরকারের ‘ডিজিটাল গণতন্ত্র’।

আসলে ভোটাধিকার শুধু স্বাধীনতা নয়; এটা সরকারের দায়িত্ব ও জনগণের অধিকার। অথচ, এবার নির্বাচন এমন হয়েছে যে, প্রার্থীর রকমফের ছিল। খাঁটি, ভাড়া করা, ডামি, জোটসঙ্গী, মুরগি প্রার্থী, বিক্রি হওয়ার মতো প্রার্থী ইত্যাদি হরেক কিসিমের প্রার্থীর হইচই। সুষ্ঠু নির্বাচন জনগণের অধিকার। আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনগুলো এতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না। সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র এ দেশে আসবে না। ভোট শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হলেই সুষ্ঠু হয় না- এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয় না। নির্বাচনকে হতে হবে অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতাপূর্ণ, স্বাধীন, সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও টেকসই, তথা গণতান্ত্রিক। এই নির্বাচন বিএনপি, জামায়াত ছাড়া শুধু আওয়ামী লীগ দিয়ে সম্ভব নয়। এ নির্বাচনের জন্য লড়াই করতে হবে। নয়তো যত হাঁকডাক চলুক, নির্বাচন টেকসই হবে না। নির্বাচন হবে নির্বাচনের মতো, রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়ার মতো নয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয়, সেজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। ক্ষমতাসীনদের মনে রাখতে হবে, ‘এই দিন, দিন নয়, আরো দিন আছে; এই দিন নিয়ে যাবে ঐ দিনের কাছে।’ নির্বাচন কমিশনকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। ক্ষমতাসীন দল ও সরকারকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমাদের দেশের ভোটাররা প্রধানত পুরুষ। কিন্তু টিভিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো একাধিক ছবিতে দেখা যায়, মহিলা ডামি ভোটারদের লাইন; পুরুষরা গেল কই? চট্টগ্রামের মিরসরাইতে ভোটের দিন বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটকেন্দ্র ভোটারশূন্য হয়ে পড়ে। টিভিতে আরো দেখা যায়, অনেকে শিশুসন্তানকে নিয়ে সেদিন ভোটকেন্দ্রে গেছেন। অথচ ওরা ভোটার নয়। আসল ভোটার কয়জন গেছেন, সেটাই প্রশ্ন। ঢাকাতে হরতালের মধ্যেও সাধারণত গাড়ি চলে। অথচ নির্বাচনে এই রাজধানীতেই ভোটার কম গেছেন। এটা বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও স্বীকার করেছেন। তা না হলে ভোট দেয়া ২৫ শতাংশ ভোটার ৪০ শতাংশ হয় না।

গণতন্ত্রে নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনভাবে এতে প্রার্থীদের বাছাই করতে হবে। জনগণই ঠিক করবে, জনপ্রতিনিধি কারা হবেন। সঠিক প্রার্থী বাছাই করা নাগরিকদের সবার দায়িত্ব। বিনা চাপে এই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অথচ আমাদের দেশের সরকার ব্যর্থ হয়েছে এই কাজ করতে। তারা ও সরকারি দল মিলে নানাভাবে চাপ দিয়েছে মানুষকে প্রার্থী বাছাই করতে, যেন নিয়ম হয়ে গেছে ‘আমার ভোট আমি দেবো, তোমার ভোটও আমি দেবো।’ অথচ এটা হওয়ার কথা ছিল না। এই ‘অতি দরদে’র দৌরাত্ম্য বর্তমানে বেশি দেখা যাচ্ছে। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার; কিন্তু সরকারই এদের অর্থহীন প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাই এই দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলছে না।





লুটেরা গোষ্ঠীর কালো থাবায় দেশ

আবদুল আউয়াল মিন্টু

বাংলাদেশে আজকাল বহু কিছু ঘটে চলেছে, যা শুধু মূল্যবৃদ্ধি নয় বরং দেশ ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব বিষয়ে কাউকে তেমন কথা বলতে শোনা যায় না।

দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়াবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শাসকদলের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতারাও এখন কোটিপতি। এমনকি ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ছাত্র ও যুব নেতারাও কোটিপতি হয়ে গেছে। অনেকের গাড়ি, বাড়ি হয়েছে। অথচ তারা এখনো কর্মজীবনে প্রবেশ করেননি। ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে এ গোষ্ঠী শুধু যে নিজেরা সম্পদশালী বনে যাচ্ছে তাই নয়। এদের অনৈতিক কার্যক্রম ও কর্মকান্ড দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অজানা-অচেনা গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ছেলেবেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বাক্যটি প্রতিনিয়ত আমাদের শেখানো হতো, 'লেখা-পড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে', প্রবাদটি বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে আর কার্যকর নেই। তাহলে স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে; গত দশকে দেশে কি আরো বহুমাত্রিক সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এর সোজাসাপটা উত্তর অবশ্যই। বর্তমানে সবকিছু এখন বিভিন্ন সিন্ডিকেট সদস্যদের দখলে। তাহলে স্বভাবত প্রশ্ন উঠে, কারা এসব সিন্ডিকেটের সদস্য। কারা এসব সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। চিন্তা করে সময়ের অপচয় করার প্রয়োজন নেই। এদিক-সেদিক একটু তাকালে সহজে উত্তর পেয়ে যাবেন।

বর্তমানে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, জমি দখল, উন্নয়ন প্রকল্প ও সামাজিক বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে চুরি, অনৈতিক ও অবৈধ আয়, খাজনা খোঁজা বা হাটে-ঘাটে-মহল্লায় চাঁদাবাজি, অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে যারা লুটপাটের সাথে জড়িত, তাদের প্রায় সবাই শাসকদলের নেতা, সদস্য ও সমর্থক। সেই সাথে আজকাল যোগ হয়েছে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে, তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অনির্বাচিত দল ও দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা আমলারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যও এদের অন্তর্ভুক্ত। গত দশকে বাংলাদেশের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে রাজধানী শহর পর্যন্ত সর্বত্র এ ধরনের হাজারো গোষ্ঠী (সিন্ডিকেট) জন্মলাভ করেছে।

দুর্নীতি সব দেশে কম-বেশি আছে। বাংলাদেশেও সবসময়, সব সরকারের আমলে ছিল। কিন্তু এমন নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি এর আগে আমাদের সমাজে আর কখনো দেখা যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বর্তমানে দেশের কর্মকর্তারা (নির্বাচিত, অনির্বাচিত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য) লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাটকে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি ও প্রথা বানিয়ে ফেলেছেন। এসব গোষ্ঠী শুধু যে ব্যবসা-বাণিজ্য অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করে আছেন তা নয়। তারা একই ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অঙ্গনে। ফলে দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলো আজ দেউলিয়া হয়ে গেছে। এসব ফাঁক-ফোকরে পড়ে প্রকৃত ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' জপ করতে করতে ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছেন। অনেকে ব্যবসা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। অনেকে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে চাপা উত্তেজনার পীড়নে অকালে মৃত্যুবরণ করছেন।

এক কথায় বলতে হয়, দেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো খাত নেই যেখানে নতুন নতুন সিন্ডিকেট সৃষ্টি হয়নি। উপার্জন অবৈধ, তাই ভ্যাট ও ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়। দিলেও যৎসামান্য। এ গোষ্ঠী বাংলাদেশে বর্তমানে একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এ গোষ্ঠীকে যদি কেউ লুটপাটের সিন্ডিকেট হিসেবে চিহ্নিত করে তাহলে ভুল হবে না। অতএব কেবল তেল, ডিম, পেঁয়াজ ও আলু বিক্রেতাদের সিন্ডিকেটের দোষ দিয়ে কি মূল্যবৃদ্ধি থামানো যাবে? মানুষের দুর্ভোগ কমানো যাবে? আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক পাঠক এ প্রশ্নের উত্তর জানেন।

রীতি-নীতি-প্রথার বনবাস

এ লুটপাট ও অসাধু প্রতিযোগিতায় কোনো নৈতিকতা, রীতিনীতি, প্রথা বা ব্যবসায়িক মান ও প্রমিতির কোনো বালাই নেই। তাদের কাছে আইন-কানুন কোনো বিষয় নয়। কেননা তাদের অবস্থান ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। তাদের প্রয়োজনে বা সুবিধার্থে সরকারের সরবরাহ ও সংগ্রহ বিধিমালা বদলানো হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনমাফিক বিধিবিধান এড়িয়ে ব্যতিক্রমী কার্যপন্থা নির্ধারণ করতেও তাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না। এমনকি সরকার তাদের সমর্থকগোষ্ঠীকে ব্যবসা দেয়ার জন্য ও ভবিষ্যতে আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে, নতুন আইন পাস করতেও দ্বিধা করে না। এসব গোষ্ঠী যেসব সরকারি দফতরের সাথে ব্যবসা করে, ওইসব দফতরে বা নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোতে তাদের পছন্দমতো আমলা (কর্মকর্তা) নিয়োগ দিতে পারেন। আবার প্রয়োজন মতো বা চাপের মুখে তাদের বদলও করতে পারেন। একই প্রথা এখন উপজেলা, জেলা ও সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও রীতিনীতি হয়ে গেছে। সবই করা হয় সরকার সমর্থিত বায়বীয় ব্যবসায়ী এবং প্রহসনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের অশুভ যোগসাজশে। অতএব বাংলাদেশে জনগণের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা বা দুর্ভোগের জন্য যদি কোনো সিন্ডিকেটকে দায়ী করতে হয়, তাহলে বাস্তবে দায়ী হলো এসব সিন্ডিকেট।

সিন্ডিকেটের থাবা-কোষাগার লুণ্ঠন

গত দশকে সরকারি কেনাকাটা বা সরবরাহের যেকোনো দরপত্র প্রকাশ্যে আসার আগে সরকার সমর্থক সিন্ডিকেটের সদস্যরা একে অপরের সাথে যোগসাজশে গোপন আঁতাত, ষড়যন্ত্র ও সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক করে নেন, কোন কাজটি কে করবেন, কত টাকায় করবেন, কত টাকা আত্মসাৎ করবেন এবং কে কত ভাগ পাবেন। এভাবে এ গোষ্ঠী একে অপরের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে সেবা বা পণ্যের মূল্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নির্মাণকাজ, সেবা বা সামাজিক বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমও তাদের লুটপাটের হাত থেকে রেহাই পায় না। এ কারণে টেন্ডারের মাধ্যমে হোক বা বিনা টেন্ডারে হোক, সরবরাহ করা পণ্য বা সেবা যা-ই হোক না কেন, এক দিকে এসবের দাম বেশি, আবার অন্য দিকে অত্যন্ত নিম্নমানের। ফ্লাইওভার নির্মাণ থেকে বড় বড় সড়কের কাজ, সেতু থেকে রেলপথ, তেল দ্বারা পরিচালিত ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, গ্রামের রাস্তার মেরামত, শহরগুলোর বর্জ্য অপসারণ, বন্যা ও নদীভাঙন থেকে শহর রক্ষায় নদীশাসন কোনো কিছুই এদের আয়ত্তের বাইরে নেই।



নদীর বাঁধ ও হাওরের বেড়িবাঁধগুলো প্রতি বছর ভেঙেপড়া ও রাস্তাঘাটের বেহাল চেহারা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে পাঠক নিজে বর্তমান লুটপাটের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করে নিতে পারেন। এগুলোর জন্য কি পেঁয়াজ ও আলু বিক্রেতাদের সিন্ডিকেট দায়ী। খাদ্যপণ্যের বেলায় কোনো একটা পণ্যের দাম বাড়লে, সব ভোক্তা টের পান। বাকি সব পণ্যের দাম বাড়লেও বুঝতে কিছুদিন লেগে যায়। কারো হয়তো বোঝার প্রয়োজন নেই। কারণ ওই পণ্য কেনার সামর্থ্য নেই। তবে অর্থনীতির এক খাত, অন্য বহু খাতের সাথে জড়িত। তাই এর প্রভাব-প্রক্রিয়ায় তিনি যে ভুক্তভোগী তা কোনো দিন হয়তো বুঝবেনও না। দেশের অর্থনীতিকে কাঠঠোকরা পাখির মতো এ গোষ্ঠী ঠুকরে ঠুকরে গর্ত করে ফেলেছে। গর্ত যত বেশি হয়, গাছ তত দুর্বল হয়। দেশের অর্থনীতির অবস্থা এখন একই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

> দুর্নীতি সব দেশে কম-বেশি আছে। বাংলাদেশেও সবসময়, সব সরকারের আমলে ছিল। কিন্তু এমন নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি এর আগে আমাদের সমাজে আর কখনো দেখা যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বর্তমানে দেশের কর্মকর্তারা (নির্বাচিত, অনির্বাচিত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য) লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাটকে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি ও প্রথা বানিয়ে ফেলেছেন। এসব গোষ্ঠী শুধু যে ব্যবসা-বাণিজ্য অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করে আছেন তা নয়। তারা একই ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অঙ্গনে।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

লুটপাটের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত এ অতিরিক্ত অর্থ সবাই মিলে ভাগবাটোয়ারা করে নেন। অন্য দিকে আবার টেন্ডারে প্রাপ্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেখিয়ে এ লুটেরা (সিন্ডিকেট) গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিতে কোনো সমস্যা নেই। অনেক সময় কাজ শেষ হওয়ার আগে, অর্থাৎ কাজ শেষ না করেও সরকারি কোষাগার থেকে পুরো টাকা উঠিয়ে নিতে কোনো বাধা নেই। পুরো টাকা উঠিয়ে নিলেও এ গোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করার প্রয়োজন মনে করেন না। অর্থাৎ একই কাজে চার দিকে লুট; প্রথম, বেশি টাকায় টেন্ডার পাওয়া। দ্বিতীয়, কম দামে নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করে নিম্নমানের কাজ। তৃতীয়, ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া। কাজ শেষ। টাকা উঠিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার তাড়া নেই। অনেকে আবার ঋণ শোধ না করে বিদেশে পাচার করে দেন। পাচার করা টাকা দিয়ে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি কেনেন বা বিনিয়োগ করেন। মোট কথা হলো, এ লুটপাটের টাকা ব্যাংকে ফেরত না দিয়ে বা বিদেশে পাচার করে দেশের আর্থিক খাত ও অর্থনীতিকে ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে লুটপাটের সংস্কৃতি চলছে ইতিহাসে এর আগে কখনো এ রকম পরিস্থিতি দেখা যায়নি। পরিণতিতে নির্মাণকাজসহ সরকারের ক্রয়কৃত ও সরবরাহ করা সব সেবা ও পণ্যের মান একদিকে যেমন নিম্নমানের, তেমনি মূল্য হচ্ছে আকাশচুম্বী। কোনো নির্মাণকাজ, পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে সরকারের যা খরচ হওয়া উচিত, বর্তমানে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় হয়। সরকারি ক্রয়-বিক্রয় ও সেবা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়া বর্তমানে 'চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই' চক্রের হাতে চলে গেছে। এখন তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এমনকি ৩০০ টাকার বালিশ তিন হাজার টাকায় কিনতেও কোনো বাধা নেই। কারণ এসবই দেশের সম্পদ লুট করার নাটক। আইন এদের স্পর্শ করতে পারে না। কারণ দেশে এখন আর আইনের সমপ্রয়োগ হয় না। বস্তুত আইনের শাসন বলতে যা বোঝায় তার কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র চালু করার সাথে সাথে লুটেরাতন্ত্র যোগ করে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সমাজকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই সাথে প্রিয় মাতৃভূমিতে আমরা এখন 'আইনের শাসনের পরিবর্তে- আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা শাসিত (Rule of Law VS Rule by Law)।'

দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের খবর

বাংলাদেশে খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের খবর অনেকটাই স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত। অনেক মাধ্যম সত্য ঘটনাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, পেঁচিয়ে-পুচিয়ে উপস্থাপন করে। প্রকৃত সত্য ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। তারপরও এই 'সিন্ডিকেট' টেন্ডারে নিজেদের ইচ্ছেমতো মূল্য বাড়িয়ে কাজ ভাগিয়ে নিতে কোনো অসুবিধায় পড়ে না। অনেক সময় কাজ না করেও ভুয়া বিল জমা দিয়ে টাকা উঠিয়ে নিতে পারে। এর অর্থ অনেক খাতে অঢেল অর্থ খরচ করলেও কাজ হয় নামমাত্র। অর্থাৎ 'কাজীর গরু খাতায় আছে; কিন্তু গোয়ালে সব হিসাবে মেলে না'। পুকুর চুরির মাধ্যমে জনগণের যে অর্থ লোপাট করা হচ্ছে সেই টাকা, ভোটারবিহীন বা ভোট চুরির মাধ্যমে নির্বাচিত দাবিদার অসাধু জনপ্রতিনিধি, দলবাজ অসাধু সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সরকার সমর্থক বায়বীয় ব্যবসায়ী, যাদের দুই হাত ও এক পা বিদেশে, তারা সবাই এই লুটের টাকা ভাগ করে নেন। ইদানীংকালে প্রহসনের নির্বাচনে যারা ক্ষমতাসীন দলের পুনঃমনোনয়ন পেয়েছেন, তাদের আগের ও বর্তমান হলফনামার বিচার-বিশ্লেষণ করলে উপরিউক্ত বাক্যগুলোর কিছুটা হলেও সত্যতা মিলবে। এখানে সেখানে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও ব্যতিক্রম কোনো বিধি-বিধান নয় (exception is not the rule)।

বর্তমানে বাংলাদেশে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মালিক কোনো না কোনো সিন্ডিকেটের সদস্য। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় খবর নিয়ন্ত্রিত রাখা সত্ত্বেও প্রতিদিন টেলিভিশন ও খবরের কাগজে দুর্নীতির অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এই খবরগুলোর মধ্যে কিয়দংশ আবার মালিকরা নিজেই একে অপরের বিপক্ষে বলতে বা লিখতে প্রভাবিত করে। এতদসত্ত্বেও দৈনিক পত্রিকার শিরোনামগুলো দেখলে পাঠক বাংলাদেশে বর্তমানে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, জমি দখল, ব্যাংক লুট ও দুর্নীতির যে মহোৎসব চলছে তার বাস্তব ও খোলামেলা চিত্র পাবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তাদের এই লুটপাট কেবল সরকারি ব্যয়ে জঘন্য নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। অর্থনীতির তত্ত্বানুযায়ী এসবই অর্থনীতির অংশ। অতএব বলা যায়, দুর্নীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজি বা আর্থিক খাতে অব্যবস্থাপনার ফলে জনগণের প্রাপ্য সেবা ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও অর্থনৈতিক সমস্যার বাইরে নয়। সত্যিকার অর্থে, এসব কার্যক্রমের পরিণতি হিসেবে দেশ, সমাজ, দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির মূল ভিত্তিতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে ফেলেছে। যা দেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিয়েছে।

জনতুষ্টির নামে কর্তৃত্ববাদী শাসন

এ ধরনের চুরি, লুটপাট, রাজস্ব অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার বীজ পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে। ওই সময়কালে পৃথিবীর অনেক দেশে যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা (হুয়ান পেরন) ও পেরুতে (মোরালেস), আফ্রিকার কংগো ব্রাজাভিলে (মবুতে সেসে সেকো) বা সমসাময়িককালে ফিলিপিন (মার্কোস), যুগোসাভিয়া (টিটো), ভেনিজুয়েলায় (শ্যাভেজ), জিম্বাবুয়ের (রবার্ট মুগাবে) বা আশির দশকে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, আলবেনিয়া ও সুদানের স্বৈরশাসকদের শাসনামলে। বর্তমানে একই চরিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে নিকারাগুয়া, হাইতি, গুয়াতেমালা, মিসর, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশে।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক বেষ্টনীর লেবাসের আড়ালে বিশ্বের বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক নেতারা এক ধরনের তথাকথিত কল্যাণমুখী 'জনতুষ্টিবাদী (Populist) শাসনের নীতি' কায়েম করে। ওই শাসনব্যবস্থার লেবাসের আড়ালে, মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কর্তৃত্ববাদী ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন। ফলে ওই সব দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের কাছাকাছি চলে যায়। যদিও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং বেশ সম্পদশালী ছিল। সমাজে উপরের স্তরে দেখলে সব শান্ত মনে হলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেশগুলোকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ফেলে, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। যার কারণে ওইসব দেশে আজো সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতার রেশ কাটেনি। দেশগুলো এখনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হোঁচট খাচ্ছে। ফলে দীর্ঘ পাঁচ দশক পরও এই দেশগুলো এখনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধ্বংসাবশেষের রেশ টানছে।

সিন্ডিকেট তত্ত্ব

এসব একনায়কতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসকরা অল্প কিছুকালের জন্য জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। জনপ্রিয়তা ও পরিচিতির কলেবর বৃদ্ধি এবং ক্ষণস্থায়ী কৃত্রিম জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য তারা এক নতুন শাসনব্যবস্থা বা নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কর্তৃত্ববাদী শাসনের সুযোগে ওই দেশগুলোতে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ আমলা, তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বায়বীয় (টুকটাক) ব্যবসায়ী ও সুযোগসন্ধানী পেশাজীবীরা একত্রে মিলেমিশে নতুন নতুন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। ওই গোষ্ঠী সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে অবাধে দেশের সম্পদ লুটপাট করার সুযোগ পায়। ব্যবসার নামে লুটপাট করতে তাদের কোনো বাধা ছিল না। অতি দ্রুত তারা ধনী বনে যান। এই গোষ্ঠী অবৈধ ও অনৈতিক পন্থায় সম্পদ করায়ত্ত করার লক্ষ্যে, যথেচ্ছভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করার অবাধ সুযোগ পায়। সেই সুযোগে এসব গোষ্ঠীর সদস্যরা দেশের প্রশাসন বা দেশ শাসনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়।

অন্য দিকে, নির্বাচনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে তথাকথিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও আমলারা একত্রে মিলেমিশে, যোগসাজশের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারও খালি করে দিয়েছিল। ফলে এক দিকে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে সরকারি খরচ বেড়ে যায়, অন্য দিকে রাজস্ব আয় কমে যায়। অতিরিক্ত দেশী-বিদেশী ঋণ নেয়া ছাড়া সরকারের খরচ নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। একই সাথে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে ও দলীয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে দুর্নীতিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে বড় বড় প্রকল্প হাতে নেয়। ফলে সরকারের খরচ ও ঋণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

প্রহসনের নির্বাচন, আইনের শাসনের পরিবর্তে বিধি-বিধানের শাসন, স্বজনপ্রীতি, দলীয় প্রীতি ও নীতি এবং দুর্নীতির ফলে সাংবিধানিক ও আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে কর্তৃত্ববাদী গোষ্ঠী সহজেই এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেমন- সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজস্ব বিভাগ, আমলাতন্ত্রকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসে। বলা যায় করায়ত্ত করে ফেলে। ফলে এসব পথভ্রষ্ট স্বৈরশাসকের বেআইনি কর্তৃত্বে বাধা দেয়ার জন্য কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বা বিরোধী দল টিকে থাকতে পারেনি। নামেমাত্র বিরোধী দল থাকলেও, অনেকটাই বর্তমান বাংলাদেশের গৃহপালিত বিরোধী দলের মতো। নির্বাচনের নামে প্রহসন করা হতো বিধায় বিরোধীরা রাজপথে সরব থাকলেও সংসদে ছিল যৎসামান্য। প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতারাই ছিল ভোটচুরির সর্দার। তাই সংসদে এসব স্বৈরশাসককে কখনো শক্তিশালী বিরোধী দলের মোকাবেলা করতে হয়নি। অনুরূপ নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধীদের নির্মূল করার লক্ষ্যে যে কয়েকটি দেশ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি লাভ করেছে এগুলোর প্রথম সারিতে হলো- নিকারাগুয়া, হাইতি, গুয়াতেমালা, মিসর, কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশ।

সামাজিক বেষ্টনীর লেবাস-সামাজিক ও আয়ের বৈষম্য

এসব স্বৈরশাসকের সমর্থকদের মধ্যে বৃহদাংশ ছিল গরিব ও দুর্বল। তাদের লুণ্ঠন করার শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না। তাদের লাগাতার সমর্থন ধরে রাখার জন্য এবং সাধারণ জনগণকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে, সামাজিক বেষ্টনীর নাম করে বিভিন্ন চমকদার ও চটকদার 'কল্যাণমুখী' কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। যেমন- বাংলাদেশে সবার জন্য ঘর, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সর্বজনীন পেনশন, ১০ টাকায় চাল, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঘরে ঘরে চাকরি এবং বিভিন্ন ধরনের ভাতা। এসবের কোনো সমভিত্তিক বণ্টন হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার সমর্থকরা এসবের দানগ্রহীতা বা স্বত্বভোগী। যেমন আজকাল অনেক নৌকা মার্কা মনোনীত প্রার্থীর লেঙ্গারদের (বলমধারী সৈনিক) মুখে শোনা যায়, 'নৌকায় ভোট না দিলে ভাতা পাওয়ার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে।' এসবের আসল উদ্দেশ্য হলো সরকার সমর্থকদের তুষ্ট রাখা ও তাদের সমর্থন ধরে রাখা। এগুলোর প্রায় সবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। ফলে ভর্তুকির কলেবর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সমাজে দুর্নীতি দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে। গরিবের সম্পদ চুরি ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি কোষাগার থেকে লুণ্ঠন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাতে সমাজে আয়ের বৈষম্য বা ধনী-গরিবের বৈষম্য বেড়ে যায় ও সর্বজনীন নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে।

অন্যদিকে বাজেট-ঘাটতি, বাণিজ্যিক ঘাটতি, বিদেশের সাথে লেনদেনের চলতি হিসেবে ও দায়স্থিতির ঘাটতি বেড়ে যায়। দেশী-বিদেশী ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। মুদ্রা পাচার বেড়ে যায় ও মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে। এগুলো সব মিলেমিশে মূল্যস্ফীতির অন্তঃস্থলকে উসকে দেয়। একই সাথে এই ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করার কারণে মূল্যস্ফীতির হার ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ওই সব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আইএমফের হস্তক্ষেপ বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। ওই সময় অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ওই সব দেশে অর্থনীতির কাঠামো সমন্বয় (Structural adjustment) নীতি অনুসরণে বাধ্য করে। নীতি প্রক্রিয়া অনুসরণ বাধ্যতামূলক, ওই নীতি ক্রমান্বয়ে 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস বা মতৈক্য' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে উপরোক্ত সমস্যাগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান। অতএব আইএমএফের হস্তক্ষেপ কেবল সময়ের ব্যাপার।

লেখক: সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই, কৃষি অর্থনীতিবিদ

৩০ মিলিয়ন ডলার গ্র্যান্টে প্রথম ম্যাগনেট

(প্রথম পাতার পর)

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন থেকে এই তহবিল আসছে যা দিয়ে ব্রঙ্কস ও ম্যানহাটনের ছয়টি বর্তমান পাবলিক স্কুলকে ৫ বছর ধরে সহায়তা দেওয়া হবে। সিটি হলের পাঠানো সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ম্যাগনেট স্কুল হচ্ছে সেই সব পাবলিক স্কুল যেখানে শিক্ষার্থীদের তাদের স্কুলের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিশেষ কারিকুলাম দিয়ে বাস্তব জগতের প্রয়োজনীয়তার সাথে তাল মিলিয়ে তৈরি করা হয়। বহু জাতি বর্ণের শিক্ষার্থীরা যাতে এর অংশ হতে পারে সেটাই এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

এছাড়াও শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচির আওতায় তাদের শিক্ষাক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে তাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে যাতে তারা উন্নত কলেজে যেতে পারে এবং ক্যারিয়ার গঠনে প্রস্তুত হয়।

এরিক অ্যাডামস তার বিবৃতিতে বলেন, প্রতিদিনই তার প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সরাসরি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করছে। তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে সফলতার পথে হাঁটার প্রয়োজনীয় টুলগুলো। ম্যাগনেট স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেব।।

যে স্কুলগুলো এই তালিকায় রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ব্রঙ্কস ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাগনেট কনসোরটিয়ামের ল্যাবরেটরি স্কুল অব ফিন্যান্স অ্যান্ড টেকসনোলজি, হাইস্কুল ফর টিচিং অ্যান্ড দ্য প্রফেশনস, ব্রঙ্কস হাইস্কুল ফর দ্য ভিজ্যুয়াল আর্টস ম্যানহাটানের ইন্টার-ডিস্ট্রিক্ট ম্যাগনেট কনসর্টিয়ামের স্কুলগুলো হচ্ছে এসপারানজা প্রিপারেটরি অ্যাকাডেমি, সিটি কলেজ অ্যাকাডেমি অব আর্টস ও জ্যাকুলিন কেনেডি ওনাসিস হাইস্কুল।

কপাল পুড়লো যাদের!

(প্রথম পাতার পর)

বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে স্বজনপ্রীতি ও নেতাকর্মীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরির কারণেও দু-একজনের কপাল পুড়েছে।

বিভিন্ন সময় বেফাঁস মন্তব্য ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ায়ও নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা হয়নি কয়েকজনের। তবে সব রকমের যোগ্যতা সত্ত্বেও বয়স ও শারীরিক অসুস্থতা এবং আঞ্চলিক ও জেলা কোটার কারণে ছিটকে পড়তে হয়েছে এমন উদাহরণও মিলেছে। এ ছাড়া নতুনদের জায়গা করে দিতে একাধিক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সব মিলিয়ে নানা কারণে সদ্য বিদায়ী মন্ত্রিসভায় থাকা ৩০ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে বাদ দিয়েই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে নতুন-পুরোনো সহকর্মী নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন সরকারের যাত্রা।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন গত ১০ জানুয়ারী বুধবার রাতে সচিবালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম প্রকাশ করেন। এতে বিদায়ী মন্ত্রিসভার ১৮ জন এবং নতুন হিসেবে এসেছেন ১৯ জন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন পুরোনো মন্ত্রিসভায় দায়িত্ব পালন করেছেন এমন পাঁচজনকেও নতুন মন্ত্রিসভায় রাখা হয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে বিদায়ী মন্ত্রিসভার কারা কেন এবার বাদ পড়েছেন, তা নিয়েই চলছে জোর আলোচনা। বাদের তালিকায় রয়েছেন ১৫ মন্ত্রী, ১৩ প্রতিমন্ত্রী ও দু'জন উপমন্ত্রী। সমকালের অনুসন্ধানে এসব মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর বাদ পড়ার নানা কারণ উঠে এসেছে।

আগেই বাদ ছয়জন

সদ্য বিদায়ী মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে তিনজন এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাননি। তারা হলেন সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। নিজ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি-অনিয়ম, স্বজপ্রীতি ও আত্মীয়স্বজনকে প্রশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে এলাকায় জনপ্রিয়তা হারানোর কারণে মনোনয়ন পাননি তারা।

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেও বিদায়ী মন্ত্রিসভার আরও তিনজন প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনে জয় পাননি। তারা হচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী। তাদের বিরুদ্ধেও দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোন্দলে জড়িয়ে নেতাকর্মীর আস্থা হারানোর অভিযোগ রয়েছে। ফলে এই ছয় প্রতিমন্ত্রীর ছিটকে পড়াটাই ছিল প্রত্যাশিত।

দুর্নীতি-অনিয়ম

সদ্য বিদায়ী সমাজকল্যাণমন্ত্রী নূরুজ্জামান আহমেদ লালমনিরহাট-২ আসনে এবারের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতলেও নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

নির্বাচনের আগে এক মন্ত্রীর বিদেশে ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের তথ্য প্রকাশ করে টিআইবি। এর এক দিন পরই দৈনিক সমকালের অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এ ছাড়া ২৫ অক্টোবর ঢাকার গুলশানে বিএনপিপন্থি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালক সৈয়দ আলতাফ হোসাইনের আমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশ নেন সাইফুজ্জামান। সেখানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা ছাড়াও মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উপস্থিত ছিলেন। এ দুই কারণে এবার সাইফুজ্জামান মন্ত্রিত্ব পাননি বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি দাবি করেছিলেন, আলতাফ হোসাইনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এ কারণে তিনি তাঁর আমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন।

অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব খাটিয়ে নিজ এলাকায় রাজনৈতিক আত্মীয়করণের কারণে নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন সদ্য বিদায়ী রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। নিজ এলাকা পঞ্চগড়ে প্রভাব খাটিয়ে রাজনৈতিক আত্মীয়করণ করেছেন। রেলে ঠিকাদারি, নিয়োগ-বাণিজ্যে তাঁর পরিবারের লোকদেরই টেনে এনেছেন।

করোনাকালে নানা কারণে সমালোচিত হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। করোনার টিকা নিয়ে সীমাহীন অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। মানিকগঞ্জে সরকারি ওষুধ কারখানার জন্য যে এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করা হবে, সেই জায়গাগুলো নিজে, ছেলেমেয়ে ও ভাইয়ের নামে কেনার অভিযোগে বিতর্কিত হন তিনি। এসব কারণে নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

বিস্তর অভিযোগ ছিল বিদায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁকে ডুবিয়েছেন তাঁর ছেলে, ভাই, ভাগনেসহ স্বজন। পাহাড়ের জায়গা দখল করে বাংলো নির্মাণ, বনের গাছ সাবাড় করে অবৈধ করাতকল, ইউপি নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ে বদলি বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগ রয়েছে মন্ত্রীর ছেলে ও স্বজনের বিরুদ্ধে। এর বাইরে শাহাব উদ্দিনের নিজ মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে তাঁর তেমন ধারণা ছিল না বলেও অভিযোগ রয়েছে। গত পাঁচ বছরে জলবায়ু সম্মেলনসহ বিশ্ব ফোরামে বাংলাদেশ বড় ভূমিকা রাখতে পারেনি। এসব কারণে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

গত পাঁচ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি, উগ্রপন্থিদের উত্থান ঘটলেও এগুলো নিয়ন্ত্রণে সদ্য বিদায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উ শৈ সিংয়ের ব্যর্থতা চরমে পৌঁছেছিল। তাঁর অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে পাহাড়জুড়ে নৈরাজ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে ব্যাপকভাবে।

পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নকে পাশ কাটিয়ে বিদায়ী এই মন্ত্রী নিজেই পাহাড়ে ব্যবসার মালিক হয়েছেন; অবৈধভাবে পাহাড় দখলকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এসব কারণে এবারের নতুন মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছে।

বেফাঁস মন্তব্য

সদ্য বিদায়ী কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক শুধু মন্ত্রীই ছিলেন না; দলের ভেতরেও গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের এবারের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। অনেকে মনে করেন, 'বিএনপিকে নানা প্রস্তাব দিয়েও নির্বাচনে আনা যায়নি, এমনকি নির্বাচনে এলে বিএনপি নেতাদের জেল থেকে মুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়' এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করে আব্দুর রাজ্জাক দেশ-বিদেশে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেন। মূলত এ কারণেই তিনি মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি বৃদ্ধিকে তাঁর বাদ পড়ার কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকেই।

বেফাঁস মন্তব্য করে ফেঁসেছেন সদ্য বিদায়ী বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশিও। নিত্যপণ্যের বেসামাল বাজারদর এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে ওঠার পরও এসব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাসহ বেফাঁস কথা বলে সমালোচিত হন তিনি। দ্রব্যমূল্য অসহনীয় মাত্রায় বাড়লেও গত বছরের ৮ নভেম্বর তিনি বলেন, 'আমি খুব ভালো করেই জানি, এলাকার মানুষের সমস্যা নেই। আমার এলাকার নারীরা দিনে তিনবার লিপস্টিক লাগাচ্ছেন, চারবার স্যান্ডেল বদলাচ্ছেন।' একই সময় টিপু মুনশি হঠাৎ মন্তব্য করে বসেন, 'আমরা সিন্ডিকেটের সঙ্গে পারি না।' টিপু মুনশির এসব বেফাঁস কথায় রংপুরসহ সারাদেশে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, নিত্যপণ্যের সিন্ডিকেটের কাছে 'আত্মসমর্পণ'সহ বেফাঁস মন্তব্যকেই তাঁর বাদ পড়ার মূল কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকে।

বিভিন্ন সময় বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের বক্তব্য নিয়েও নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে ভারত সফর শেষে এসে দেশটিকে 'আওয়ামী লীগকে আরেকবার ক্ষমতায় রাখা'-সংক্রান্ত বিতর্কিত মন্তব্য দেশ-বিদেশে সরকারকে ইমেজ সংকটে ঠেলে দেয়। এটি তাঁর নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান না পাওয়ার কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য আব্দুল মোমেনের স্ত্রী সেলিনা মোমেনের বাড়াবাড়িকেও তাঁর বাদ পড়ার কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। মোমেন ফাউন্ডেশনের নামে জায়গা দখল, স্ত্রী বদলি ও তদবির বাণিজ্যের কারণে বিতর্কে জড়ান মোমেন। পাশাপাশি স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের একটির অংশের অবস্থান ছিল সব সময়।

বয়স, অসুস্থতা

এবারের মন্ত্রিসভায় অসুস্থ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের ঠাঁই না পাওয়ার গুঞ্জন ছিল সর্বত্র। ৭৬ বছর বয়সী মুস্তফা কামাল কুমিল্লা-১০ আসনের পাঁচবারের এমপি। এর আগে পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন তিনি। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে তাঁর মোবাইল ফোনে কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে সদ্য সাবেক মন্ত্রীর বেশ কয়েকজন অনুসারী বলেন, অসুস্থতার কারণে গত পাঁচ বছরে তিনি মাত্র পাঁচ-ছয়বার এলাকায় এসেছেন। এ ছাড়া একাধিক বাজেট অনুষ্ঠানে বাজেট উপস্থাপন করতে পারেননি তিনি।

বিদায় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ নেই। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত বয়সের কারণে তিনি বাদ পড়েছেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারও বয়স ও অসুস্থতাজনিত কারণে বাদ পড়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সদ্য বিদায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহারের বাদ পড়ার কারণ হিসেবে বয়স এবং দপ্তর সামলানোর সক্ষমতা ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। অবশ্য দীর্ঘদিন উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করলেও সুন্দরবন এবং উপকূলকেন্দ্রিক তেমন কোনো উন্নয়ন তিনি করতে পারেননি। জলবায়ু ট্রাস্টের ফান্ডও সবচেয়ে কম পেয়েছে খুলনা অঞ্চল। বনকেন্দ্রিক অপরাধে তাদের নিকটজনের সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ রয়েছে।

অন্যান্য কারণ

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সজ্জন এবং পরিচ্ছন্ন ইমেজের মানুষ। তাঁর বাদ পড়ার পেছনে অঞ্চলভিত্তিক হিসাবনিকাশকে দায়ী মনে করা হচ্ছে। তা ছাড়া 'কচুরিপানা খাওয়া', নিকলীর সড়কে অর্থ অপচয়সহ নানা মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মধ্যে পড়েন মান্নান। তাঁর মন্ত্রিত্ব হারানোর পেছনে এগুলোও কারণ হতে পারে। একটি গণমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, মানুষ মনে করে হয়তো পারে নাই, সে জন্য বাদ পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ও রকম না। আমার ধারণা ছিল, আমি হয়তো থাকব না। পরপর দু'বার মন্ত্রিসভায় থাকার পর তৃতীয়বার কাউকে মন্ত্রী করা হয় না।

সদ্য বিদায়ী বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। কোনো দুর্নীতি বা অস্বচ্ছতার অভিযোগ নেই তাঁর বিরুদ্ধে। তবে প্লাস্টিকের ব্যবসায়ী হওয়ায় পাটশিল্পে উন্নয়নে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল বলে পাট খাতের ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বেশ কিছু বড় প্রকল্প গ্রহণ এবং করোনাকালে খামারিদের পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা, রমজানে সুলভ মূল্যে পণ্য বিক্রি ও দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ মেলা করে আলোচনায় এসেছিলেন। তবে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁকে তেমন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। তাঁর দপ্তরগুলোতে দরপত্রে অনিয়ম, নিয়োগ দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের আধিপত্য লেগেই ছিল।

টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রিত্ব পাওয়া ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার নতুন মন্ত্রিসভায় ডাক পাননি। মন্ত্রণালয়ের একাধিক প্রকল্প এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার প্রধান নিয়োগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দু'জন সচিবের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার কারণেই মূলত তিনি মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন বলে চাউর রয়েছে। একটি গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার। এখানে আমার মন্তব্য করার কিছু নেই। তিনি কাউকে যোগ্য মনে করতে পারেন, আবার কাউকে অযোগ্য মনে করতে পারেন। আমি একেবারে মহা যোগ্য বা ব্যর্থ এসব কিছুই নেই।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম টানা ১০ বছর ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এবার তিনি কেন মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি, তা নিয়ে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। তবে নিজ এলাকায় শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে স্থানীয় নেতাদের, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও রাজশাহীর মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বিরোধিতার বিষয়টিও কেউ কেউ বলছেন।

শাহরিয়ার আলম বলেন, মন্ত্রিসভায় আমাকে কেন রাখা হয়নি, তা আমার জানা নেই। আমার চেয়ে অনেক যোগ্য মানুষও আছেন। আমি টানা ১০ বছর মন্ত্রী থেকেছি। রাজনীতিতে পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব থাকে। আমার পাওয়ার পাল্লা অনেক বেশি ভারী। সবার ভাগ্য হয় না বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার কেবিনেটে টানা ১০ বছর কাজ করার। আমি সে সুযোগ পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ।

বিদায়ী যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল গাজীপুর-২ আসন থেকে টানা চারবার এমপি হয়েছেন। তবে এবার জেলা কোটা ও আঞ্চলিকতার কারণে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে গাজীপুরের স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর আত্মীয়ের অনিয়মের খবরেও বিব্রত ছিলেন তিনি। গাজীপুরের পাঁচটি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত তিনজন আছেন নতুন মন্ত্রিসভায়।

নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি বিদায়ী গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। কারণ হিসেবে তাঁর দক্ষতার অভাবকেই দায়ী করা হচ্ছে। দায়িত্ব পালনের চার বছরে এ মন্ত্রণালয় নতুন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেনি। এ সময়ে গণপূর্ত বিভাগে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনাও আলোচনায় আসে। এ ছাড়া একজন সচিবের সঙ্গে শরীফ আহমেদের বৈরী সম্পর্ক তৈরি হয়। এতে মন্ত্রণালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া নিজ এলাকা ময়মনসিংহে শরীফের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নগরবাসী অতিষ্ঠ ছিল। এসব কারণে শরীফ মন্ত্রিত্ব পাননি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

একইভাবে আঞ্চলিক ও জেলা কোটার কারণে বিদায়ী পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও শরীয়তপুর-২ আসনের টানা দু'বারের এমপি এ কে এম এনামুল হক শামীমের নতুন মন্ত্রিসভায় ঠাঁই মেলেনি বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল থেকে এবার তিনজনকে পূর্ণ মন্ত্রী করা হয়েছে। আর অঞ্চল সমন্বয় করতে গিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে শামীমকে।

ড. ইউনূসের বিষয়ে স্বচ্ছ আইনি

(প্রথম পাতার পর)

সরকারকে ন্যায্য ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি মামলাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যুক্তরাষ্ট্র।' গত ১০ জানুয়ারী বুধবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এ সব কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদন্ডের বিষয়ে বলেন, 'শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রম আদালত যে কারাদন্ড দিয়েছে সে বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাচ্ছি। বাংলাদেশে আইনের শাসন এবং বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা- এই দুই ক্ষেত্রে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ যে পর্যায়ে এসে ঠেকেছে সে বিষয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের উপলব্ধি কী?'

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কারসহ মর্যাদাপূর্ণ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে মামলাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে ন্যায্য ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে এ বিষয়ে পরবর্তী যেকোনো ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

শীতকালীন ঝড় : নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

ঘোষণা করেছেন। লেক এরি ও লেক ওন্টারিওর আশেপাশের কমিউনিটিগুলোতে গত ১৩ জুনয়ারী শনিবার রাত থেকেই শীতকালীন ঝড় আঘাত হানতে শুরু কছে।

ক্যাথি হোকুলের অফিস থেকে বলা হয়েছে, তীব্র বাতাসের মারাত্মক অবস্থা তৈরি হবে আপস্টেটের বিভিন্ন অংশ। যা সোমবার সকাল পর্যন্ত চলবে। শীতের তীব্রতাও বাড়বে। যে কাউন্টিগুলো জরুরি অবস্থাপর আওতায় পড়ছে সেগুলো হচ্ছে অ্যালগ্যানি, চাত্তারাউগান, কেউগা, চাউতাউকুয়া, এরি, গেনেসি, জেফারসন, লুইস, লিভিংস্টোন, মনরো, নায়াগ্রা, ওনটারিও, অরলিনস, অসওয়েগো ও অয়োমিং। এই সময় তীব্র শীতের বাতাসের গতিবেগ ৭০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। ঝড়ের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে আর হবে হিম হয়ে যায় শিত। এসব এলাকায় তুষারপাত এক ফুট উচ্চতায় পড়তে পারে।

গভর্ণর হোকুল বলেন, আমি ও আমার প্রশাসন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের দিকে নজর রাখছি। এই সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমাদের বন্ধু বা পরিবারের সদস্যরা যাতে উষ্ণতায় অবস্থান করতে পারে।

হোকুলের কার্যালয় জানিয়েছে এই স্থানগুলোতে বাইরে চলাচল ও ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়বে, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। বলা হয়েছে, নিউইয়র্কাররা যারা বাইরে কাজে যেতে কিংবা অন্য কারণে ভ্রমণে বাধ্য হচ্ছেন তারা যাতে নিরাপদ থাকতে পারেন সে ব্যাপারে নিজেদেরই সতর্ক থাকতে হবে।

এভাবে নির্বাচন আর কতকাল!

॥ আলম রায়হান ॥

আকাশছোঁয়া উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-আশঙ্কা-নজিরবিহীন নিরাপত্তার আয়োজন এবং খরচের বিশাল অঙ্কের রেকর্ড সৃষ্টি করে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ জানুয়ারী। বেসরকারি ফলাফল অনুসারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২২২, 'আওয়ামী' স্বতন্ত্র ৫৮, আওয়ামী লীগ অনুগত জাতীয় পার্টি ১১, আওয়ামী লীগের শরিক ২, প্রকৃত স্বতন্ত্র ৪ এবং বিএনপি ছুট কল্যাণ পার্টি পেয়েছে একটি আসন। আওয়ামী লীগের জন্য হাইব্রিড গোছের এই ফলাফলের সঙ্গে নানান অভিযোগ এবং প্রত্যাখ্যানের তকমা যথারীতি কপালের লিখন রয়েই গেছে। তবে মনে করার কোনো কারণ নেই, অভিযোগ এবং প্রত্যাখ্যানের তকমা এবারই প্রথম নয়, এ ধারায়ই রয়েছে অতীতের ১১টি সংসদ নির্বাচনও। এর সঙ্গে যুক্ত হলো এবার অনুষ্ঠিত ১২তম জাতীয় নির্বাচন। এর মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী অপহরণ এবং হেলিকপ্টারে কুমিল্লা থেকে ব্যালট বাক্স ঢাকায় এনে সরকারদলীয় প্রার্থী খন্দকার মোশতাককে বিজয়ী ঘোষণা করার কলঙ্কজনক ঘটনার উদাহরণ আছে। এরপর জিয়া এবং জেনারেল এরশাদের শাসনামলে নির্বাচনকে প্রকৃত বিচারে নির্বাচন বলা যাবে কি না সেটিই এক বড় প্রশ্ন। সেই সময়ে নির্বাচন মানেই শাসকের ইচ্ছা পূরণ এবং রাবার স্ট্যাম্প সংসদ গঠনের বণ্টন প্রক্রিয়া এবং নিজকে 'বৈধ রাষ্ট্রপতি' হিসেবে ঘোষণার আয়োজন। যা দেখে সিলেটের ছক্কা সইফুর এবং ভোলার কৃষক মোহাম্মদ সাদেকের মতো অনেক লোক নির্বাচনে নেমেছেন। আর এমন লোকও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন যিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একটির বেশি সন্তান হলে তা বাঘ দিয়ে খাওয়ানোর কথা এলান করেছিলেন। এভাবে নানান পঙ্কিল পথ পেরিয়ে আমাদের দেশে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বাঁক আসে ১৯৯১ সালে। সেই নির্বাচনকে পঙ্কে জন্মানো পদ্মফুল বিবেচনা করলেও করা যায়। উল্লেখ্য, পদ্মফুলের আর এক নাম পঙ্কজ। পঙ্কে জন্মায় বলেই এই নাম। যাক, এই জন্মবৃত্তান্ত ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সামরিক শাসক এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সাল থেকে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত ছয়টি সংসদ নির্বাচনের কোনোটিই অভিযোগ এবং প্রত্যাখ্যানের তকমা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। স্মরণ করা যেতে পারে, '৯১ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর যেনতেন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার আয়োজন করেছিল খালেদা সরকার, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী। সেই সংসদ এবং সরকার না টিকলেও সেই অপধারার বীজ থেকে বিষবৃক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। যার রূপান্তরিত রূপ দেখা গেল ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে। এবার কৌশলে অন্যরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গেছে। আর এই কৌশলের প্রতিক্রিয়ায় সামনে কী ওতপেতে আছে তা বলা কঠিন। তবে নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। যা ভয়ের। এদিকে এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলেছিল দূতাবাস। এদিকে ভোটের আগের দিন মানে ৬ জানুয়ারি থেকে ৪৮ ঘণ্টার হরতালের ডাক দেয় বিএনপি। যদিও এর আগে থেকেই কাগুজে হরতাল-অবরোধ আহ্বানের মধ্যেই আছে বিএনপি। আর হরতালের আগেই চলন্ত ট্রেনে আগুন দেওয়া হলো। যাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ডজন ছাড়িয়েছে। এর আগে-পরেও মৃত্যু আছে। ট্রেনে আগুনের ঘটনায় পুলিশ বলেছে, পরিকল্পিতভাবে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন দেওয়া হয়েছে। একই সময় 'নাশকতা কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' আইজিপি বলেছিলেন, ভোটের দিন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও এ ধরনের তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এদিকে নাশকতাকারীর তথ্য দিলে 'লাখ টাকা' পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এ ধরনের পুরস্কার দিতে হয়নি। সবমিলিয়ে এবারের ভোট কেন্দ্র করে যে যা পেরেছেন সমানে বলেছেন। সবাই যেন বাচিক শিল্পী!

একটু পেছনে ফেরা যাক। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচন অবাঞ্ছিত ঘটনার সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য, সেই সময়ে দেশের এলোমেলো পরিস্থিতিতে এই অনিয়ম তেমন ধর্তব্যের মধ্যে না নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, হয়তো। এদিকে পরবর্তী সময়ের তুলনায় ৭৩-এর নির্বাচনের অনিয়ম ছিল একেবারে নস্যি। বরং দুই সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া এবং এরশাদ নির্বাচনি তান্ডবের জনক। তাদের অপকর্ম না হয় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হলো। যেমন ডানপিটে ছেলে অন্যের গাছে ঢিল মারে, জানালার কাচ ভাঙলে বলা হয়, আরে ছেলেমানুষ, করে ফেলেছে। তেমনই দুই সামরিক শাসকের নির্বাচনি প্রহসনকে বলা হোক, বোঝে না, ওদের প্রবণতাই এই! কিন্তু অকল্পনীয় জীবন ও রক্ত দানের দীর্ঘ আন্দোলনের পথ পেরিয়ে অর্জিত ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থার সূচনা হলো, ঝলমলে যে আলো দেখল দেশের মানুষ, মসনদের দাবিদারদের কারসাজিতে তা কেন অন্ধকারের পেঁচা হয়ে গেল? যাদের নেতৃত্বে এরশাদকে স্বৈরাচার ও ভোট চোর তকমা দিয়ে হটানো হলো, তারাই তো এখন পর্যন্ত পালাবদল করে সরকারের এবং প্রধান বিরোধী দলে আছেন। যাত্রাবিরতির মতো মাঝখানে দুই বছরের জন্য ছিল সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের একটি গেটিস ব্যবস্থা। ওই সরকার আমলেও ২০০৮ সালের নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ছিল বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তা কেন আর সম্ভব হলো না গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হাসিনা-খালেদা সরকারের ব্যবস্থাপনা এবং ছায়ায়? বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনই কিন্তু মসনদবঞ্চিত পক্ষ মেনে নেয়নি। এদিকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনগুলো আসলে সরকার বদলের নির্বাচন ছিল না। তা ছিল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাজানো নাটক। আর ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন ছিল এরশাদবিরোধী যুদ্ধে মিত্রদের মধ্যে ক্ষমতার সুশীল লড়াই। সে সময়ে সাবধানে পাশাপাশি, কাছাকাছি হাসিনা-খালেদা হয়ে গেলেন মুখোমুখি। তবে রণচণ্ডী ছিল না কারও। দুই পক্ষের বিবেচনা ছিল দুই রকম।

ক্ষমতার মসনদ ধ্যানজ্ঞান করে ৯১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভরসা ছিল দুই কেন্দ্রিক। জনতার ভরসায় আওয়ামী লীগ ছিল আত্মবিশ্বাসী এবং বিএনপি ছিল বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রের গোপন সমর্থনে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায়। ভোটের মাঠেও দেখা গেল, শেখ হাসিনা হাঁটছেন জনতার শক্তির ওপর নির্ভর করে। আর খালেদা জিয়া হাঁটছেন কৌশলী পথে এবং জনতার বদলে নির্ভর করল বাংলাদেশের বাস্তবতায় শক্তিকেন্দ্রের ওপর। বলা হয়, নির্বাচনে জনতার কাছ থেকে নীরবে দূরে নিয়ে যাওয়ার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল অতি সন্তর্পণে ১৯৯১ সালে। এ জন্য ব্যবহার করা হয় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপিকে। যে ব্লু-প্রিন্ট আওয়ামী লীগ বুঝেছিল অনেক বিলম্বে। তখন আর কিছু করার ছিল না। কেবল অওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে।' কিন্তু বোদ্ধারা ঠিকই বুঝেছেন, প্রতিপক্ষের কারচুপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ভুল যুক্ত হয়ে ক্ষমতার মসনদ বিএনপির দিকে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গ বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল। সে সময় নির্বাচনি প্রচারণা চলাকালে শেখ হাসিনা যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতে তার সেই আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে।' খুলনায় এক নির্বাচনি সমাবেশে শেখ হাসিনাকে উদ্ধৃত করে দৈনিক ইত্তেফাক শিরোনাম করেছিল "দেশে-বিদেশে রব উঠিয়াছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাইবে।" কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। নির্বাচনি ফলাফল আওয়ামী লীগের আত্মবিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেয়। এদিকে '৯১ সালে খালেদা জিয়ার পক্ষে কাজ করা শক্তিই ২০০৮ সালের বিএনপির বিপক্ষে কাজ করেছে বলে ধারণা অনেকেরই। এটি টের পেলেও বিএনপি তেমন বিবেচনায় নিয়েছে বলে মনে হয় না অবস্থাদৃষ্টে। ফলে ২০০৮ পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে বিএনপি বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে খেলেছে। তবে তা ক্রমেই খুবই অকার্যকর খেলায় পরিণত হয়েছে। এদিকে পাহাড় টলানোর বিএনপির ক্ষমতাও ভিতর থেকে ফোকলা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তবুও নির্বাচনের পথে না এসে উল্টোপথে হাঁটছে বিএনপি। অনেকেই মনে করেন, '৯১ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ যেমন বাস্তবতায় ফিরে এসেছিল। তেমনই ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির উচিত ছিল বাস্তবতায় ফিরে আসা। কারণ নির্বাচনকে বর্জন বা প্রতিহত করার আকাশ কুসুম কল্পনাকে ধ্যানজ্ঞান করার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। বাস্তবতা স্পষ্ট, যারা নির্বাচনের বাইরে থাকবেন তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এবারের নির্বাচন সেই বার্তাই স্পষ্ট করে গেছে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ২০২৪-এর নির্বাচনকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বরং এ নির্বাচনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা ২০১৪ সালের নির্বাচনের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রাণনাশের রেকর্ড ২০১৪ সালকে স্পর্শ না করলেও অনেক ক্ষেত্রেই ১৪ এবং ২৪ একটি ফরমেটে চলেছে সরকার ও বিরোধী পক্ষ। এর সঙ্গে নির্বাচন আয়োজনে খরচের বহর যেন জমিন ছেড়ে আকাশ ছুঁয়েছে। বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, এত খরচ হবে কেন? নাকি সরকারি কা মাল দরিয়া মে ঢাল- এই প্রবণতায় আছেন সংশ্লিষ্টরা। এবার নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নির্বাচনি ব্যয় প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বলা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যয় দুই হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। অথচ ২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। যদিও পরে তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ওই নির্বাচন বিএনপি ও সমমনা দলগুলো গর্তের ছোট ইঁদুরের কৌশলে অংশ নিয়েছিল। এর আগে দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছিল বিএনপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। সে নির্বাচনের জন্য মোট খরচ হয়েছিল প্রায় ২৬৫ কোটি টাকা। আর ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা। কিন্তু ২০২৪ সালের এবার নির্বাচন আয়োজনে খরচ শতের ঘর ছাড়িয়ে হাজারের অঙ্কে পৌঁছেছে। বাংলাদেশে টাকা যেন কাঁঠাল পাতা! এদিকে সংশ্লিষ্টদের আয়েশি জবাব, 'ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনি নানা উপকরণের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণেই ক্রমশ নির্বাচনের খরচ বাড়ছে।' কিন্তু এই খরচের অর্জন কী? বরং নির্বাচন নিয়ে নানান টালবাহান এবং কেরিক্যাচাল মানুষের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করছে। এদিকে সামরিক শাসক জেনারেল জিয়ার পর জেনারেল এরশাদের কবল থেকে দেশ মুক্ত হওয়ার পর ১৯৯১ সালের নির্বচন যে আশার আলো দেখিয়েছিল তা ম্রিয়মাণ হতে হতে টানেলের কোন কোনায় লুকাতে যাচ্ছে তা বলা কঠিন। হয়তো আশার আলো এক সময় 'হারিকেন নিয়ে' খুঁজতে হবে। এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী, একেবারে হিংস্র হায়েনা। কে মোটেই দায়ী নয়, একেবারে সদ্য আগত দেবদূত। এসব আলোচনা বিরাজমান বাস্তবতায় অবান্তর বিষয়। বরং আলোচ্য, এরপর কী হবে? কোন দিকে যাচ্ছে দেশ? এ প্রশ্ন কেবল বোদ্ধাদের নয়, এ প্রশ্ন আমজনতারও। আমজনতা মহাসংকিত, খুবই আতঙ্কিত! মানুষের প্রশ্ন, অনেক কিছুই তো হলো। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা কেন অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে পারল না। পাকিস্তান আমলে ৭০-এর নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারলে স্বাধীন বাংলাদেশে কেন হয় না!

এ নিয়ে কেউ তেমন কথা বলেন না। কেবল বলেন, অন্য কথা। যেমন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক সেতু ও যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ৫ জানুয়ারি বলেছেন, 'কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক টিম দেখে আওয়ামী লীগ উৎসাহবোধ করছে।' তার ভাষায়, 'আশা করছি, ৭ জানুয়ারী অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তা পর্যবেক্ষণ করে যেন তার সঠিক চিত্র, বিদেশি সাংবাদিকরা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন।' প্রশ্ন হচ্ছে, পর্যবেক্ষক টিম দেখে এত খুশি হওয়ার কী আছে? যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা কাউকে বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পাঠায়নি। এ দেশগুলোর দূতাবাস বিবৃতি দিয়ে বলছে, কয়েকজন নাগরিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র আর একটু আগ বাড়িয়ে বলেছে, 'নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি।' এ বিষয়ে কী বলবেন ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী ও সাধারণ সম্পাদক? আর তিনি বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে যা আশা করছেন তা যদি না ঘটে তা হলে কি খুশি থাকতে পারবেন মাননীয় মন্ত্রী? নিশ্চয়ই পারবেন না। বিদেশিদের পানে চাতক পাখি না হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দৃঢ়তা তাঁর দল ও সরকারে সংশ্লিষ্টদের ধারণ করা উচিত। নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জনগণের ধারণার ওপর নির্ভর করার কথা বলেছেন। ফলে ৭ জানুয়ারীর নির্বাচন নিয়ে জনতার পারসেপশন অনুধাবন করা প্রয়োজন, জরুরি। এ জন্য নমুনা হিসেবে কয়েকটি আসন বাছাই করা যেতে পারে। এর মধ্যে বরিশাল সদর এবং বরিশাল-৬ আসন রাখলে জরিপ সহজ হবে বলে অনেকেই মনে করেন। বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন, নির্বাচনে কৌশল একটি বড় নিয়ামক। কিন্তু তাই বলে জনতার ধারণাও পায়ে ঠেলা যাবে না। যে কান্ড সামরিক শাসকরা করেছেন তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করে পার পাওয়া কঠিন। অসম্ভব বলেই ধরে নেওয়া উচিত। এ বিষয়টি সরকারের কর্তাদের গভীর বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

মাহমুদ আলী কি মনমোহন হতে পারবেন?

॥ জিমি আমির ॥

সর্বশেষ দুই বছরে দেশের অর্থনীতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে টেনে তুলতে দরকার অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কৌশলী কাউকে। আমাদের নতুন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এর আগে পররাষ্ট্র, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সামলেছেন বেশ ভালোই। অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তিনি পেশাদার কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেছেন। সে হিসাবে অর্থনীতির ছাত্রকেই দেশের অর্থনীতি সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে আর প্রশ্ন থাকছে না। আমার প্রশ্ন,তাহলে আগে কেন এই দায়িত্ব দেওয়া হলো না?

দুই বছর ধরে দেশের অর্থনীতি যেভাবে চলছে, তখনও তো দায়িত্ব দেওয়া যেত। অন্তত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে! অনেকেই বলতে পারেন, তিনি তো পাঁচ বছর ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর তো কিছুটা হাতেখড়ি হয়েছে এই দপ্তর সম্পর্কে! বাস্তবতা এই যে কোনো সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধানকে মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয় খুব একটা গুরুত্ব দেন না।

এ দেশে দুই দলের দুই অর্থমন্ত্রীকে একটানা বহু বছর অর্থ মন্ত্রণালয় সামলাতে দেখেছে মানুষ। দু'জনেই টানা অনেকদিন একই দায়িত্বে থাকার কারণে অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এম সাইফুর রহমান এবং ইংরেজি ও অর্থনীতির ছাত্র আবুল মাল আবদুল মুহিত দু'জনই চেষ্টা করে গেছেন অনেকটাই। ভ্যাট আইন তৈরি করে সাইফুর রহমান এদেশের সরকারি আয়কে স্থিতিশীলতার একটি স্তরে তুলে দিয়ে গেছেন। আবুল মাল আবদুল মুহিতেরও চেষ্টার কমতি ছিল না। তাহলে বলা যায়, প্র্যাকটিসে না থাকলেও যে কেউ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

ঠিক এই মুহূর্তে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখা, রাজস্ব আয় বাড়ানো, আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলোকে প্রভাবমুক্ত করা। এ অবস্থায় আবুল হাসান মাহমুদ আলী



ঠিক কোথা থেকে বা কীভাবে শুরু করবেন, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন আসা অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংকে আদর্শ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর ১৯৯১ সালে নরসীমা রাও এক কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং তিনি অর্থমন্ত্রী করলেন মনমোহন সিংকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তখন ভারতের বেহাল দশা। বিদেশের পাওনা মেটাতে গিয়ে দিশেহারা ভারত। আন্তর্জাতিক বাজারে রুপির দাম নিয়ে নানা প্রশ্ন। রিজার্ভে মাত্র দুই সপ্তাহের আমদানি বিল মেটানোর অর্থ আছে। ঋণ নেওয়ার জন্য সে সময় স্বর্ণ বন্ধক রাখতে হয়েছিল ভারতকে।

মনমোহন সিং দায়িত্ব নিয়েই অর্থ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসলেন। বেসরকারি বিনিয়োগে জোর দেওয়া হলো। সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কিছুটা স্বাধীনতা পেল, বেসরকারি ক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ বাড়ল। ভারতের মানুষ পরিচিত হতে থাকল কতগুলো নতুন শব্দের সঙ্গে–মুক্ত অর্থনীতি, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন। বিদেশিদের জন্য ধাপে ধাপে বিনিয়োগের দরজা খুলতে থাকল। অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়াতে ভর্তুকি কমানোর পথে হাঁটতে হলো। করের হার কমিয়ে করের আওতায় অনেক বেশি লোককে এনে শুরু হলো কর সংস্কার। বদলে ফেলা হলো শেয়ারবাজারকে। কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুর বদলে সেবি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) এলো। আত্মপ্রকাশ করল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ। একের পর এক সংস্কার এনে আর্থিক বিপ্লব ঘটালেন মনমোহন।

আবুল হাসান মাহমুদ আলীকেও এখন ঝড়ের সামনে দাঁড়াতে হবে। তবে ঝড়ের সামনে দাঁড়াতে শারীরিক শক্তির চেয়ে দরকার হয় মানসিক জোর। দরকার হয় নিজস্ব চিন্তা ও তা প্রয়োগের ক্ষমতা। মানুষের কথা না মানলেও শুনতে হবে মনোযোগ দিয়ে, বুঝতে হবে গতি-প্রকৃতি। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মেরুদণ্ড শক্ত করা, ডলারের দর ওঠানামায় বাফেদা বা এবিবির হস্তক্ষেপ ঠেকানো, বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা শক্তিশালী করা, যে কারও অন্যায়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর করা, পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করাসহ সব প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিশালী করা। কূটনীতিক মাহমুদ আলীকে অর্থনীতিতেও কূটনীতির চাল চালতে হবে! পারবেন কি মাহমুদ আলী? পারবেন এদেশের মনমোহন হতে?

লেখক: মিডিয়া ও উন্নয়নকর্মী

যে মডেলে বিশ্বে কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ঘটছে

॥ জেরেমি অ্যাডেলম্যান ॥



গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের দ্বিতীয় মডেলটি ইদানীং অনেক দেশেই দেখা যাচ্ছে। এই মডেলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া ও ড্যানিয়েল ওরতেগার নিকারাগুয়া। এই মডেলে একটি নাটকীয় জাতীয় সংকট জিইয়ে রাখা হয়। সেই সংকট কোনো আন্দোলনের জন্ম না দিয়ে একজন লৌহকঠিন শাসকের জন্ম দেয়। জনমনে সেই শাসককে একজন রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বিশ্বের অনেক পন্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কেউ কেউ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বিশ্বের নানা দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল বাদে বিশ্বের বাকি অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থান বিরল ঘটনা হিসেবেই রয়ে গেছে। গৃহযুদ্ধের ঘটনাও খুব একটা নেই। তবে সামরিক অভ্যুত্থান না থাকলেও বেসামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশের গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। শীতলযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মূলত তিন ধরনের কায়দায় বেসামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। তবে সেসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয়নি। ২০২৫ সালের শুরুতেই ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফিরে আসতে পারেন। এ আশঙ্কা যতখানি বিচলিত করার কথা, সেটি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নই আমরা।

গণতন্ত্রকে পিছিয়ে রাখার প্রথম মডেল দৃষ্টান্তযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান। ২০১০ সালে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে একটি কালাকানুন পাস করেছেন। ওই আইনের মাধ্যমে ওরবান ও তাঁর দল হাঙ্গেরির প্রতিটি সংবাদমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় নিয়েছে। এসব সংবাদমাধ্যম সমকামী আন্দোলনকর্মী ও অভিবাসীদের জাতীয় হুমকি হিসেবে দেখাচ্ছে এবং ওরবানকে জাতীয় ত্রাতা হিসেবে চিত্রায়িত করছে। ওরবান ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আঞ্চলিক ইস্যুকেও কাজে লাগিয়ে রাশিয়া এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উভয়ের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করছেন। সর্বোপরি ওরবানের দল ফাইডেজ হাঙ্গেরির নির্বাচনী আইন এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসামরিক অভ্যুত্থানের এই মডেল সরাসরি সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না। এই মডেলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই কর্তৃত্ববাদী করে তোলা হয়।

গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের দ্বিতীয় মডেলটি ইদানীং অনেক দেশেই দেখা যাচ্ছে। এই মডেলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া ও ড্যানিয়েল ওরতেগার নিকারাগুয়া। এই মডেলে একটি নাটকীয় জাতীয় সংকট জিইয়ে রাখা হয়। সেই সংকট কোনো আন্দোলনের জন্ম না দিয়ে একজন লৌহকঠিন শাসকের জন্ম দেয়। জনমনে সেই শাসককে একজন রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এই মুহূর্তে রাশিয়ার মানুষকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে, আমেরিকার দিক থেকে যে হুমকি আসছে, তা রাশিয়ার অর্থনীতি এমনকি সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই হুমকি থেকে গোটা জাতিকে এখন বাঁচাতে পুতিনের বিকল্প কোনো নেতা নেই। তবে পুতিন জনসমর্থনের চেয়ে তাঁর দেশের অভিজাত ক্ষমতাধর গোষ্ঠীকে হাতে রাখতে ব্যস্ত আছেন। রাশিয়ায় বিনিয়োগ করা পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি সেই গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখছেন। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ঠেকাতে তিনি জনগণের ওপর নির্ভর না করে ঠগি বা দুর্বৃত্তদের ওপর নির্ভর করছেন।

ট্রাম্প যে মডেলটি অনুসরণ করে এগোচ্ছেন তা ভিক্তর ওরবান কিংবা পুতিনের মডেল নয়। তিনি ওরবানের মতো গণমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় না নিয়ে এবং পুতিনের মতো অভিজাত গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই বেসামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তিনি আমেরিকার রক্ষণশীল নাগরিকদের মধ্যে অভিবাসী ও অর্থনৈতিক অপচয়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছেন।

এই মডেলে কর্তৃত্ববাদী শাসক ভিক্তর ওরবান নিজের দল ও জনতুষ্টিবাদী জনতার ওপর নির্ভর করেন না। এই মডেলের স্বৈরাচার শাসক পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের সমন্বয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। সেই চক্র ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রয়োজনে তাঁরা গুন্ডাবাহিনীকেও নিজের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

ট্রাম্প যে মডেলটি অনুসরণ করে এগোচ্ছেন তা ভিক্তর ওরবান কিংবা পুতিনের মডেল নয়। তিনি ওরবানের মতো গণমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় না নিয়ে এবং পুতিনের মতো অভিজাত গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই বেসামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তিনি আমেরিকার রক্ষণশীল নাগরিকদের মধ্যে অভিবাসী ও অর্থনৈতিক অপচয়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছেন।

ট্রাম্প সমর্থকেরা মনে করছেন, আমেরিকা ভিন্ন সংস্কৃতির অভিবাসীদের চাপে তার মৌলিক চরিত্র হারাচ্ছে। একই সঙ্গে মিত্র দেশগুলোকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থসহায়তা দেওয়ার কারণে আমেরিকান জনগণের পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য ট্রাম্প নিজেকে ত্রাতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আশঙ্কার বিষয়, হলো ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বেসামরিক অভ্যুত্থানকারী শাসকদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা দেবেন। পুতিন এবং ওরবানের মতো শাসকেরা আরও শক্তিধর স্বৈরাচার হয়ে উঠবেন।

সত্ত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

জেরেমি অ্যাডেলম্যান প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল হিস্ট্রি ল্যাব-এর পরিচালক























স্বপ্ন যখন সত্যি হয়!

(শেষের পাতার পর)

শিক্ষার আলো বিস্তারে। বন্ধু দেওয়ান মোহাম্মদ আবেদ আলীর বাড়ী ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন জয়কৃষ্ণপুরের ঘোষাইল গ্রামে। দোহার নবাবগঞ্জ হরিরামপুরের সংযোগ স্থলে চিরঅবহেলিত এক জনপদ। গ্রামে শতবর্ষী একটা প্রাইমারি স্কুলমাত্র। হাই স্কুল পড়তে হলে যেদিকেই যাওয়া হোক, বাচ্চগুলোকে তিন মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হয়। ফলে পাঁচ ক্লাশের পর খুব একটা কারও পড়া হয়ে ওঠে না। আবেদকে বললাম ওই এলাকায় একটা হাই স্কুল করা যায় কিনা। লাফিয়ে উঠলো। কিভাবে হবে জানিনা, শুধু লক্ষ্য একটা হাই স্কুল তৈরী। পদ্মায় ভাঙার পর আব্বা আর গ্রামে বাড়ী করেন নাই। ঘরগুলো ছিলো একজনের বাড়ীতে। আব্বা চলে গেলেন জুলাইতে। বললাম আমি ঘর দেবো, তুই জায়গা ব্যবস্থা করতে পারবি? আবেদ বললো জায়গা কোন ব্যপারই না। চল তাহলে!

পরের দিনই বাড়ী গিয়ে আবেদের আব্বা নবাব আলী দেওয়ানকে বলা হলো পান। জোতদার শ্রেণীর মানুষ। এখানে ওখানে বেশ জায়গাজমি আছে। শুনে একবাক্যে সায় দিলেন। প্রাইমারি স্কুল লাগোয়া একটা জায়গা ছিল তার। লিখে দিলেন স্কুলের নামে। গ্রামের লোকজন হৈ হৈ করে ছুটলো সূতালড়ি, যেখানে আমাদের ঘরগুলো ছিল। সারা রাত নৌকা ঠেলে নিয়ে আসা হলো। তারপর ঘর তোলা। নগদ টাকা মানুষের হাতে তখন কম। কেউ ঝাড়ের বাঁশ কেটে দিলো কেউ গাছ, কেউ পাটের দড়ি কেউ মিস্ত্রি খরচ। অল্প ক'দিনেই ঘর উঠে গেলো। তারপর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছাত্রভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ। এ বাড়ী ওবাড়ী টুকিয়ে ২০/২২জন পাওয়া গেলো। এর মধ্যে নানা কানাঘুষা। কিছু বিরোধীতা। এ স্কুল চলবে নাকি! হাই স্কুল চালানো এত সোজা! কিন্তু ওই যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি!

১৯৭২ সা লের ১৭ই ন ভেম্বর। মহাড়ম্ব রে চালু হলো স্কুল। আমার প্রয়াত আব্বার নামে নামকরন, 'ঘোষাইল মীর মোসলেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়'। কিন্তু কয়েক মাস যেতেই সামনে এলো কঠিন বাস্তবতা। শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার টাকা নাই। বাড়ী বাড়ী মুষ্ঠিভিক্ষা। অবস্থাপন্নদের কাছে হাতপাতা। নিয়ত অভাব অনটন। ছাত্র কমে যায়। শিক্ষকরা অন্যত্র পাড়ি জমান। এলাকার এমএনএ সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি পরামর্শ দিলেন স্কুলঘর ভেঙ্গে পাশের খালে ফেলে দিতে। সাথে একগাদা ভৎর্সনা, আর কাজ পেলাম না, গেছি ঘোষাইলে স্কুল করতে! নব্য ধনী পাশের উপজেলার হারুনুর রশীদ খান মুন্নুর কাছে গেলে একদফা দুই হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করলেন। সে আমলে অনেক টাকা। এভাবে এর ওর সাহায্যে কিছুদিন চলে। তারপর আবার আগের অবস্থা। আমরা তখনও ছাত্র, আয় রোজগার করি না। ফলে স্কুল চালানো কঠিনই হয়ে গেল।

এর মধ্যে ঝরে ঘর ভেঙ্গে পড়ে। আবার তোলা হয়। পরের মওসুমে আবার পড়ে। অনেক ঘোরাঘুরি করে মুন্নু সাহেবের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার আশ্বাষ পাওয়া যায়। একদিন আনতে গেলে বলেন এলাকার স্কুল, কারও ব্যক্তিগত নামে থাকলে অন্যরা সাহায্য করতে চাইবে না। তাছাড়া এ ধরনের ব্যক্তিনামের স্কুল যার নামে তার লোকেরাই চালায়। আমি তখনও ছাত্র। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। বলি, আমার আব্বার নাম কেটে দেওয়া হোক, তবুও চলুক স্কুল। মুন্নু সাহেব টাকা দিলেন, ম্যানেজিং কমিটি নাম সংশোধন করে করলো 'ঘোষাইল উচ্চ বিদ্যালয়'। এই টাকায় কিছুদিন চলে, আবার সেই একই অবস্থা। আমরা তাতেও দমি না। বোর্ডের স্বীকৃতি নাই, এখানে ওখানে দৌড়াই। সেই সময়ের কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ উদ্যোক্তার কথা কোনদিন ভোলার নয়, যারা লেগে না থাকলে এই উদ্যোগ কোনদিন এগুতো না। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়, নবাব আলী দেওয়ানের কথা আগেই বলেছি, ছিলেন আকবর খান, আনোয়ার চৌধুরী, হাতেম আলী মোল্লা, তমিজ মাতবর, রাজ্জাক মুন্সী, গুলজার হোসেন। আরও কয়েকজনের নাম এই মূহুর্তে মনে করতে পারছি না। বছর পাঁচেকের মত আমি সময় দিতে পেরেছিলাম। এরপর নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় শুধু খোঁজখবর রাখতে পারতাম। বন্ধু আবেদ লেগে ছিল আঠার মত। এক পর্যায়ে ঢাকার এক জেলা প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে স্কুলটার ব্যপারে আগ্রহী হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলের ভাগ্য ফিরতে থাকে। টীনের চালা থেকে বিল্ডিং দেখে নাই। পুরনো যারা আছেন তাদের কাছ থেকে মাঝেমাঝে খবরাখবর পেতাম। গত বছর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মোল্লা বললো আপনাকে একবার এলাকায় যেতে হবে, সবাই দেখতে চায়। গত বছরই ইচ্ছা ছিল, হয়ে ওঠে নাই। সেই যাওয়া হলো, কাল বুধবার।

কত বছর পর! কারও কাছে পঞ্চাশ কারও কাছে চল্লিশ বা পয়তাল্লিশ। আমিও এই প্রথম দেখলাম আমার স্বপ্নের ছবি, চোখের সামনে। যখন শুরু করি, এতটা আমরা ভাবি নাই। এখন একটি তিনতালা ভবন একটি দোতালা, সাথে স্কুলের জন্য ব্যবহার্য্য তিনতালা আশ্রায়ন ভবন। মাঝে বাচ্চাদের খেলার মাঠ। এক বিশাল কমপেক্স। জীবদ্দশায় নিজের স্বপ্নের এমন বাস্তব ছবি, অপার সৌভাগ্যই বৈকি। আমাদের কৃতিত্ব শুধু ওইটুকুই, আমরা শুরুটা করে দিয়েছিলাম। বাদবাকি পুরোটা এলাকার মানুষের।

কাল ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিললাম, কথা বললাম। এসেছিলেন ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রায় সকল সদস্য, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রেশমা আক্তার। ঢাকা থেকে গেছিলেন শুধু আমাকে দেখতে পঁচানব্বই বছরের যুবক জাকির স্টীলের মালিক আনোয়ার চৌধুরী। ছিলেন ছোটভাই মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মোল্লা। স্কুলর প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকমন্ডলী। ঢাকা থেকে আমার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন সিনিয়র অভিনেতা আব্দুল আজিজ, পার্শ্ববর্তী এলাকার মেয়ে উপস্থাপিকা ও অভিনয়শিল্পী সিফাত বন্যা। দুপুরের খাবারের আয়োজন করলেন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ডিএম সাজ্জাদ হোসেন।

সবাইকে নিয়ে খুব ভাল কাটলো দিনটা। ধন্যবাদ সবাইকে এমন সুন্দর আয়োজনের জন্য।

শ্রমিকদের গুরুত্ব আমরা কতটা বুঝি?

॥ শিমুল বিশ্বাস ॥

বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও ঘামের ওপর। কৃষি উৎপাদন, প্রবাসী রেমিট্যান্স এবং গার্মেন্ট শ্রমিকরাই সচল রেখেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। আরও স্পষ্ট করে বললে, তুলনামূলক স্বল্পশিক্ষিত মেহনতি মানুষই বাংলাদেশের আর্থিক খাতের প্রাণশক্তি। আর মধ্য ও উচ্চশিক্ষিত বিরাট এক জেনারেশন এ দেশে বেকার! কিন্তু দুর্ভাগ্য, যাদের পরিশ্রমে রক্ত আর ঘামে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে, তারা আজ অধিকার থেকে বঞ্চিত। ন্যায্য প্রাপ্যটা পাওয়ার জন্য রাজপথে তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান-পরবর্তী বাংলাদেশে এখনো শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস অনেক উজ্জ্বল। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং '৭১-এর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন বড় ভূমিকা রেখেছে। ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণি শুধু নিজের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন ও গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করে থাকে।

'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানেও শ্রমিক কর্মচারীরা জোটবদ্ধ হয়ে (স্কপ) ছাত্রজনতার সঙ্গে মিলে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে লড়াই করে রক্ত ঝড়িয়েছে। স্বৈরাচারের পতন, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক-কর্মচারীরা বারবার রক্ত ঝরিয়েছে। কলকারখানা ও অফিস ছেড়ে শ্রমিকরা রাজপথে নেমে এসেছে। অধিকারের প্রশ্নে ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণি যুগে যুগে আপসহীন।

সত্তরের দশকে গাজীপুরের টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জের আদমজী, খুলনার খালিশপুর, যশোরের নোয়াপাড়া আর চট্টগ্রামের শ্রমিক আন্দোলন এ দেশের রাজনীতির গতিপথ পালটে দিয়েছিল। জনগণের অতীত ত্যাগকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক নেতাকর্মী অবাধ লুটপাট ও ভোগদখল টিকিয়ে রাখার জন্য সুস্থ ধারার রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেছে। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা, বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চা এবং চিরাচরিত সহাবস্থানের ধারা বিনাশ করেছে এবং অফিস, প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় শ্রমিক অন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় শ্রমিকশ্রেণি এবং ছাত্রসমাজ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি। ছাত্রসমাজ ও শ্রমিকশ্রেণি জেগে উঠলে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস লেখা সম্ভব। অলরেডি শ্রমিকরা নতুন উদ্যমে সংগঠিত ও সোচ্চার হয়েছে। গার্মেন্ট, পরিবহণসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার নিয়ে মাঠে নামছে।

২.

বাংলাদেশে প্রায় ১৮ কোটি মানুষের মধ্য প্রায় ১২ কোটি ভোটার এবং বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ৭ কোটি ৩৫ লাখ। ৭ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্য নিবন্ধিত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ৭০ লাখ এবং অনিবন্ধিত শ্রমিকের সংখ্যা ৬ কোটি ৬৫ লাখ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম সংস্থার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শ্রমিকশোষণ ও নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক। শ্রম আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও পুলিশ ও আওয়ামী লীগদলীয় ক্যাডারদের সহায়তায় সরকার ভিন্নমতসহ বিএনপি সমর্থক ট্রেড ইউনিয়নের অফিসগুলোর বেশির ভাগই দখল করে নিয়েছে। সরকারসমর্থক শ্রমিক লীগ বিরোধীদল সমর্থক শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পেশিশক্তি ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বন্ধ করে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ ১/১১-এর চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হাতে পেয়ে বিরোধীপক্ষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশ নিতে বাধা দিয়ে আসছে। ফলে সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে একতরফাভাবে শ্রমিক লীগ সিবিএ নির্বাচিত হয়। আওয়ামী লীগসমর্থক শ্রমিক লীগ সরকারি ক্ষমতা ও পেশিশক্তির জোরে অবৈধ ও অনৈতিকভাবে সিবিএ নির্বাচিত হয়ে শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত বেসিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের গণহারে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে হয়রানিমূলক বদলি শুরু করে। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল সমর্থক শ্রমিক-কর্মচারীদের বরাদ্দকৃত বাসা বাতিল করে তাদের বাস্তুচ্যুত করে। বিরোধীদলীয় সমর্থক শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘন ঘন হয়রানিমূলক বদলির ফলে শ্রমিক নেতাদের সন্তানদের লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

হয়রানিমূলক বদলিই শুধু নয়, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অনেককে চাকরিচ্যুত, বেতন-ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, এমনকি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে অনেককে সর্বস্বান্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিয়মতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক শ্রমিক আন্দোলন হুমকির মুখে পড়েছে। জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে ভিন্নমতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এ এক বড় আওয়ামীচক্রান্ত; যা খালি চোখে ধরা পড়ছে খুব কম। এতদসত্ত্বেও মিরপুর, গাজীপুর, ভালুকা, নারায়ণগঞ্জ আর চট্টগ্রামের শ্রমিকশ্রেণি জেগে উঠলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে শ্রমিকদের বর্তমান বেতনে জীবনযাপন বড়ই কঠিন হয়ে গেছে। এ অবস্থার অবসানের জন্য লড়াই করে তারা চাকরি হারাচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে। এ ভয়াবহ শোষণ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণি বিদ্রোহ, বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তির সংগ্রামে বৃহৎ উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবে। সেদিকেই যাচ্ছে পরিস্থিতি।

৩.

'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানেও শ্রমিক কর্মচারীরা জোটবদ্ধ হয়ে (স্কপ) ছাত্রজনতার সঙ্গে মিলে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে লড়াই করে রক্ত ঝড়িয়েছে। স্বৈরাচারের পতন, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক-কর্মচারীরা বারবার রক্ত ঝরিয়েছে। কলকারখানা ও অফিস ছেড়ে শ্রমিকরা রাজপথে নেমে এসেছে। অধিকারের প্রশ্নে ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণি যুগে যুগে আপসহীন।

বিএনপির শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বানচাল করার লক্ষ্যে ২৬ অক্টোবর বিনা ওয়ারেন্টে শ্রমিক দল ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মুগদা থানা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ফজলুর রহমান কাজলকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশের দেওয়া মিথ্যা মামলায় আদালত কাজলকে জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করে। আটকাবস্থায় কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনে কাজল অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারা কর্তৃপক্ষ হাতে হ্যান্ডকাফ ও পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা মেডিকেলে, পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বিনা বেড়ে হাসপাতালের ফ্লোরে দুহাতে হ্যান্ডকাফ ও পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় ২৮ ডিসেম্বর রাতে শ্রমিক দল নেতা ফজলুর রহমান কাজল বিনা চিকিৎসায় মারা যান। কারাগারে আটক শ্রমিকনেতা কাজলের হাতে-পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মৃত্যুতে সচেতন মহল থেকে প্রতিবাদ হলেও সরকার ও কারাকর্তৃপক্ষ একেবারে চুপ। প্রকৃতপক্ষে কাজলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। মৃত্যুর তদন্ত ও বিচার হতে হবে।

৪.

এত স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশার মধ্যে আশার দিক হচ্ছে গণতন্ত্রকামী জনতার পাশাপাশি শ্রমিকরা আবার সংগঠিত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণি সংগঠিত প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের কথা বলছে। রাস্তায় নামছে। রক্ত ও জীবন দিতেও পিছপা হচ্ছে না। শ্রমিকশ্রেণি নতুন ইতিহাস লেখার রসদ জোগাচ্ছে। নব উদ্যমে আন্দোলন ও সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করছে। শ্রমিকদের পক্ষে সোচ্চার হয়েছে দেশ ও বিদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শ্রমিক অধিকারের পক্ষে কথা বলছেন। শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে, নির্যাতন করলে যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার আওয়াজ উঠছে। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী কল্পনা আক্তারের নাম উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও বিদেশ সচিব এন্টনি ব্লিঙ্কেন কথা বলছেন। এসব পদক্ষেপ বাংলাদেশের অধিকারবঞ্চিত শ্রমিক আন্দোলনে নতুন আশার দিক। শ্রমিকশ্রেণির সাংগঠনিক ও সমষ্টিগত লড়াই সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য। শ্রমিকরা সাহস পাচ্ছে, সংগঠিত হচ্ছে, রাস্তায় নামছে শুধু বেতনের জন্য নয়, দেশ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও। ২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৪০ বছর পর ২১টি শ্রমিক সংগঠন 'জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী কনভেনশনে' মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে।

এ ঘোর দুঃসময়ে দরদি রাজনীতির পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক আর ছাত্র আন্দোলনই পারে বাংলাদেশকে মুক্তির পথ দেখাতে। দেশে এখন কৃষক আন্দোলন নেই, এ সুযোগে সরকার অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিলের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনের হাতে-পায়ে বেড়ি পরাতে চায়। স্বাভাবিকভাবে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে পারছে না! দেশ ও জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে শ্রমিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার ঘটনা আমাদের নতুন স্বপ্ন দেখায়। নিজেদের অধিকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনেও শ্রমিক আন্দোলন অনেক বেশি প্রয়োজন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন পদক্ষেপ শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। নতুন দিনের সূচনা করতে শ্রমিক আন্দোলন অতীতের মতো ভবিষ্যতেও নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। শ্রমিকদের মুক্তি এবং বাংলাদেশের মুক্তির জন্য শ্রমিক আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।

অতীতে শ্রমিকশ্রেণি বারবার সভ্যতার গতিপথ পালটে দিয়েছে। আধুনিক সমাজে আজও শ্রমিকের সেবা ছাড়া একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। শ্রমিকদের রক্ত আর ঘামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এ সভ্যতা। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের ওপর জুলুম করা চরম মানবাধিকারের লঙ্ঘনের শামিল। এ জুলুমের অবসান করে একটি কল্যাণকামী ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য দরকার কার্যকর আন্দোলন। আসুন এ লড়াইয়ে অংশ নিয়ে মা, মাটি আর মাতৃভূমিকে মুক্ত করি।

লেখক: বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী



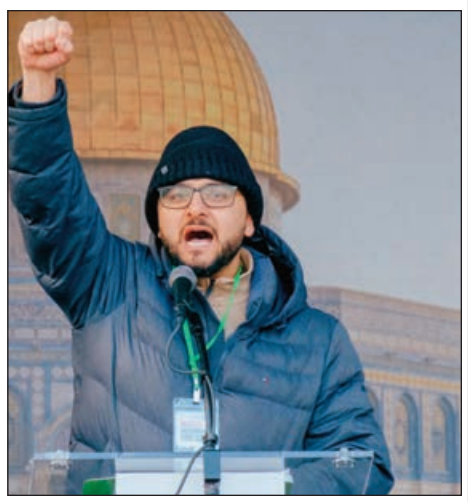












ওয়াশিংটন ডিসি বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত

(প্রথম পাতার পর)

এসময় বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনের জাতীয় পতাকা বহন এবং বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেন এবং এখনই যুদ্ধ বন্ধের দাবী জানান। আমেরিকান মুসলিম ট্রাস্ক ফোর্স ফর প্যালেস্টাইন-এর পক্ষ থেকে দ্যা ন্যাশনাল মলে 'মার্চ অন ওয়াশিংটন ফর গাজা' শীর্ষক এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা), আমেরিকান মুসলিমস ফর প্যালেস্টাইন (এএমপি), সিএআইআর, ইসলামিক সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকা, মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি, এমএসএ ন্যাশনাল, মুসলিমি লীগ ফান্ড অফ আমেরিকা এবং আমেরিকার ইয়ং মুসলিম এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিক্ষোভ সমাবেশটি সংগঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

হোয়াইট হাউসের কয়েক ব্লক পরেই একটি মঞ্চে নির্মাণ করা হয়। অনেক ফিলিস্তিনী-আমেরিকান যারা মূলত: গাজার বাসিন্দা, তারা মঞ্চে উঠে গাজায় নিহত বা আহত তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের উপর আবেগঘন কথা বলেন। তারা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ইসরাইলের জন্য সামরিক ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বক্তারা বলেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে চাপ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সহজেই এই গণহত্যা বন্ধ করতে পারেন। এ সময় ব্যাপক করতালি দিয়ে বিক্ষোভকারীরা এই বক্তব্যে সমর্থন জানায়।

সমাবেশে মুনা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে যোগ দেয়া বেশিরভাগ তরুণ বিক্ষোভকারী ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী কেফিয়াহ মাথায় দিয়ে এবং ফিলিস্তিনী পতাকা নেড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 'এখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করুন' শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করে সমাবেশে উপস্থিত লাখো মানুষ। এছাড়া 'মুক্ত প্যালেস্টাইন চাই' এবং 'গাজার যুদ্ধ শেষ করুন' লেখা ব্যানার-পোস্টারও দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের হাতে। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে গাজায় মানবিক বিপর্যয় রোধে যুদ্ধ বন্ধের দাবী এবং ইসরাইলকে বিশ্বের অসভ্য ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যায়িত করে ইসরাইলের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য জো বাইডেন সরকারের প্রতি আহবান জানান। দাবী করেন স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের। সমাবেশ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ওয়াশিংটন ডিসি'র রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার অজুহাতে প্রতিশোধ নিতে ইসরাইল গাজায় ধ্বংসাত্মক অভিযান শুরু করে। তিন মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় নির্বিচার এবং অবিরাম বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। এতে কমপক্ষে ২৩,৮৪৩ জন নিহত হয়েছে, যাদের বেশি-রভাগই নারী এবং শিশু। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সর্বশেষ এই মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করেছে।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

শরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত





বিশেষ প্রতিনিধি: শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান গত ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে স্টার্লিং এভিনিউর আল আকসা পার্টি হলে আয়োজিত বর্ণাঢ্য ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্তি সচিব একেএম বদরুল মজিদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন আরশি নাদিয়া। এরপর পরিবেশিত হয় আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি ওসমান গণি প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন। বিদায়ী কমিটির কোষাধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান হাফিজ তাদের মেয়াদকালের আয়-ব্যয় তুলে ধরেন। এরপর নতুন কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি একেএম বদরুল মজিদ।

সংগঠনের নব নির্বাচিত সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনোয়ার দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন। এই পর্বে অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেরপুর জেলা সমিতির নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসিম মিয়া, সাবেক সিনিয়র ডিডেকটিভ মাসুদ রহমান, কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি খবির উদ্দিন ভূইয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ধান অতিথিসহ সংগঠনের উপদেষ্টাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নব নির্বাচিত সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনোয়ার। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা জানানো হয়। সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের সন্তানদের হাতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Since 1994
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight

LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL

NY 1 TRAVELS, INC



MIRZA M ZAMAN

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন

বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 646-750-0632

E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING

Microsoft · Microsoft SQL Server · ORACLE · Azure · mongoDB. · NoSQL



Please Contact:

Zia Uddin Ahamed
CEO & President

Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600

E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No: (718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup

শপথ নিলেন নবনির্বাচিত ২৯৮ সংসদ-সদস্য

সংসদ নেতা শেখ হাসিনা, স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, উপনেতা মতিয়া চৌধুরী ও চিফ হুইপ লিটন চৌধুরী



ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ২৯৮ এমপি শপথ নিয়েছেন। বুধবার (১০ জানুয়ারী) সকালে প্রথমে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের ২২২ জন নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্য শপথ নেন। বাকিরা পর্যায়ক্রমে শপথ নেন। সকাল সোয়া ১০টায় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে তাদের শপথবাক্য পড়ান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সংসদ ভবনের পূর্ব ব্লকের প্রথম লেভেলের শপথ কক্ষে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব একেএম আব্দুস সালাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সংবিধান ও কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী এমপি হিসাবে নিজে শপথগ্রহণ করেন এবং শপথ বইয়ে স্বাক্ষর করেন। ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী বরিশাল-২ আসন থেকে নৌকা নিয়ে জয়ী বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং বগুড়া-৪ আসন থেকে নৌকা নিয়ে জয়ী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের একেএম রেজাউল করিম তানসেন আওয়ামী লীগের সংসদ-সদস্যদের সঙ্গে শপথ নেন। পরে বেলা ১১টায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী শপথ পড়ান ৬২ জন স্বতন্ত্র সংসদ-সদস্যকে। সবশেষে জাতীয় পার্টির ১১ জন নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্য স্পিকারের কাছে শপথ নেন। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্য হিসাবে স্বতন্ত্র সদস্যদের সঙ্গে শপথ নেন। দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ঘটল। সংসদ-সদস্যদের শপথের পর সংসদের রেজিস্ট্রারে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। এমপিরা স্পিকারের সামনে শপথ ফরমে স্বাক্ষর করেন। সংবিধান অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে সংসদ-সদস্যদের শপথ নিতে হয়। সে অনুযায়ী নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের শপথ পড়ান একাদশ সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

শপথ শেষে সংসদ ভবনের নবম তলায় সরকারি দলের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভা। এই সভায় শেখ হাসিনাকে টানা চতুর্থবারের মতো সংসদ নেতা নির্বাচিত করা হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের নবম তলায় সরকারি দলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংসদ নেতা হিসাবে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন। একাদশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানান। পরে সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করা হয়। এ সময় দলটির নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্যরা তাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় এদিন সংসদ উপনেতা এবং চিফ হুইপও নির্বাচন করা হয়। টানা দ্বিতীয় দফায় সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী। চিফ হুইপ নির্বাচিত হন নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন। তিনিও দ্বিতীয় দফা এ দায়িত্ব পালন করবেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হন নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন। দলের এ সভায় বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে আবারও স্পিকার হিসাবে এবং অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুকে আবারও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শেখ হাসিনা সরকারে থাকাবস্থায় একাদশ নির্বাচনে ভরাডুবির অভিজ্ঞতা মাথায় নিয়ে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এবারও ভোট বর্জন করেছে বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো। দফায় দফায় হরতাল-অবরোধের মধ্যে ২০১৩-২০১৫ সালের মতো নাশকতাও ফিরে এসেছে। সেই সহিংসতা মোকাবিলা করে এবারও নির্বাচনি বৈতরণী পেরিয়ে এলেন শেখ হাসিনা। ভোটে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে নতুন কৌশল নিয়ে এক আসনে নিজ দলের একাধিক প্রার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। এবারের নির্বাচনের ইশতেহারেও আওয়ামী লীগ গুরুত্ব দিয়েছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা গড়ার কথা বলছে দলটি। শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করবেন তিনি।

শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে যখন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন, তখন বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল পাঁচের কাছাকাছি, ২০১৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ ছুঁই ছুঁই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দশের ঘরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, ২০২০ সালের মার্চে করোনাভাইরাস মহামারির ধাক্কা লাগে দেশের অর্থনীতিতে। মহামারির খাঁড়া সামলানোর মধ্যে দুই বছর পর অর্থনীতির 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' হিসাবে আবির্ভূত হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৬৮টি আসনে দল মনোনীত প্রার্থী দেয়। আসন সমঝোতার অংশ হিসাবে ২৬টি আসনে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দেয় তারা। আর ১৪ দলীয় জোটের তিন দলকে আওয়ামী লীগ ছাড় দেয় ৬টি আসনে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১১টি আসন, স্বতন্ত্র ৬২টি আসন এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয়ী হয়। ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে একটি আসনে নির্বাচন হয়নি। আর একটি আসনে ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার জয়ী প্রার্থীদের নাম ও আসন প্রকাশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন। এর পরপরই বুধবার নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্যরা শপথ নেন।





তারকারা কে কত ভোট পেলেন

বিনোদন ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের বিনোদন জগতের একঝাঁক তারকা অংশ নিয়েছিলেন। যাদের বেশিরভাগই হেরেছেন। তবে ভিন্নচিত্রও রয়েছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত দুই প্রার্থী বরেণ্য অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর ও ফেরদৌস আহমেদ বিজয়ী হয়েছেন। আসাদুজ্জামান নূর পঞ্চমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন আর প্রথমবারই বাজিমাত করেছেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস। মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু তারকারা কে কত ভোট পেলেন, জেনে নেওয়া যাক।

লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী আসাদুজ্জামান নূর

পঞ্চমবারের মতো নীলফামারী-২ (সদর) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী বরেণ্য অভিনয়শিল্পী আসাদুজ্জামান নূর। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। নৌকা প্রতীকে তার প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা ছিল ১ লাখ ১৯ হাজার ৩৩৯। অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ১৫ হাজার ৬৮৪ ভোট।

ফেরদৌস পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৮৯৮ ভোট

প্রথমবার সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েই জয়ের মালা গলায় পরেছেন ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ। ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার এই প্রার্থী পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৮৯৮ ভোট। অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী শামসুল আলম আম প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ২৫৭ ভোট।

বড় ব্যবধানে হারলেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে বড় ব্যবধানে হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। ট্রাক প্রতীকে তিনি পেয়েছেন মাত্র ৯ হাজার ৯টি ভোট। এ আসনে জিতেছেন আওয়ামী লীগের ওমর ফারুক চৌধুরী। মোট এক লাখ তিন হাজার ৫৯২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাঁচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম রাব্বানী পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪১৯ ভোট।

নৌকা প্রতীকেও ধরাশায়ী সংগীতশিল্পী মমতাজ



মানিকগঞ্জ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন তিনবারের সংসদ সদস্য কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম। ট্রাক প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলু পেয়েছেন ৮৮ হাজার ৩০৯টি ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মমতাজ বেগম নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৮২ হাজার ১৩৮টি ভোট।

নৌকার প্রার্থীর কাছে পাত্তাই পাননি সংগীতশিল্পী ডলি সায়ন্তনী

পাবনা-২ আসনের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের (বিএনএম) প্রার্থী ডলি সায়ন্তনী হেরে গেছেন। এ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ফিরোজ কবির। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৬৫ হাজার ৮৪২টি ভোট। ডলি সায়ন্তনী পেয়েছেন মাত্র চার হাজার ৩৮২ ভোট, যা ফিরোজের মোট ভোটের ৩৭ ভাগের একভাগ।

হিরো আলম পেলেন মাত্র দুই হাজার ১৭৫ ভোট

জামানত হারিয়েছেন বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনের ডাব প্রতীকের প্রার্থী আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। মাত্র দুই হাজার ১৭৫ ভোট পেয়েছেন আলোচিত-সমালোচিত এই কনটেন্ট ক্রিয়েটর। এ আসনে নৌকা প্রতীকের রেজাউল করিম তানসেন ৪২ হাজার ৭৫৭ ভোট পেয়ে স্থানীয়ভাবে ঘোষিত ফলে নির্বাচিত হয়েছেন। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মোল্লা পেয়েছেন ৪০ হাজার ৬১৮টি ভোট।

চমকে দেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে অপূর্বের

বিনোদন ডেস্ক: জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। যাকে বলা হয় বাংলা নাটকের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। সিনেমায়ও দেখা গেছে তাকে। ইদানীং টিভি নাটকে অভিনয় কমিয়ে দিয়েছেন। কারণ, নতুন সিনেমার জন্য প্রস্তুতি ও ওয়েবের কাজের ব্যস্ততা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নাটকের টিজারে দেখা গেছে উত্তাল সাগরে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। এসব বিষয় নিয়ে দৈনিক যুগান্তর-এর আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।

*** 'পথে হলো দেরি' শিরোনামের একটি নাটকের টিজার প্রকাশ হয়েছে সম্প্রতি। এ নাটকে উত্তাল সাগরের মাঝে দেখা গেছে আপনাকে। ভয় করেনি কাজ করতে?**

** প্রথমেই বলি, আমি একজন প্রফেশনাল অভিনেতা। ক্যারিয়ারে অনেক রিস্কি কাজে অর্থাৎ শর্ট নিয়েছি। তাই নতুন করে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। এ নাটকটি পরিচালনা করেছেন জাকারিয়া সৌখিন। টিজারে যে দৃশ্যটি দেখা গেছে সেটি গল্পের প্রয়োজনেই করা। হয়তো রিস্কের কারণে বাদ দেওয়া যেত, কিন্তু আমি ভেবেছি এটা করবোই। একবার যেটা আমার মাথায় ঢুকে যায় সেটা না করে ছাড়ি না। তাই রিস্ক থাকলেও শুটিং করে ফেললাম। তাছাড়া নতুনত্ব না থাকলে দর্শকরা কেন দেখবেন আমাকে? তাই ভালো কিছু করার জন্য একটু ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে। সেটার ফলও পেলাম। দর্শকরা পছন্দ করেছেন, অনেক সাধুবাদ জানাচ্ছেন। এটাই ভালোলাগার।



*** কাজের জন্য জীবনের ঝুঁকি নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?**

** দেখুন, আমি যখন যেটা করি সেটা অবশ্যই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলেছি দর্শকরা আমার কাছে নতুন কিছু আশা করেন। তাই তাদের জন্য সেটা করা আমার অবশ্যই কর্তব্য। আমি সেটাই করেছি। আর জীবনের ঝুঁকি বলতে, অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে কাজ করি। তবে এ সময়টা আমি অনেক উপভোগ করি।

*** দেশের পাশাপাশি ভারতের কলকাতায় আপনি বেশ জনপ্রিয়...**

** এটা আসলে আমার প্রতি তাদের (ভারতের দর্শকদের) আন্তরিকতা, ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। কলকাতার অনেক দর্শক আমাকে পছন্দ করেন, এটা আগে থেকেই জানি। সেখানে গিয়ে সেটা স্বচক্ষে অনুভবও করেছি। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিষয়টি আমার জন্য উপভোগ্যও বটে। তাদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা রাখি। দেখা যাক, সামনে কী করতে পারি।

*** কলকাতায় 'চালচিত্র' নামে একটি সিনেমায় অভিনয় করলেন। আর কোনো নতুন কাজের কথা হয়েছে?**

** কথা হয়েছে, তবে সেটা এখনই বলতে পারছি না। সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পরও আমি বলতে পারব না, যতক্ষণ না কাজ শেষ করছি। তবে এটুকু বলতে পারি, চমকে দেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে। সেটার জন্য নিশ্চয়ই আমার দুই বাংলার দর্শক-ভক্তরা অপেক্ষা করবেন।



একাধিকবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন এ আর রহমান!

বিনোদন ডেস্ক: জিতেছেন অস্কার, পেয়েছেন একাধিক সম্মান, অ্যাওয়ার্ড। তবুও একাধিকবার নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছেন এ আর রহমান! অহরহ আসত আত্মহত্যার ভাবনা। কিন্তু কেন? কীভাবেই বা সেগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করতেন সেটাই এবার প্রকাশ্যে আনলেন। জানালেন এই ফেজ থেকে বেরোতে তার মা তাকে ভীষণ সাহায্য করেছিলেন।

অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এআর রহমান। সেখানেই তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার মায়ের কথা মনে করেন। বলেন, 'আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার আত্মহত্যা করার কথা মনে হতো তখন আমার মা আমায় বলতেন যখন তুমি নিজের বদলে অন্য কারও জন্য বাঁচতে শুরু করবে তখন দেখবে আর এসব ভাবনা আসবে না। এটাই বোধহয় আমার মায়ের আমাকে দেওয়া অন্যতম সুন্দর পরামর্শ ছিল।'

তিনি এদিন নিজের স্বার্থের বদলে অন্যদের জন্য কিছু করার উপর বেশি জোর দেন। সেই বিষয়ে অস্কারজয়ী গায়ক বলেন, তুমি যখন অন্য কারও জন্য বাঁচবে তখন তুমি আর স্বার্থপর থাকবে না। তোমার জীবন একটা নতুন মানে পাবে। আমি এই পরামর্শটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম সে কারও জন্য কম্পোজ করা হোক বা কারও জন্য লেখা হোক কিংবা কাউকে খাবার কিনে দেওয়া এই জিনিসগুলো আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এগিয়ে নিয়ে যায় জীবনে।'

এ আর রহমান আরও জানান, 'অনেক সময় মনে হয় যে জীবন একঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছে, এক জিনিস ঘটে চলেছে। কিন্তু তখনই যেন মনে পড়ে তোমার জীবনের একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে।'



'ভুল ভুলাইয়া ৩': মঞ্জুলিকা হয়ে ফিরছেন বিদ্যা

বিনোদন ডেস্ক: 'ভুল ভুলাইয়া ৩' নির্মাণ করছেন পরিচালক আনিস বাজমি। এতে ১৭ বছর পর মঞ্জুলিকা হয়ে ফিরছেন বিদ্যা বালান। এছাড়া দ্বিতীয়পর্বে অভিনয় করা কার্তিক আরিয়ানও রয়েছেন নতুন পর্বে। হিন্দুস্তান টাইমস এ খবর জানিয়েছে।

পরিচালক বাজমি বলেছেন, বিদ্যাকে ঘিরে এই সিনেমার তৃতীয় পর্বের কাহিনী বোনা হয়েছে। এ সিনেমার বেশিরভাগ অংশের শুটিং হবে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গায়। বছরের শেষ নাগাদ দীপাবলিতে 'ভুল ভুলাইয়া ৩' মুক্তি দিতে চান বাজমি।

২০০৭ সালে এই সিরিজের প্রথম সিনেমা 'ভুল ভুলাইয়া'; নির্মাণ করেছিলেন পরিচালক প্রিয়দর্শন। সিনেমাটি মূলত ১৯৯৩ সালের মালায়ালাম চলচ্চিত্র 'মনিচিত্রথাঝু'র রিমেক।

অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালান অভিনীত 'ভুল ভুলাইয়া' দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে কুড়িয়েছিল অকুণ্ঠ প্রশংসা। সিনেমাটির সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয় অভিনেত্রী বিদ্যা বালানকে। বিশেষ করে বিদ্যার ধ্রুপদী নৃত্য আর সংলাপে ঝরঝরে বাংলা বচন তাকে আলাদা করে তুলেছিল।

এরপর ২০২২ সালে অভিনয় শিল্পী, কলাকুশলীসহ নতুন টিম নিয়ে 'ভুল ভুলাইয়া ২' বানান পরিচালক আনিস বাজমি। সেবার বাজমি এই সিনেমায় নিয়ে আসেন কার্তিক আরিয়ানকে, আর বিদ্যার চরিত্রটি করেন টাবু।

'ভুল ভুলাইয়া' ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই সিনেমার জনপ্রিয়তার পেছনে চিত্রনাট্যেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।



জুয়ার ওয়েবসাইটে অপু, জয়া, নুসরাত ফারিয়ার

বিনোদন ডেস্ক: অনলাইনে জুয়ার ওয়েবসাইটের শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন ঢাকাই সিনেমার নায়িকা অপু বিশ্বাস। এ ছাড়া দেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ এসব সাইটের বিজ্ঞাপনে দেখা মিলেছে জয়া আহসান ও নুসরাত ফারিয়ার। একটি বেটিং সাইটের বিজ্ঞাপনে কাজ করতে দেখা গেছে জয়া আহসান ও নুসরাত ফারিয়াকে। গত বছর ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রচারে আসে তাদের বিজ্ঞাপনগুলো।

বিষয়টি নিয়ে নুসরাত ফারিয়া বলেন, আমি যে বিজ্ঞাপনটি করেছি, তা শুধু ভারতেই প্রচার হয়েছে। দেশে প্রচার হয়নি। দেশে প্রচার না হলেও বিষয়টি ভারতে বৈধতা কিনা জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। জানালেন, বিষয়টি পুরোপুরি না জেনে এতে যুক্ত হয়েছেন। শুধু সেই সাইটেই নয়, ফারিয়া নিজেও তার ইনস্টাগ্রামে এগুলোর প্রচার করেছেন।

একই বিষয়ে কথা বলতে অভিনেত্রী জয়া আহসানের মুঠোফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো সাড়া দেননি।

অন্যদিকে অপু বিশ্বাস শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন 'বাবু ৮৮' নামের একটি বেটিং অ্যাপের। নতুন বছরের শুরুতেই নায়িকার একটি ভিডিও শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করেছে ওই সাইটটি। যেখানে অপু বিশ্বাসকে তাদের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে দেখা গেছে। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য কল দেওয়া হয় অপু বিশ্বাসকে। ব্যস্ত আছেন জানিয়ে পরে কথা বলবেন বলে ফোনকলটি কেটে দিলেও এর পর আর ফোন ধরেননি তিনি।

দ্বিতীয় সন্তান আসার আগেই যে সিদ্ধান্ত আনুশকার

বিনোদন ডেস্ক: শোনা যাচ্ছে দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। ইতোমধ্যে তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। যদিও আনুশকা বা বিরাট কেউই দ্বিতীয়বার মা-বাবা হওয়ার প্রসঙ্গে এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। তবে সেই খবর অজানা নেই কারও। বেবি বাম্প নিয়ে বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যেও দেখা গেছে আনুশকাকে। ২০১৭ সালে এই তারকা জুটির বিয়ের চার বছর পর ২০২১ সালে তাদের সংসার আলো করে আসে কন্যাসন্তান। যার নাম রাখা হয় ভামিকা।



প্রথম সন্তানের দেখভালের কারণে ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র জগতে বিচরণ কমিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তা হলে কি দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর অভিনয় থেকে দূরে সরে যাবেন তিনি? এখন এ প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে অনুরাগীদের মনে। তবে তাদের প্রশ্নের উত্তর বেশ স্পষ্ট করেই দিলেন আনুশকা।

জানালেন পরিবারই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে অভিনয়ও চালিয়ে যাবেন তিনি। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত একটা অনুষ্ঠানে মা হওয়ার পরবর্তী জীবন এবং নতুন ভাবনাচিন্তার কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। আনুশকা জানান, তিনি এখন বাইরের কাজকর্মের চেয়ে মেয়ের চাহিদাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, আমি এখন বছরে একটা করে সিনেমা করতে চাই, অবশ্যই অভিনয়কেও উপভোগ করতে চাই। তবে সেটি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে ভারসাম্য বজায় রেখে। কারণ আমি পরিবারকে সময় দিতে চাই।

আনুশকা স্পষ্ট করে জানান, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন, সন্তানই এখন তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার উদ্দেশ্য কোনো কিছু নতুন করে প্রমাণ করা নয়। তিনি চান তার পরিচয় অভিনেত্রী, পাবলিক ফিগার বা একজন মা হিসেবেই হোক।

প্রথমবার মা হওয়ার পর কাজে ফিরে আনুশকা শর্মা এক-টিমাত্র সিনেমায় কাজ করেছেন, যার নাম 'চাকদা এক্সপ্রেস'। গত বছর মুক্তির কথা থাকলেও ২০২৪ সালে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।



কোনো কিছু আমাকে দাবায়ে রাখতে পারবে না: মমতাজ



বিনোদন ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পেয়েও গতি হয়নি তিনবারের সংসদ সদস্য ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগমের। স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। পরাজয়ের পর অন্য প্রার্থীরা মুখ খুললেও তিনি চুপ ছিলেন। তবে নিজের নেতাকর্মীর গায়ে হাত তোলায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে মমতাজের। নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছেন তিনি। দিয়েছেন হুঁশিয়ারি।

নির্বাচনে হারার পর মমতাজের ৫০-এর বেশি নেতাকর্মীর ওপর হামলা হয়। তারা হাসপাতালে চিকিৎ-সাধীন ছিলেন। হেরেও তাদের পাশে থাকার কথা বলেন মমতাজ। এ সময় মমতাজ বেগম বলেন, 'আমি সারা পৃথিবী চষে বেড়ানো মহিলা, আর ১০টা মেয়ের মতো আমি না। আমার এই জনগণের জন্য জেল খাটতে রাজি আছি। আমার যদি মোকাবিলা করতে হয় রাজপথে দাঁড়ায়া, আপনাদের নিয়ে সবকিছু মোকাবিলা করব। জেল-জুলুল অত্যাচার কোনো কিছু আমাকে দাবায়ে রাখতে পারবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি কিন্তু ডরে ঘরের কোণে বসে থাকা মহিলা না। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। এর পর থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব। হান্নান ভাই, মেয়র সবাইকে বলব, যেখানে যে ঘটনা ঘটবে, সেখানে সবাই মিলে প্রতিবাদ করব।'

উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত মানিকগঞ্জ-২ আসন থেকে নৌকা প্রতীকে লড়েছিলেন মমতাজ। কিন্তু তিনি ধরাশায়ী হন ট্রাক প্রতীকে লড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জাহিদ আহমেদের (টুলু) কাছে।

নতুন বছরে যেসব সিনেমার দিকে তাকিয়ে আছে বলিউড

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডে গত বছরটি ছিল শাহরুখ খানের জন্য পয়মন্ত। কিন্তু এ বছর তার কোনো সিনেমা মুক্তির মিছিলে নেই। তবে মুক্তির তালিকায় যে সিনেমাগুলো রয়েছে- সেগুলোর বড় আকর্ষণ দীপিকা পাড়ুকোন। তার সর্বোচ্চ তিনটি সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে এ বছর। পিছিয়ে থাকবেন না কারিনা কাপুরও। তালিকায় তারও রয়েছে তিনটি সিনেমা।

গত বছরের মতো এ বছরও বলিউডের থিয়েটার ও ওটিটিতে বেশ কিছু ভালো সিনেমা মুক্তি পাবে। এগুলোর অধিকাংশেরই মুক্তির তারিখ নির্ধারিত হয়ে আছে। কিছু সিনেমা গত বছর মুক্তি না পাওয়ায় এ বছর রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। অ্যাকশন, থ্রিলার, কমেডি, ড্রামা, স্পোর্টস, ঐতিহ্য, রোমান্স, সাইন্স ফিকশন-সব ধরনের সিনেমায় ঠাসা বলিউডের বছরটি। অবাক করার বিষয়, চলতি বছর তিন খানের কারও কোনো সিনেমা মুক্তির তালিকায় নেই।

বছরের শুরুতেই ১১ জানুয়ারি অর্থাৎ আজ মুক্তি পাচ্ছে শিভাম নায়ার পরিচালিত থ্রিলার 'দ্য ডিপ্লোম্যাট'। জন আব্রাহাম ও সাদিয়া খতিবের অন্য রকম রসায়ন দেখা যাবে এ সিনেমায়। ১২ জানুয়ারি মুক্তি পাবে থ্রিলার ও ড্রামাবেইজড সিনেমা 'মেরি ক্রিসমাস'। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন বিজয় সেতু-পতি, ক্যাটরিনা কাইফ, সঞ্জয় কাপুর প্রমুখ। নাগ অশ্বিন পরিচালিত সাইন্স ফিকশন সিনেমা 'কালকি ২৮৯৮ এডি' মুক্তি পাবে ১২ জানুয়ারি। এতে অভিনয় করেছেন প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন প্রমুখ। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা 'ফ-াইটার' মুক্তি পাবে ২৫ জানুয়ারি। এ সিনেমার মাধ্যমে হৃত্বিক রোশন ফিরছেন আকাশ যোদ্ধা হয়ে। সঙ্গে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অনিল কাপুর প্রমুখ। রাশিক খান পরিচালিত থ্রিলারধর্মী সিনেমা 'সেকশন ১০৮' মুক্তি পাবে ২ ফেব্রুয়ারি। এতে অভিনয় করেছেন নওয়াজউ-দ্দিন সিদ্দিকী, রেজিনা ক্যাসেন্ড্রা, রুমি খান প্রমুখ।

'দ্য ক্রু' রাজেশ ক্রিশনান পরিচালিত ড্রামাবেইজড সিনেমা। কৃতি শ্যানন, কারিনা কাপুর, টাবু, কপিল শর্মা অভিনীত এ সিনেমা মুক্তি পাবে ২২ মার্চ। স্পোর্টসবেইজড সিনেমা 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' পরিচালনা করেছেন কবির খান। কার্তিক আরিয়ান, ক্যাটরিনা কাইফ, শ্রদ্ধা কাপুর প্রমুখ অভিনীত এ সিনেমা মুক্তি পাবে ১৪ জুন। রোহিত শেঠি পরিচালিত 'সিংঘাম এগেইন' নিয়ে মাতামাতি তো গত বছর থেকেই। দীপিকা পাড়ুকোন, অক্ষয় কুমার, কারিনা কাপুর, রনবির সিং, অজয় দেবগন অভিনীত অ্যাকশন ড্রামা সিনেমাটি মুক্তি পাবে ১৫ আগস্ট। আলিয়া ভাট, বেদাং রায়না প্রমুখ অভিনীত ও ভাসান বালা পরিচালিত অ্যাকশন সিনেমা 'জিগরা' মুক্তি পাবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

২০১৩ সালে হলিউডে পরিচালক রব মেল্টজার নির্মাণ করেছিলেন কমেডি সিনেমা 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল'। একই নামে বলিউডে কমেডি সিনেমা বানিয়েছেন পরিচালক আহমেদ খান। অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, সুনিল শেঠি, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, দিশা পাটানি প্রমুখ অভিনীত সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০ ডিসেম্বর। প্রসিত রায় পরিচালিত বায়োগ্রাফিক্যাল স্পোর্টস ড্রামা 'চাকদা এক্সপ্রেস' সিনেমায় অভিনয় করেছেন আনুশকা শর্মা, অতুল শর্মা প্রমুখ। এটি মুক্তির তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। অমিত শর্মা রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত 'ময়দান' সিনেমাটিও গত বছর আলোচনায় ছিল। কারণ এটি গত বছরই মুক্তি পাওয়ার কথা। ক্রীড়া ও ঐতিহ্য নিয়ে নির্মিত অজয় দেবগন, প্রিয়ামণি অভিনীত সিনেমাটি মুক্তি পাবে এ বছর যে কোনো দিন। রোমান্টিক পরিচালক করন জোহর নির্মাণ করেছেন অ্যাকশন, ড্রামা ও ঐতিহ্যনির্ভর সিনেমা 'তাখ্ত'। এতে অভিনয় করেছেন রনবির সিং, কারিনা কাপুর, আলিয়া ভাট প্রমুখ।

আরও মুক্তি পাবে সারা আলি, বেনেডিক্ট গ্যারেট অভি-নীত ও কানন আয়ার পরিচালিত 'অ্যায় ওয়াতান মেরে ওয়াতান', আলি আব্বাস জাফর পরিচালিত অক্ষয় কুমার, টাইগার শ্রফ, সোনাক্ষি সিনহা অভিনীত 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া', নিরাজ পান্ডে পরিচালিত ও অজয় দেবগন, টাবু অভিনীত রোমান্সনির্ভর সিনেমা 'আওরোঁ মে কাহাঁ দাম থা'।

সাহিত্য সাময়িকী

শিশুটি মাতৃগর্ভে
রেজাউদ্দিন স্টালিন

সময় ভেঙে গেছে আর্তনাদের আঘাতে
তা বিচূর্ণ আয়নার অবয়ব
বিচূর্ণ খন্ড থেকে প্রতিফলিত মরুভূমির হাহাকার
কোনো দ্রাক্ষাকুঞ্জ নেই
ক্যাকটাসের কোলাহল
দূরের উপত্যকাও পানি শূন্য
সূর্যের শক্তি নেই আলো দেয়

কেউ কারো নাম জানে না
শুধু সনাক্ত করছে শবদেহ
কেউ জানে না তার জন্মভূমি
কোন দায়ে দন্ডিত
উপত্যকার গোলাপ সবচে উজ্জ্বল আর
শিশুরা সুন্দর গোলাপের চেয়ে
কিন্তু সব উপত্যকা এখন ভস্মাধার
ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় মোড়ানো সব দৃষ্টি
মাতা মেরির বুকেও দুধ নেই
কাঁটা দিয়ে ঘেরা তার স্তনযুগ

পৃথিবীর সব ক্ষুধার্ত শিশু
পৃথিবীর সব সন্তান হারা মা
পৃথিবীর সব শহীদ ভাই
পৃথিবীর সব নির্যাতিত বোনের
একটা দেশ ফিলিস্তিন

বিচূর্ণ আয়নায় রক্তাক্ত শিশুর মুখ
কিন্তু শিশুটি মাতৃগর্ভে ।

মৃত্যুর মেনু-বুক
রেজা শামীম

যে রেস্তোরাঁতে আমি এলাম তাঁর মালিক স্বয়ং ঈশ্বর ।
ভেতরে এক পৃথিবী মানুষের ভিড় ।
প্রবেশ পথের দীর্ঘ লাইন ঠেলে যখন সামনে এলাম,
রিসিপশনে দেবদূত জানায় আমাকে অভ্যর্থনা ।
পরনে তাঁর শুভ্র আলখেল্লা, পিঠে পাখির ডানা ।
আমাকে সাদরে টেবিলে বসিয়ে হাতে তুলে দেয় মৃত্যুর মেনু-বুক ।
পুরু কালো মলাটের ভেতরের পাতায় পাতায় সারি সারি মৃত্যুর নাম ।
জলজ মৃত্যু, ঝলসানো মৃত্যু, ঘরের মৃত্যু, বাইরের মৃত্যু,
একলা মৃত্যু, গণমৃত্যু,
স্বেচ্ছামৃত্যু, অতর্কিত মৃত্যু ।
অসংখ্য বিচিত্র এই তালিকা থেকে
আমি নিজের জন্য বেছে নেই একটা সাদামাটা মৃত্যু,
আর 'পানীয়' হিসাবে চাই কারো ক'ফোটা চোখের জল ।

দেবদূত মেনু-বুক গুটিয়ে চলে যায়

তোমার উপমা
সায়ীদ আবুবকর

একটা আশ্চর্য নদী, যার
তল দেখা যায়, তল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ছুটে যায় রূপালি মাছেরা, সে-মাছের
চকচক করা পেট দেখা যায়; আমি তার
কিনারে দাঁড়িয়ে আয়নার মতো তার
স্বচ্ছ পানিতে আমার প্রতিবিম্ব দেখতাম
একদিন; প্রিয়তমা, তুমিই ছিলে এ নদী ।

আজ তুমি ঝড় ওঠা কোনো
দুর্যোগের রাত; দুধের শরের মতো
ঘন, ফাঁকফোঁকহীন, জন্মান্ধ, নির্বাক
অন্ধকারে হঠাৎ ঝিলিক মেরে ওঠে
ধারালো ছুরির মতো উন্মত্ত অশনি;
তার ঔজ্জ্বল্যে ধাঁধিয়ে যায়
আমার দু'চোখ, আমি আর
দেখতে পাইনে কিছু
এক তাল খা খা অন্ধকার ছাড়া ।

শরীরখোদক
সাজ্জাদুর রহমান

অনর্গল পুড়িয়ে দিচ্ছে শরীরখোদক চোখ
লবনাক্ত দস্যুতার ঘৃণিত প্রেষণে
কঙ্কালজীর্ণ রাজমঞ্চে ঢেলে দিচ্ছে
পুঁজ-রক্তের ইলাস্ট্রেশন
অথচ কথা ছিলো মানুষ মানে হৃদয়ের ভেতর মৃত্যুকালীন চোখ,
ভালোবাসার কথাটাই বলবে ।

পৃথিবীর সব নৈর্ব্যক্তিক জানালায়
লতিয়ে থাকবে সূর্যালোক নৈবেদ্য
তারও পেছনে জমাট শিহরণ উড়াল ছন্দে লিখে যাবে
পাখি-শঙ্খের প্রেমের কবিতা ।



উপলব্ধি
চন্দনকৃষ্ণ পাল

পরিচিত মুখগুলি বিষণ্ন বিকেল হয়ে গেলে
গাঢ় মেঘ জমে যায় বুকের ভেতর
মাঝে মাঝে বজ্রপাত,
চমকে যাওয়া মতো ঘটনাও ঘটে যায় হঠাৎ করেই ।

তারপরও স্থির রাখি এই ভূ-মন্ডল
ভেবে নেই আমারই তো সব
বেহায়ার মতো আমি খোঁজ নেই ভালো মন্দের
প্রতিপক্ষ মনে মনে হাসে, ভাবে
ঘোল খাওয়ার পরও আমি ঠিকঠাক বুঝিনি কিছুই!

সত্যি আমি বুঝতে চাইনি বলেই
আরো কিছু সবুজের চাষবাস করি
ভাবি পরিবেশ ভালো হোক
অকাল বর্ষণ ভালো নয়, ভালো নয় খরার দাপট
নষ্ট সময় থেকে ফিরে এলে
যে টুকু শান্তি পাবো তার ভাগীদার হবে তুমিও
তোমার হাসিও হবে নির্ভেজাল-

এই বোধ মনে রেখে চাষ করি প্রিয় সবুজের,
ক্যানভাসে রেখে যাই তুলির আঁচড় ।

নতুন বছরের প্রথম দিবস
রানা জামান

গভীর রাত্রিরে ঠিক বারোটায় আতসবাজির
কাবাডি খেলার মচ্ছব
বাকিটা তিমিরে মগজে দৌড়েছে বিরামবিহীন
খরগোশ আর কচ্ছপ

সকালে তাকিয়ে আছি থেমে থাকা ফ্যানে
দৃষ্টিতে আসে না কিচ্ছু
নতুন বছরে প্রথম সকালে আমিত্ব কেমন
শৃগাল অথবা বিচ্ছু?

গেলো বছরের প্রথম দিবসে এমনই ক্ষণে
ছিলো কি কিছুটা ভিন্ন
স্মৃতির কব্বরে শাবল চালিয়ে ডায়রিটা খুলে
দেখি পাতাটা যে ছিন্ন

এবার তাকাই সামনে চেটেচেটে শেষ ডিসেম্বরে
হিজিবিজি শুধু অথৈ
হাল ছেড়ে দিয়ে পাথারে সাঁতার কেদোজল খেয়ে
এমন বান্দা তো নই!

কল্পনার ঘোড়া দুয়ারে দাঁড়ানো উঠে যাবো দ্রুত
আছি জীবনের রেসে
পাহাড়ের পানি গড়িয়ে সাগরে যেতে থাকে নিত্য
রবো নাতো তাতে ভেসে ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549



বিপিএলে ভালো করলে বিশ্বকাপে সুযোগ

স্পোর্টস ডেস্ক: বিসিবির নির্বাচকদের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ডিসেম্বরে। এরপর তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। পরবর্তী বোর্ড সভায় হয়তো নির্বাচকদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। এরই মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে নির্বাচকদের।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) এবং সামনে কয়েকটি সিরিজ দেখে বিশ্বকাপের দল সাজাবেন নির্বাচকরা। তার আগে প্রায় দেড় মাসের টুর্নামেন্ট বিপিএলে উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দেখার অপেক্ষায় প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু।

শনিবার (১৪ জানুয়ারী) বিওএতে বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচক বলেন, 'বিপিএলের গত আসরে তিন ভেন্যুতেই উইকেট ভালো ছিল। অনেক রান হয়েছে। আমরা চাই উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ। মাঠের দায়িত্বে যারা আছেন তারা চেষ্টা করছেন। এবারও ভালো উইকেট হবে। আমরা বিপিএলটা দেখব। এ বছর অনেক ম্যাচ। ব্যাপআপ খেলোয়াড় দরকার। বেশকিছু সিরিজও রয়েছে। ক্রিকেটারদের দেখার সুযোগ হবে।' তিনি বলেন, 'এখন প্রতিটি দলেরই টানা খেলা রয়েছে। আমাদেরও সেভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। ইনজুরির কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হয়।'

নির্বাচক হাবিবুল বাশার বলেন, 'আশা করি, যারা উপরের দিকে ব্যাটিং করে, ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের সেভাবেই ব্যাটিং দেবে। বেশি সময় ধরে ব্যাটিং করা দরকার। ১০ ওভার পর ব্যাটিং করতে এসে তেমন সময় থাকে না। আমরা বিপিএলে ফোকাস করছি।'

তিনি বলেন, 'আমাদের টি ২০ দল ভালো খেলছে। কিছু জায়গা পূরণ করা বাকি। মিডল অর্ডার ও ওপেনিংয়ে আমাদের এমন ব্যাটার নেই, যে প্রত্যাশা অনুযায়ী বড় স্কোর করতে পারে। একজন অলরাউন্ডার খুঁজছি। আমরা চাই ম্যাচ উইনিং বোলার।'

এ বছর বিপিএলে সাত দলের ছয় দলই স্থানীয় কোচ নিয়েছে। স্থানীয়দের প্রতি আস্থা রাখায় সামনে আরও বড় কিছু হবে বলে ধারণা নির্বাচকদের। জাতীয় দলেও হয়তো স্থানীয় কোচদের নিয়মিত দেখা যাবে।



ফুটবলেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারল ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক: গত বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে শিরোপা উৎসব করেছিল অস্ট্রেলিয়া। নতুন বছরের শুরুতে ফুটবলেও অসি-দুঃখ ঘুচল না ভারতের। শনিবার (১৩ জানুয়ারী) কাতারের আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়ামে ভারতকে ২-০ গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপ অভিযান শুরু করেছে ফিফা র‍্যাংকিংয়ের ২৫ নম্বর দল অস্ট্রেলিয়া। শক্তিতে অনেক এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমার্ধে আটকে রাখতে পারলেও শেষ রক্ষা হয়নি র‍্যাংকিংয়ে ১০২ নম্বরে থাকা ভারতের।

দ্বিতীয়ার্ধে জ্যাকসন আরভিন ও জর্ডান বোসের গোলে জয়ের হাসিতে মাঠ ছাড়ে অসিরা। টুর্নামেন্টে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি ভারত এরআগে দুবার এশিয়ান কাপে খেলেছে। দুবারই তারা বিদায় নেয় গ্রুপপর্ব থেকে।

এদিকে শুক্রবার রাতে আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে লেবাননকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করেছে স্বাগতিক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কাতার। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালের ভেন্যু লুসাইল স্টেডিয়ামে কাতারের দাপুটে জয়ে জোড়া গোল করেন আকরাম আফিফ।

শিশুদের জন্য হাতখুলে ব্যয় করেন এমবাপ্পে

স্পোর্টস ডেস্ক: সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি 'ইনস্পায়ার্ড বাই কেএম' নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে ফরাসি তারকা নিজের প্রাপ্ত আয়ের ৩০ শতাংশ ব্যয় করেন। শেখা, বোঝা, ভাগাভাগি করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া এই চারটি মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানটি।

দাতব্য এই প্রতিষ্ঠানে ৯ থেকে ১৬ বছর বয়সী ৪৯ জন ছেলে এবং ৪৯ জন মেয়েকে ভাষা, সাংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ অনেক কিছু শেখানো হয়।

'ইনস্পায়ার্ড বাই কেএম' প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরুর প্রসঙ্গে এমবাপ্পের মা ফাইজা লামারি সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'আমি এমবাপ্পেকে বলেছি, তোমার লভাংশের ৩০ শতাংশের নিচে দিলে আমি কাজ বন্ধ করে দেব, এরপর সবাই যা করে, আমিও তাই করব। ছুটি

ব্রাজিলের কিংবদন্তি কোচ পেরেইরা ক্যানসারে আক্রান্ত



স্পোর্টস ডেস্ক: মারিও জাগালোকে হারানোর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ব্রাজিল। এরমধ্যে আরেক দুঃসংবাদ। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি কোচ কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা। হজকিনস লিম্ফোমা নামের এক ধরনের ব্লাড ক্যানসার বাসা বেঁধেছে ১৯৯৪ সালে ব্রাজিলকে চতুর্থ বিশ্বকাপ জেতানো পেরেইরার শরীরে। গত ১২ জানুয়ারী শুক্রবার তার পরিবারের পক্ষ থেকে খবরটি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে গত চার মাস ধরে কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে ৮০ বছর বয়সি পেরেইরাকে। স্বস্তির বিষয় হলো, নিয়মিত চিকিৎসায় বেশ ভালোভাবে সাড়া দিচ্ছে তার শরীর। কঠিন এই সময়ে পাশে থাকা ও শুভকামনা জানানো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে পেরেইরার পরিবার।

২০১০ সালে কোচিং থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরে যাওয়া পেরেইরা তিন দফায় বাজিল জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের পাশাপাশি তার কোচিংয়ে ২০০৪ কোপা আমেরিকা ও ২০০৫ কনফেডারেশন্স কাপ জেতে ব্রাজিল। এছাড়া ঘানা, সৌদি আরব, কুয়েত ও দক্ষিণ আফ্রিকারও কোচ ছিলেন পেরেইরা।

সাকিব এমপি নাকি মন্ত্রী এটা আমার কাছে মুখ্য নয়: সালাউদ্দিন

স্পোর্টস ডেস্ক: সাকিব আল হাসানের এখন দুটো পরিচয়। জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের সঙ্গে এখন তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য। তবে পরিচয় বাড়লেও ছোটবেলার কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের কাছে সাকিব থাকবেন আগের মতোই। দেশের ক্রিকেটে সালাউদ্দিন সাকিবের গুরু নামে পরিচিত অনেক জায়গায়। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের রসায়নও দারুণ। সালাউদ্দিনের অধীনেই নিজেকে পোক্ত করে তুলেছেন সাকিব। জাতীয় দলে এসে ক্রমে দেশের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার পরও সমস্যায় পড়লেই সালাউদ্দিনের কাছেই ছুটে যান সাকিব। সেই সাকিব এখন সংসদ সদস্য, যোগ দিয়েছেন প্রত্যক্ষ্য রাজনীতিতে। তবে রাজ-নীতিতে আগ্রহ না থাকা সালাউদ্দিনের মতে সাকিব প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেও তার সঙ্গে সাকিবের সম্পর্ক আগের মতোই থাকবে। এ প্রসঙ্গে বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের এই কোচ বলেন, 'এমনিতে রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কেউ যদি এমপি, প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যায়, আমার কাছে কখনও তা আগ্রহের নয়।



সে আমার কাছে যে মানুষটা আমি মনে করি, সাকিব আমার কাছে সেই মানুষই থাকবে। সে এমপি নাকি মন্ত্রী, এটা আমার কাছে মুখ্য নয়। আমার সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেটা সেভাবেই থাকবে। বাকিটা নিয়ে আমার আসলে কোনো ধরনের আগ্রহ নেই।' এবার বেশি-রভাগই দলই প্রস্তুতির জন্য মিরপুরের বাইরে কোনো মাঠকে বেছে নিয়েছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লাও অনুশীলনের করছে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সাকিব মাসকো ক্রিকেট একাডেমিতে। এ নিয়ে কুমিল্লার কোচ সালাউদ্দিন বলেন বলেন, 'মিরপুরে আগে যখন আরও বেশি উইকেট ছিল, তখনও মাছ বাজারের মতো লাগতো। একসঙ্গে অনেক দল যখন মাঠে চলে আসত। এখন জায়গা আরও অনেক ছোটো হয়ে গেছে। ফলে এখনও সাতটি দল আসলে অনুশীলন করার অবস্থা থাকবে না।' তিনি আরও বলেন, 'সব দলই যার যার মতো বেছে নিয়েছে। অন্য দল হয়ত আরেকটা বেছে নিয়েছে। এখানে যেহেতু আমি থাকি, একটু সুবিধা পেতেই পারি। জায়গা ওভাবে ব্যবহার করতে পারি। একারণেই এখানে আসা।'

বিসিবির ইতিহাসের সেরা সভাপতি হব: সাকিব

খেলার মাঠে নৈপুণ্য ছড়িয়ে এবার রাজনীতিতে পা রাখলেন সাকিব আল হাসান। নির্বাচিত হলেন নিজ এলাকার এমপি। এবার কি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) পরিচালনায় নজর সাকিবের? চলমান গুঞ্জনের মধ্যেই প্রকাশিত হলো সাকিবের এক সাক্ষাৎকার। যেখানে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার বলেছেন, 'সুযোগ পেলে ইতিহাসের সেরা বিসিবি সভাপতি হব।'

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মাগুরা-২ আসন থেকে জয়যুক্ত হয়েছেন সাকিব আল হাসান। এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতি কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে নির্বাচিত হয়ে পেয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব। এতে গুঞ্জন উঠেছে, বিসিবির দায়িত্ব ছাড়তে পারেন পাপন। যোগ্যতার ভিত্তিতে বিসিবির নতুন সভাপতি হতে পারেন সাকিব। গত ১৪ জানুয়ারী শুক্রবার আবুধাবি টি-টেন লীগের দল বাংলা টাইগার্স বাংলাদেশ অধিনায়কের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। সেখানে সাকিব বলেন, 'বিসিবি সভাপতি হতে পারলে ভালোই লাগবে। বাকিটা জানি না।

কখনো যদি এই সুযোগ আসে আমি হাতছাড়া করব না।'

সাকিব বলেন, '(বর্তমান সভাপতি নাজমুল হাসান) পাপন ভাই এতদিনে অনেক কিছু করে ফেলেছেন। তার এই অর্জনকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি সভাপতি হই, তখন বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা বিসিবি সভাপতি হব।'

সাকিব বলেন, 'এটা আমার বিশ্বাস। (সভাপতিত্ব) পাই, না পাই সেটা পরের কথা। চিন্তাই যদি না থাকে সেরা হওয়ার, সেরা কাজটা কীভাবে করব?'

বাংলা টাইগার্সের ফেসবুক পেজটি ঘুরলে বোঝা যাবে, সাকিবের সাক্ষাৎকারটি গত বছরের। ডিসেম্বরের শেষে আবুধাবি টি-টেন লীগে গিয়ে নিজের নির্বাচনী যাত্রা নিয়ে বাংলা টাইগার্সের সঙ্গে বড় সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সাকিব। তারই একটা অংশ এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করলো ফ্রাঞ্চাইজিটি।

সাকিবের সঙ্গে মাশরাফি বিন মুর্তজাকেও বিসিবির পরবর্তী সভাপতি হিসেবে দেখছেন অনেকে। তবে আইসিসির গাইডলাইন অনুযায়ী বোর্ডের সভাপতিকে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। আর বোর্ড সভাপতি পদে প্রার্থিতা করতে হলে শুরুতে তাকে বোর্ডের পরিচালক হতে হবে। অর্থাৎ, ক্রিকেট ছেড়ে পরিচালক হওয়া ছাড়া সভাপতিত্ব করতে পারবেন না সাকিব-মাশরাফি। সে বিষয়টি জানিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট পাপনও। সম্প্রতি বিসিবির দায়িত্ব ছাড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, আইসিসির (নির্ধারিত সভাপতির) মেয়াদটা শেষ হয়ে গেলে তখন একটা চিন্তা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এখন যারা বোর্ডের পরিচালক আছে তাদের থেকেই পরবর্তী সভাপতি হতে হবে। মানে বাইরে থেকে কারো আসার সুযোগ নেই।'

জ্যামাইকায় নতুন সুপার মার্কেট ‘মার্কেট ফ্রেশ’ উদ্বোধন















নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউতে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন সুপার মার্কেট ‘মার্কেট ফ্রেশ’। ১৪৯-১৯ হিলসাইড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত মার্কেটটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। শুক্রবার (১২ জানুয়ারী) বাদ জুমা আয়োজিত দোয়া মাহফিলে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ অর্ধ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য কমিউনিটির ক্রেতারা উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ’র।

দোয়া পর্বের শুরুতে নতুন প্রজন্মের আদনানের পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন মার্কেটটির কর্ণধার, বিশিষ্ট রাজনীতিক ইলিয়াস খান। এছাড়াও কমিউনিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও জাকির এইচ চৌধুরী। এময় মার্কেটটির অপর কর্ণধার ভুলু ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলের প্রথম পর্বে দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম আব্দুল মুকিত এবং দ্বিতীয় পর্বে দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল। উল্লেখ্য, জ্যামাইকার কাওরানবাজার সুপার মার্কেটের কর্ণধার ইলিয়াস খান ও ভুলু ‘মার্কেট ফ্রেশ’-এরও কর্ণধার।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইলিয়াস খান বার্তা সংস্থা ইউএনএ’র সাথে আলাপকালে বলেন, কাওরান বাজার সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় শাখায় ডাকাতি হওয়ার পর মার্কেটটি দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু আমাদের গ্রাহক সহ জ্যামাইকাবাসীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা ‘মার্কেট ফ্রেস’ নামে সপরিসর আকারে মার্কেটটি চালুর সিদ্ধান্ত নেই। নিউইয়র্কের শরিয়া বোর্ড অনুমোদিত হালার মাংস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই এই মার্কেটে পাওয়া যাবে। বলা যায় এটি একটি ‘ওয়ান স্টপ’ সাপর মার্কেট, যেখানে এক ছাতার নীচে সবকিছুই পাওয়া যাবে। তিনি জানান মার্কেটটির উদ্বোধনী দিনে গ্রাহকদের জন্য ‘মেগা সেল’ ছাড়াও আগামীতে বিশেষ সেল থাকবে ‘মার্কেট ফ্রেশ’।



নতুন মন্ত্রিসভার যাত্রা শুরু

বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নিলেন প্রধানমন্ত্রী, ২৫ মন্ত্রী ও ১১ প্রতিমন্ত্রী





ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী আওয়ামী লীগ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মোট ৩৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারী) সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনের দরবার হলে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিল আওয়ামী লীগ। নতুন মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্র পরিচালনায় এবার তার সঙ্গী হলেন ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। গতকাল পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রী হিসাবে কাউকে রাখা হয়নি। নতুন মন্ত্রিসভার যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে আগের মন্ত্রিসভার বিলুপ্তি ঘটেছে।

শেখ হাসিনা তার নতুন মন্ত্রিসভা সাজিয়েছেন ১৪ নতুন মুখ নিয়ে। তাদের মধ্যে পাঁচজনের এর আগে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা আছে। সদ্য বিদায়ি মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে আগের মন্ত্রণালয়েই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দপ্তর পরিবর্তন করা হয়েছে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর। আগের মন্ত্রিসভার এক প্রতিমন্ত্রী এবং এক উপমন্ত্রী এবার পদোন্নতি পেয়ে পূর্ণ মন্ত্রী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মন্ত্রিসভায় আছেন আরও তিনজন নারী সদস্য। এর মধ্যে একজন পূর্ণমন্ত্রী এবং দুজন প্রতিমন্ত্রী।

শপথ নিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এরপর তারা দরবার হলে প্রবেশ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ সভাপতির সঙ্গে ছিলেন তার ছোট বোন শেখ রেহানা। অফহোয়াইট শাড়ি পরিহিত শেখ হাসিনাকে দরবার হলে আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। প্রশস্ত হলটি আমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড় যেন উপচে পড়ছিল। সন্ধ্যা ৭টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বঙ্গভবনের দরবার হলে মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে সরকারপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন ও গোপনীয়তার শপথ নেন। প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি তাকে অভিনন্দন জানান।

এরপর শপথ গ্রহণের জন্য ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ প্রতিমন্ত্রীকে দুই ধাপে শপথ মঞ্চে আহ্বান করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি। সবাই শপথ নেওয়ার পর শপথ বইয়ে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সারেন।

শপথ নেওয়া পূর্ণ মন্ত্রীরা হলেন- আ ক ম মোজাম্মেল হক, ওবায়দুল কাদের, আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আনিসুল হক, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, আসাদুজ্জামান খান, তাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ ফারুক খান, মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, দীপু মনি, সাধন চন্দ্র মজুমদার, আবদুস সালাম, ফরিদুল হক খান, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আবদুর রহমান, আবদুস শহীদ, ইয়াফেস ওসমান (টেকনোক্র্যাট), সামন্ত লাল সেন (টেকনোক্র্যাট), জিল্লুল হাকিম, ফরহাদ হোসেন, নাজমুল হাসান, সাবের হোসেন চৌধুরী ও মহিবুল হাসান চৌধুরী।

শপথ নেওয়া নতুন প্রতিমন্ত্রীরা হলেন- নসরুল হামিদ, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, জুনাইদ আহমেদ পলক, জাহিদ ফারুক, সিমিন হোসেন রিমি, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মহিববুর রহমান, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, শফিকুর রহমান চৌধুরী, রুমানা আলী ও আহসানুল ইসলাম।

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতে সরকারপ্রধানের এক পাশে ছিলেন শেখ রেহানা এবং অন্যপাশে রাষ্ট্রপতির স্ত্রী রেবেকা সুলতানা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর চাচা শেখ কবীর হোসেন, চাচাতো ভাই শেখ হেলাল।

এ ছাড়া জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী অতিথি সারিতে ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানে সংসদ-সদস্য, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনে প্রায় ১ হাজার ৪০০ অতিথিকে দাওয়াত করা হয়। শপথ অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গভবনের মাঠে চা চক্রে যোগ দেন সবাই। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে কথা বলেন। নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ায় ২০১৮ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত পুরনো সরকারের দায়িত্ব শেষ হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুরু হলো আওয়ামী লীগের নতুন সরকারের যাত্রা।

গত ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ২২২টি আসনে জয়লাভ করে। জাতীয় পার্টি ১১টি আসনে, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২টি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের শরিক দল-ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) একটি করে আসন পেয়েছে। নির্বাচনে একটি আসনে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি।

বুধবার ২৯৮ জন সংসদ-সদস্য স্পিকারের কাছ থেকে শপথ নেন। সেদিনই আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা নির্বাচিত করা হয়। শেখ হাসিনা বুধবার বিকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে টানা চতুর্থ মেয়াদে তাকে সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮



নিউইয়র্ক: কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্রঙ্কস কমিউনিটি কাউন্সিল থেকে সম্মাণনা পেলেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন

মার্কিন নৌযান ও যুদ্ধজাহাজে পালটা হামলার হুঁশিয়ারি হুথিদের

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ জানুয়ারি : জাতিসংঘের অনুরোধ উপেক্ষা করে ইয়েমেনে আবারও হুথি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনারা।

শনিবার ভোরে (স্থানীয় সময়) দেশটির রাজধানী সানায় এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ সংস্থা এপি।

এদিকে মার্কিন হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হবে জানিয়ে হুথি বিদ্রোহীরা জানিয়েছে, লোহিত সাগরে আমেরিকার নৌযান ও যুদ্ধজাহাজে হামলা চালাবে তারা।

হুথি আনসারুল্লাহ আন্দোলনের তথ্য বিভাগের প্রধান নাসির উদ্দিন আমের বলেন, ইয়েমেনের বিভিন্ন স্থাপনা ও অবকাঠামো লক্ষ্য করে আমেরিকা এবং ব্রিটেন যে হামলা চালিয়েছে তা সফল হয়নি। এই আগ্রাসনের মাধ্যমে আমেরিকা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের শক্তি ও বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেছি এবং ইসরাইলি ও মার্কিন জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করার ক্ষমতা আমাদের আছে।

তিনি ইয়েমেনের পক্ষ থেকে আবারো জোর দিয়ে বলেন, লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে না। তবে আমরা মার্কিন আগ্রাসনের জবাবে জল ও স্থল থেকে মার্কিন নৌযান ও যুদ্ধজাহাজকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করব।

হুথির এ কর্মকর্তা জোরালো ভাষায় বলেন, ইহুদিবাদী ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই আমেরিকা ইয়েমেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করেছে তবে এই আগ্রাসনে ইয়ামেনের সামরিক বাহিনী মোটেই বিস্মিত হয়নি।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, শনিবার হুথিদের একটি রাডার সুবিধাকে লক্ষ্য করে তোমাহক ল্যান্ড অ্যাটাক মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। হামলাটি চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কার্নি।

এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় চালানো হামলার পরিধি কম ছিল। যুক্তরাষ্ট্র দুই দফা হামলায় ২৮টি বিভিন্ন হুথি নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

হুথিদের মতে, হামলাটি ৬০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। প্রাথমিক হামলায় পাঁচজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছে। মার্কিন সামরিক ও হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, হুথিরা পালটা হামলা চালানোর চেষ্টা করবে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্‌স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ক্রটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ./ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

কে কোন মন্ত্রণালয় পেলেন



ঢাকা ডেস্ক: মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্র পরিচালনায় এবার তার সঙ্গী হয়েছেন ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে ১৪ জন নতুন মুখ। প্রধানমন্ত্রী তার নিজের কাছে রেখেছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

এছাড়া আ ক ম মোজাম্মেল হককে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ওবায়দুল কাদেরকে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে অর্থ মন্ত্রণালয়, আনিসুল হককে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনকে শিল্প মন্ত্রণালয়, আসাদুজ্জামান খানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মো. তাজুল ইসলামকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মুহাম্মদ ফারুক খানকে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মোহাম্মদ হাছান মাহ্মুদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডা. দীপু মনিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সাধন চন্দ্র মজুমদারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়, আব্দুস সালামকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মো. ফরিদুল হক খানকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নারায়ণ চন্দ্র চন্দকে ভূমি মন্ত্রণালয়, জাহাঙ্গীর কবির নানককে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, মো. আবদুর রহমানকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মো. আব্দুস শহীদকে কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থপতি ইয়াফেস ওসমানকে (টেকনোক্র্যাট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডা. সামন্ত লাল সেনকে (টেকনোক্র্যাট) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মো. জিল্লুল হাকিমকে রেলপথ মন্ত্রণালয়, ফরহাদ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, নাজমুল হাসানকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সাবের হোসেন চৌধুরীকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মহিবুল হাসান চৌধুরীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ১১ প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে নসরুল হামিদকে বিদ্যুৎ বিভাগ, খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরীকে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, জুনাইদ আহ্মেদ পলককে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জাহিদ ফারুককে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সিমিন হোসেন রিমিকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিববুর রহমানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, শফিকুর রহমান চৌধুরীকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রুমানা আলীকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আহসানুল ইসলাম টিটুকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আগের ঠিকানায় ১৫ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী

এদিকে নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় পাওয়া আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা আ ক ম মোজাম্মেল হক বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় মেয়াদে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তিনি রয়েছেন আগের ঠিকানায় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে। আ ক ম মোজাম্মেল হকসহ ১৫ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী আগের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। এর মধ্যে পদোন্নতি হয়েছে তিনজনের।

আগের ঠিকানায় থাকা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা হলেন- ওবায়দুল কাদের (সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়), আনিসুল হক (আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়), নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন (শিল্প মন্ত্রণালয়), আসাদুজ্জামান খান (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), মো. তাজুল ইসলাম (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), সাধন চন্দ্র মজুমদার (খাদ্য মন্ত্রণালয়), মো. ফরিদুল হক খান (ধর্ম মন্ত্রণালয়), স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়), ফরহাদ হোসেন (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়), মহিবুল হাসান চৌধুরী (শিক্ষা মন্ত্রণালয়), নসরুল হামিদ (বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়), খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়), জুনাইদ আহমেদ পলক (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) এবং জাহিদ ফারুক (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়)। এর মধ্যে আগের মন্ত্রিসভা থেকে পদোন্নতি পেয়ে মন্ত্রী হয়েছেন মহিবুল হাসান চৌধুরী। তিনি শিক্ষা উপমন্ত্রী ছিলেন। জনপ্রশাসনমন্ত্রী হয়েছেন ফরহাদ হোসেন। তিনি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। আরেকজন হলেন- ধর্মমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান, তিনি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লেয়ার, চালান, টিটি কুকরী ও রাজা মোরগ, বাচ্চা হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, প্রিন্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহুর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

অনুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইতিহাস গড়লেন শেখ হাসিনা

টানা চতুর্থবারসহ পাঁচবার প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ * বিশ্বে দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন নারী সরকার প্রধান



ঢাকা ডেস্ক: বিশ্ব রাজনীতিতে ইতিহাস গড়লেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। টানা চতুর্থবার এবং মোট পাঁচবার প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিয়ে তিনি এ অনন্য নজির স্থাপন করলেন। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন শেখ হাসিনা। এর আগে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ মেয়াদে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিশ্বে শেখ হাসিনা দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন নারী সরকারপ্রধান। এরই মধ্যে তিনি চার মেয়াদে ২০ বছর সরকারপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আগামী পাঁচ বছরের দায়িত্ব পালনের জন্য বৃহস্পতিবার শপথ নেন।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বকে 'হার্ড পাওয়ার' হিসাবে বর্ণনা করেছে টাইম ম্যাগাজিন, বিবিসির ভাষায় সেটা 'ওয়ান উইমেন শো'। আমেরিকান সাময়িকী ফোর্বসের করা বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় ৪৬তম স্থানে নাম আসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। ২০২২ সালে তার অবস্থান ছিল ৪২ নম্বরে।

বিশ্বজুড়ে রাজনীতি, মানবসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, গণমাধ্যম, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসা প্রভাবশালী নারীদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে বেছে নিয়ে গত মাসে এই তালিকা প্রকাশ করে ফোর্বস। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন শেখ হাসিনা। নিজের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি চার মেয়াদে ২০ বছর সরকারপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বৃহস্পতিবার শুরু হলো পঞ্চম ধাপের যাত্রা। চলতি সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলেছে, এক সময় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অগ্রসারির এই সৈনিক বিরোধীদের সঙ্গে যুগপৎভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পরিবারের সদস্যরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হন। সে সময় ইউরোপে অবস্থানের কারণে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক শেখ হাসিনা রাজনীতিতে যুক্ত হন ছাত্রজীবনেই। ১৯৭৫ সালের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর দিল্লিতে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন ১৯৮১ সালে। ওই বছরই তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সামরিক শাসক এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৬ সালে প্রথম সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। সর্বশেষ ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৮ম বারের মতো সংসদ-সদস্য নির্বাচত হয়েছেন শেখ হাসিনা।

১৯৯৬ সালের ১২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে প্রথমবার বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এরপর ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও সর্বশেষ এ বছর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন শেখ হাসিনা।

দেড় দশকে অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনের আগে দলীয় ইশতেহার ঘোষণার সময় এই স্বপ্ন দেখান তিনি। এবার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে যাত্রা শুরু করলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা।

২০০৭ সালে সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হয় শেখ হাসিনাকে। 'মাইনাস টু' ফর্মুলায় রাজনীতি থেকে তাকে বাদ দেওয়ার সেই চেষ্টার মধ্যেই দৃঢ় মনোবল নিয়ে তিনি সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেন। তারপর থেকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে অবিরাম গতিতে ছুটছেন শেখ হাসিনা।

২০২০ সালের মার্চে করোনাভাইরাস মহামারির ধাক্কা লাগে অর্থনীতিতে। শক্ত হাতে বৈশ্বিক এই ধাক্কা কাটিয়ে যখন অর্থনীতিকে স্বস্তির জায়গায় আনেন, ঠিক সেই সময় শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে সংকটে ফেলে দেয়।

রিজার্ভ কমতে থাকে, অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শুরু করে সরকার পতনের একদফার আন্দোলন। নানা ইস্যু সামনে এনে যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের মিত্ররা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পাশে দাঁড়ায়। এ অবস্থার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যেখানে আবারও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আওয়ামী লীগ।

এবারের নির্বাচনি ইশতেহারেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। দেশ থেকে অর্থপাচারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে ঘুস-দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয় রোধ, ঋণ-কর-বিলখেলাপিদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং অবৈধ অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

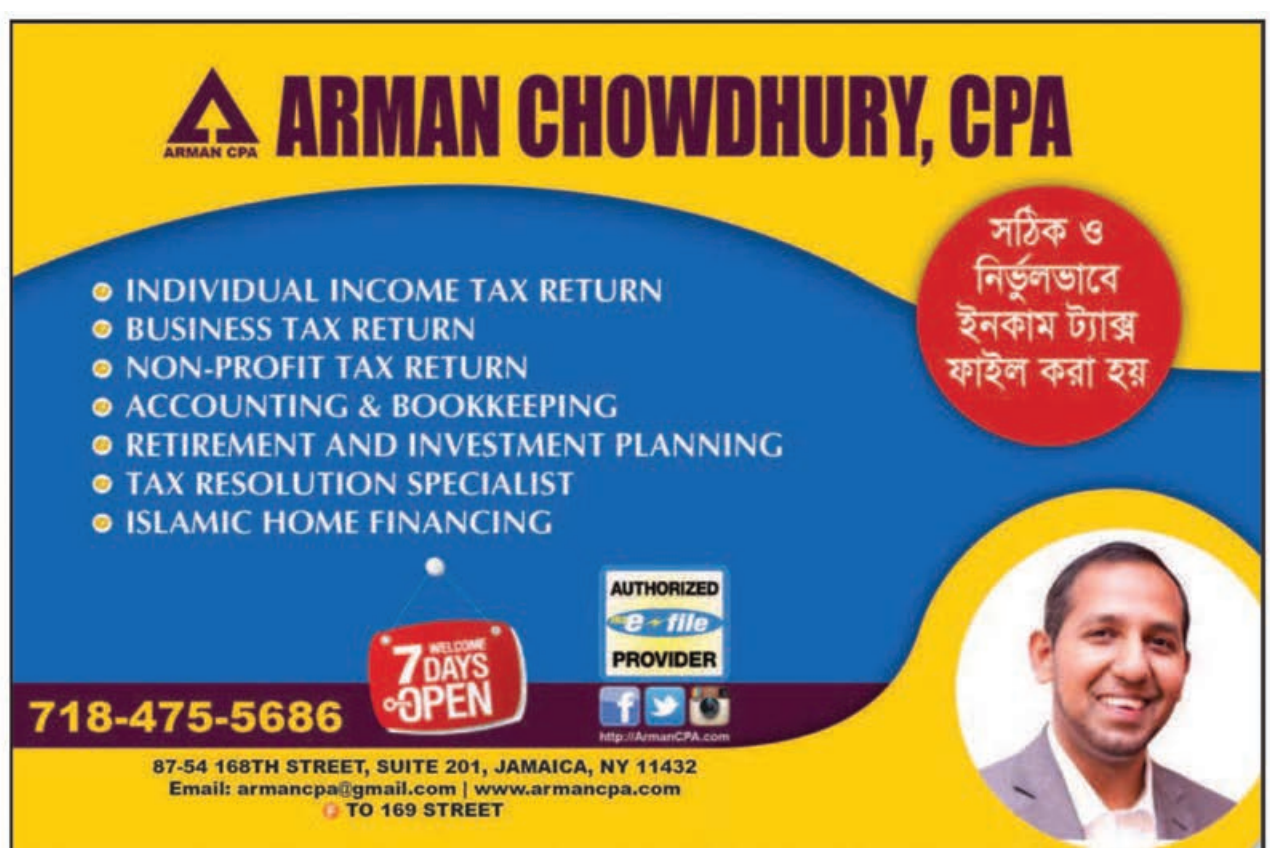
হুঁশিয়ারির পাশাপাশি এবারের নির্বাচনে ইশতেহারেও আওয়ামী লীগ গুরুত্ব দিয়েছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর; ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা গড়ার কথা বলেছে দলটি। শেখ হাসিনা আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবেন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর দেশবাসীকে বিদেশি তথাকথিত প্রভুদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তিনি। বলেছেন, তাদের (বিদেশি) কথা শুনে চললে বাংলাদেশ আর এগোবে না।

শেখ হাসিনা ছাড়াও বিশ্বের আরও যেসব নেতা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন আছেন, তাদের নিয়ে গত বছরের মাঝামাঝিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক স্বাধীন, নির্দলীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিবিষয়ক থিংক ট্যাংক লোই ইনস্টিটিউট। সেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের নাম রয়েছে। ৭০ বছর বয়সি হুন সেন কম্বোডিয়ার ক্ষমতায় ছিলেন ৩৮ বছর। গত বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয় পেয়ে ছেলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার এই তালিকায় আরও রয়েছে ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়াহ, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, গিনির প্রেসিডেন্ট তেওডোরো ওবিয়াং এনগুয়েমা এমবাসোগো, ক্যামেরুনের পল বিয়া, উগান্ডার ইওওয়েরি মুসেভেনি এবং আফ্রিকার কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডেনিস সাসু এনগুয়েসো।

ইরিত্রিয়ার ইসাইয়াস আফওয়ারকি এবং রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে এ তালিকায় রয়েছেন। আরও রয়েছেন পূর্ব ইউরোপের দেশ বেলারুশের আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমান এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি। তবে সবাইকে ছাপিয়ে দেশ শাসনে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন শেখ হাসিনা। তার একটাই কারণ বাংলাদেশকে তিনি উন্নয়নের রোড মডেলে পরিণত করেছেন, যা দেখে বিস্মিত গোটা বিশ্ব।





প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদঃ ইসলাম কী বলে?

(শেষের পাতার পর)

বিচ্ছেদের রায় দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হবে না। অনুরূপভাবে ধর্মনিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থার অধীনে কোন মুসলিম বিচারক যদি বিচ্ছেদের রায় দেন এবং তা সনাতন ও স্বীকৃত ইসলামি আইন অনুসারে না হয়ে থাকে তাহলেও সেই রায় শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হবে না। এবার চাইল্ড ক্রেডিট ছাড়িয়ে যাবে ১১ হাজার ডলার।

উল্লিখিত দুটি পরিস্থিতিতেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইসলামি দৃষ্টিকোণে পূর্বের মতো বহাল ও বৈধ থাকবে। তবে পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের কোন মুসলিম বিচারক যদি কোনো মুসলিম দম্পতির পারিবারিক মামলা নিষ্পত্তির সময় পুরোপুরি ইসলামি আইনের ধারা অনুযায়ী তদন্ত ও ফয়সালা করেন এবং বিচ্ছেদের রায় দেন তাহলে বিচারকের রায়ের ভিত্তিতেই উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এমনকি স্বামী তালাক না দিলেও ইসলামি আইন অনুসারে তাদের সাংসারিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

এছাড়া এসব অঞ্চলের স্থানীয় পঞ্চায়েত বা সমাজ যদি বিজ্ঞ আলেম সমন্বয়ে গঠিত হয় কিংবা কোন এলাকার মানুষজন যদি মুসলিম পারিবারিক সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য দক্ষ অভিজ্ঞ আলেমদের স্মরণাপন্ন হয় এবং মসজিদে, মাদ্রাসায় বা অন্য কোথাও অস্থায়ী আদালতের ঘোষণা দিয়ে সেই সমস্যার উপযুক্ত শরঈ সমাধান পেশ করা হয় তাহলে তা (ইসলামি আইন অনুসারে) ইসলামী আদালতের রায়ের মতোই কার্যকর হবে।

আমাদের জানামতে, ইংল্যান্ডসহ বহির্বিশ্বের বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারগুলোতে এভাবে মুসলমানদের নানা রকম ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করা হয় নিয়মিত।

তথ্যসূত্রঃ রদ্দুল মুহতার-৮/১২৬, ফতওয়াযয়ে শামী-৮/২৩, তাবয়ীনুল হাকাইক-৫/১১৮, ফতওয়ায়ে কাসেমীয়া-১৪/১১৪

২৯ জানুয়ারী থেকে ট্যাক্স রিটার্ন

(শেষের পাতার পর)

পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলছেন। ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ এসংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে আইআরএস গত ১০ জানুয়ারী। সেখানে ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল নিয়ম কানুন বলা হয়েছে।

এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে। আইআরএস'র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেক্ট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

অলিম্পিকে 'ইতিহাস' গড়ার অপেক্ষায় সেলিম

(শেষের পাতার পর)

সেলিম হোসেন। যদি তাই হয়, তাহলে সেটি হবে দেশের বক্সিংয়ের জন্য এক অভাবনীয় ঘটনা। একথা খোদ বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলামের। 'সেলিম ওয়াইল্ড কার্ড পেলে দেশের বক্সিংয়ের ইতিহাসে অভাবনীয় ঘটনা ঘটবে,' বলেছেন তিনি।

১৯৭৭ জাকার্তা এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আবদুল হালিম এবং ১৯৮৬ সিউল এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন মোশাররফ হোসেন। কিন্তু অলিম্পিকে আজ পর্যন্ত দেশের কোনো বক্সারের যাওয়া হয়নি। এবার সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বক্সার সেলিম গত বছর হাংঝু এশিয়াডে অল্পের জন্য পদকের লড়াই থেকে ছিটকে যান। ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে পঞ্চম হয়েছিলেন তিনি। সেই ফলাফলেই অলিম্পিকে এই প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে বক্সিং। সেলিম বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হয়ে কঙ্গোতে শান্তিরক্ষী মিশনে রয়েছেন। রাজশাহীর ৩১ বছর বয়সি এই বক্সার সেখানে দায়িত্ব পালনের ফাঁকে বক্সিং রিংয়ে নামার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। কঙ্গোতে বক্সিং রিং নেই। দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া সরঞ্জাম তার সহায়। জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন। এরই মধ্যে সেলিমের জন্য প্যারিস অলিম্পিকের ওয়াইল্ড কার্ডের আবেদন করা হয়েছে বলে জানান মাজহারুল।

তার কথায়, 'সেলিমকে ঘিরে আমরা এই প্রথম অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন দেখছি। এশিয়াডে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তার অলিম্পিক-স্বপ্ন পূরণ করবে বলে আশা করি। বাংলাদেশ থেকে শুধু তার নাম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) কাছে পাঠানো হয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'সে ওয়াইল্ড কার্ড পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলে আমরা সব ঠিক করছি।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়টসঅ্যাপে সেলিম বলেন, 'অলিম্পিকে খেলার আগে অন্তত তিন মাস অনুশীলনের সুযোগ করে দেবেন স্যাররা। তখন থাইল্যান্ডে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে পারব। অলিম্পিকের জন্য যেটুকু সময় পাব, নিজের পুরোটা ঢেলে দিয়ে তৈরি হতে পারব, সেই বিশ্বাস আমার আছে।'





চন্দ্রা রায়ের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে গানে গানে মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা













অপু: নিউইয়র্কের প্রবাসী শিল্পীদের মধ্যে চন্দ্রা রায়ের নাম অন্যতম, শীর্ষ স্থানীয়। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা, একুশে পদক প্রাপ্ত জনপ্রিয় শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়-এর কন্যা। সঙ্গত কারণেই প্রবাসের সঙ্গীতবোদ্ধাদের অভিমত যোগ্য শিল্পীর যোগ্য কন্যা চন্দ্রা রায়। তার একক সঙ্গীত সন্ধ্যা হলো গত ১২ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায়।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার 'আল-আকসা' মিলনায়তনে আয়োজিত একক সঙ্গীত সন্ধ্যানুষ্ঠানটির শিরোনাম ছিল 'বাংলার গায়েন লাইভ ইন নিউইয়র্ক'। হল ভর্তি দর্শকদের আনন্দ উল্লাস আর করতালীতে অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানে চন্দ্রা রায়ের পরিবেশনা ছিল অত্যন্ত মনগ্রাহী এবং প্রানাবন্ত। চন্দ্রার সুরের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের বিমোহিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। উপস্থিত অনেকের তাৎক্ষনিক মন্তব্য শিল্পী একটি স্বার্থক সঙ্গীত সন্ধ্যা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। বছরের প্রারম্ভে এমন একটি অনুষ্ঠান একটি মাইলষ্টন।

অনুষ্ঠান মঞ্চে চন্দ্রা রায়ের বাবা রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, সঙ্গীত একটি সাধনার জিনিস। সাধনা ছাড়া সঙ্গীতকে আপন করে পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগে এই সাধনার খুব অভাব। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নাসির আলী খান পল, ডা. মাসুদুল হাসান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থানায় ছিলেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে শিল্পী চন্দ্রা রায়কে সমর্তন জানাতে প্রবাসের বিপুল সংখ্যক গায়ক-গায়িকা সহ সর্বস্তরের প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'পিংক নয়েজ প্রোডাকশন প্রেজেন্টস'। অনুষ্ঠানটির পাবলিক রিলেশনে ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন প্রবাসের আরেক শিল্পী শামীম সিদ্দিকী।

উল্লেখ্য, একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে চন্দ্রা রায় চ্যানেল আরটিভি আয়োজিত বাংলার গায়েন প্রতিযোগিতায় প্রথম রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এছাড়াও দেশ ও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একাধিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

মানবদেহে নিপাহ ভাইরাসের টিকা পরীক্ষা শুরু

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ জানুয়ারি : যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাসের টিকা (চ্যাডোক্স১ নিপাহ বি) মানবদেহে পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৃহস্পতিবার এ টিকা মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের কথা জানিয়েছে অক্সফোর্ড।

অক্সফোর্ডের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, গত সপ্তাহেই প্রথম এক ব্যক্তি এ টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ওষুধ নির্মাতা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও ভারতের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেরাম ইনস্টিটিউট যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ টিকা তৈরি করেছিল, ঠিক সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ টিকা আবিষ্কার করা হয়েছে। আর এ টিকা উদ্ভাবন করেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যানডেমিক সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট। এখন মানবদেহে পরীক্ষা শুরুর কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন গ্রুপ।

অক্সফোর্ডের প্যানডেমিক সায়েন্সেস ইনস্টিটিউটের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫১ জন রোগীর ওপর এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। তাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। এই টিকা তাদের দেহে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হবে। এরপর এখানে সফল হলে নিপাহ ভাইরাস উপদ্রুত অঞ্চলের রোগীদের ওপর এই টিকা প্রয়োগ করা হবে।

নিপাহ ভাইরাসের টিকার মানবদেহে পরীক্ষার প্রধান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাফিল্ড ডিপার্টমেন্ট অব মেডিসিনের অধ্যাপক ব্রায়ান আংগেস বলেন, 'উচ্চ মৃত্যুহার এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্যের জন্য নিপাহ ভাইরাসকে অতিমারি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। টিকার পরীক্ষাকে এ সমস্যার সমাধানে একটি মাইলস্টোন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর ফলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ করা যেতে পারে। বিশ্বকে ভবিষ্যতের অতিমারি থেকে রক্ষা করতে এ টিকা সহায়তা করতে পারে।'

চিকিৎসক, গবেষক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এ প্রচেষ্টাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে বিশ্বে এখন জলাতঙ্কের পরই ভয়ানক নিপাহ ভাইরাসের স্থান। এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রায় ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তবে জলাতঙ্কের টিকা আছে, নিপাহ ভাইরাসের কোনো টিকা নেই।

১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায় প্রথম নিপাহ ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর এর প্রাদুর্ভাব ধীরে ধীরে বাংলাদেশ, ভারত এবং সিঙ্গাপুরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইই-ডিসিআর) এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে ২০০১ সালে মেহেরপুরে প্রথম নিপাহ ভাইরাস চিহ্নিত হয়। এরপর দুই দশকের বেশি সময় ধরে যতজন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৭১ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে দেশে এ পর্যন্ত ৩৩৯ জন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৪০ জনই মারা গেছেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



সড়ক দুর্ঘটনায় পেনসিলভেনিয়া ও লস এঞ্জেলেসে ২ বাংলাদেশীর মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)

সকাল ১০টার দিকে পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ডেলাওয়ার কাউন্টির ক্রাম লিনে ও-৪৭৬ সাউথ থেকে ইন্টারস্টেট ও-৯৫ নর্থেও র‍্যাম্প এর মুখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী মোটরসাইকেল চালক ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর নিহত হন। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনারদিন সকাল ১০টার দিকে একটি টয়োটা ক্যামরির চালক বাংলাদেশীর মোটরসাইকেলটাকে ধাক্কা মারে। ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর মাত্র বছর দেড়েক পূর্বে আমেরিকায় এসে আস্যালাইম কেসের মাধ্যমে ওর্য়াক পারমিট পাওয়ার পর উবার ইটসে কাজ করছিলেন।

ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর বর্তমানে তিনি আপারডাবীতে বসবাস করতেন। দেশে তার স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে রয়েছেন। এই রিপোর্ট লেখ পর্যন্ত তার মরদেহ পুলিশ হেফাজতে মর্গে রয়েছে। দেশে তার পরিবারের সাথে কথা বলে তাদের ইচ্ছে মোতাবেক মরহুমের লাশ দেশে পাঠানো হবে নাকি এখানেই দফন করা হ সে ব্যাপাওে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার

(শেষের পাতার পর)

(আইসিজে) দক্ষিণ আফ্রিকা যে মামলা করেছে, সেখানে প্রয়োজনীয় নথি ও উপাত্ত দিচ্ছে তুরস্ক।

গত শুক্রবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ইসরায়েলের বিপক্ষে তাঁর দেশের নথি সরবরাহের কথা বলেছেন। ইস্তাম্বুলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এরদোয়ান বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে নথি সরবরাহ চালিয়ে যাবে তাঁর দেশ। এসব নথির বেশির ভাগই ভিডিও বা দৃশ্যমান উপাত্ত (ভিজ্যুয়াল)।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেন, 'আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দোষী সাব্যস্ত হবে ইসরায়েল। জাতিসংঘের শীর্ষ আদালতের বিচারে আমরা বিশ্বাস করি।'

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ এরদোয়ানের মন্তব্যের জবাবে বলেছেন 'আর্মেনীয় গণহত্যার ইতিহাস যাদের অতীত, সেই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এখন ভিত্তিহীন দাবি নিয়ে ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্ত করার গর্ব করে। ইসরায়েল আপনার বব্বর মিত্রদের বিরুদ্ধে ধ্বংস নয়,প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়েছে।'

ইসরায়েল কয়েক দশক ধরে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালে অটোমান তুর্কিদের দ্বারা আর্মেনীয় গণহত্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত বিবেচনার ভিত্তিতে একটি পদক্ষেপ নিয়ে এসেছে তারা। এর মধ্যে তুরস্কের সঙ্গে ভালো সম্পর্কও ছিল আরেকটি কারণ। ২০২১ সালে তাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র একে গণহত্যার স্বীকৃতি দিলে ইসরায়েলও সে পথে হাঁটেনি। বিশ্বের ৩০টি দেশ একে গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্মেনিয়ানদের ধ্বংস করার জন্য কৌশলগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা অস্বীকার করে আসছে দেশটি।

গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগ এনে গত ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রিটোরিয়ার অভিযোগ, এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল জাতিসংঘের গণহত্যাবিষয়ক কনভেনশন লঙ্ঘন করছে। ৮৪ পৃষ্ঠার নথিতে ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা বা এসম্পর্কিত অপরাধের সীমা লঙ্ঘন করার তথ্য-উপাত্ত দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত হলো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত, যার সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে আইনি বিষয়ে পরামর্শভিত্তিক মতামত দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতিসংঘের এ আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার তোলা অভিযোগে বলা হয়, গাজাবাসীর বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার হেগের আদালতে গণহত্যার শুনানি শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলি জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীদের যুদ্ধনীতিবিষয়ক মন্তব্যের ভিত্তিতে যুক্তিতর্ক তুলে ধরে।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গত ১০ জানুয়ারী যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম পূর্ণতায় ১০ জানুয়ারী একটি ঐতিহাসিক দিন উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি, দেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা এবং তাঁর জীবনের আদর্শ ও দর্শনের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পূনর্গঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দ্রুত মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে শুরু করে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়াবার সেই গতিকে ঘাতকের নির্মম বুলেট স্তব্ধ করে দেয়।

নাজমুল হুদা আরো বলেন যে, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টানা চতুর্থবারের মত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি দেশের জনগণের অগাধ আস্থা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তিনি উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় দেশের কল্যাণে সবাইকে একযোগে কাজ করার এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কনসাল জেনারেল জনবান্ধব কনস্যুলার সেবা নিশ্চিত করার জন্য কনস্যুলেট জেনারেলের সকল সদস্যদের প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' উদযাপন

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' গড়ার আহবান রাষ্ট্রদূত ইমরানের

ওয়াশিংটন ডিসি: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের নতুন শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে গত ১০ জানুয়ারী বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' পালিত হয়েছে। বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন বন্দী থাকার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঐতিহাসিক দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে সকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।



যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নারে অবস্থিত জাতির পিতার আবক্ষ ভাস্কর্যে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময়ে দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন ও কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল) আরিফা রহমান রুমা। পরে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং তার সংগ্রামী জীবনের উপর নির্মিত দুইটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাঙালী জাতির বহুল প্রতিক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালী জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। কিন্তু ঐতিহাসিক এই দিনে মহান নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতি মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দের পূর্ণতা লাভ করে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান উল্লেখ করেন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার অভিযাত্রায় অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'সোনার বাংলা' এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে সবাইকে একসাথে কাজ করার অনুরোধ জানান।

মিনিস্টার (কন্সুলার) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আলোচনায় অংশ নেন এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি একই সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতার অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা বর্ণনা করেন।

বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচীর সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আতাউর রহমান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্ক সিটির ১২০ মেকহ্যাম এভিনিউ, এলমন্টে তিন বেডরুম, বড় লিভিং রুম ও একটি বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। লন্ড্রি সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-০৭২৩

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
☎ **৭১৮-৩১০-০৪১৩**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact





লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

চিত্রে শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের পিঠা উৎসব








প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঢাকাস্থ নেতা-কর্মীদের সাথে

(শেষের পাতার পর)

সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গেছে। আগামী ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে বলে সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি এ ফজলুর রহমান জানিয়েছেন। অপরদিকে গত ৭ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি চাইনিজ হলে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তারা আওয়ামী লীগের বিজয়ের জন্য দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জনিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর হাতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য দেশবাসী ও প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন ও মহিউদ্দিন দেওয়ান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম ও মনসুর খান, কৃষিবীদ আশরাফুজ্জামান, শেখ আতিকুল ইসলাম, এডভোকেট মাসুদা জামান, জেহাদুল হক জেহাদ প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঢাকায় অবস্থানরত নেতা-কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ১৬ জানুয়ারী

এদিকে এম ফজলুর রহমান জানান, প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঢাকায় অবস্থানরত নেতা-কর্মীদের সাথে আগামী ১৬ জানুয়ারী সকাল ১১টায় গণভবনে সাক্ষাতকারের সময় দিয়েছেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সকাল ১০টার মধ্যেই গণভবনের মুল গেইটে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। তি ন জানান, আমরা ঢাকায় অবস্থানরত যাদের নাম পেয়েছি তাদের সকলের নামই প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীর তালিকায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকার বাইরে কেউ যদি থেকে থাকে তারাও আসতে পারেন, তবে গণভবনে ভেতরে প্রবেশের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা থাকবে, কিন্তু কোন নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না।

বর্তমানে ঢাকায় অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেও মধ্যে রয়েছেন: ড. সিদ্দিকুর রহমান, এম ফজলুর রহমান, নিজাম চৌধুরী, আখতার হোসেন, আই-রিন পারভিন, কাজী কয়েস আহমেদ, হিন্দোল কাদির বাপ্পা, আবু নাছের নবী বাকী, কফিল চৌধুরী, মাওলানা সাইফুল চৌধুরী, ফারুক আহমেদ, নাফিজ আহমেদ জুয়েল, জাকারিয়া চৌধুরী, মোঃ সাজ্জাদুল হাসান, গাজী মোহাম্মদ আলী লিটু, আনোয়ার হোসেন সেন্টু, মোঃ নাজিউল্লা, শেখ ফরিদ ফাত্তাহ, মোঃ আইয়ুব খান, হালিমা খাতুন, খোরশেদ খোন্দকার, আব্দুল জব্বার, মোঃ শফি-কুল আলম বরকত, রাশেদুল খান রজত, মহোসিনা জান্নাত রিমি, বদরুল আলম, শাহরিয়ার আলম সিদ্দিকী, সলিম উল্লাহ সলি, মজিবুর রহমান, মোবারক মোল্লা, রফিক পারভেজ, শাওন রহমান, জেড আই রাসেল, জেবা রাসেল, শিব্বীর আহমেদ, সাদেক খান, আজিজুল হক, শহিদুর রহমান চৌধুরী জাবেদ, সালাউদ্দিন বিপ্লব, শাওন প্রমুখ।

শীতে শিশুর সুস্থতার জন্য বাড়তি যত্ন

(শেষের পাতার পর)

রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এ সময়টা অভিভাবকদের একটু বেশি সচেতন থাকতে হয়। তবে এ সময়টাতে শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা নিলে শীতেও শিশুরা সুস্থ থাকবে।

হালকা গরম পানি

শিশুদের ক্ষেত্রে হালকা কুসুম গরম পানি পান করানো উচিত। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোঁয়া, খাওয়াসহ শিশুদের নানা কাজে হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে শিশুরা ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকবে। শীতে শিশুকে গোসলের সময় শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন। তবে নবজাতক কিংবা ঠান্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দেওয়া যেতে পারে।

উষ্ণ পোশাক

শিশুদের উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে চি-কিৎসকের মতে, শিশুদের সরাসরি উলের পোশাক পরানো ঠিক নয়। সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর উলের পোশাক পরানো উচিত। এতে উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর উলের পোশাক পরানো উচিত এবং পোশাকটি যেন নরম কাপড়ের হয়। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুল হাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন এবং সকালে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ও বিকালের দিকটাতে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখতে পারেন।

খাবার

শীতে শিশুদের খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। ঘন ঘন পু-ষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। যেমন ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ এবং ফলের রস, বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের জন্য বেশ উপকারী। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন। শিশুরা এ সময় যেন কোনো ধরনের ঠান্ডা খাবার না খায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ত্বকের যত্ন

শিশুদের ত্বক বড়দের থেকে অনেক বেশি সেনসিটিভ। তাই তাদের ত্বক অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে ও সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

দীর্ঘদিন পর পর্দায় আসছেন মৌসুমী

(শেষের পাতার পর)

চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী। যে তারকার শোকেজে সাজানো তিনটি 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার', তিনটি 'মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার' এবং তিনটি 'বাচসাস পুরস্কার'। তার অভিনয় নিয়ে নতুন করে কিছু বলারও নেই আসলে। অভিনয়গুণ ছাড়াও তার রয়েছে আরও একাধিক প্রতিভা। অথচ সেই তাকেই দীর্ঘদিন রূপালি পর্দায় দেখা যাচ্ছিল না। এদিকে তার ভক্তরাও অস্থির হয়ে পড়ছিলেন কবে আবার রূপালি পর্দায় দেখা যাবে, এই প্রিয়দর্শিনীখ্যাত মৌসুমীকে। অবশেষে যেন সেই প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভকারী এই অভিনেত্রীকে। এরই মধ্যে তার 'সোনার চর'-সিনেমাটি সেন্সর বোর্ডে ছাড়পত্রের জন্য জমা পড়েছে। জানা গেছে, সিনেমাটি খুব শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া হবে। মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রায় সব প্রস্তুতি শুরু করেছে সিনেমাটির টিম। 'সোনার চর'- সিনেমাটিতে প্রিয়দর্শিনীখ্যাত মৌসুমী অভিনয় করছেন নায়িকার বড় বোনের চরিত্রে। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের সামনে হাজির হবেন তিনি। এক্সেল ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত ছবিটি পরিচালনা করছেন জাহিদ হাসান। এর আগে তিনি 'মাতৃত্ব'-নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করেছেন। এই ছবিতে মৌসুমী তার সাহসী দৃশ্যায়নে অভিনয় করে তখন দর্শকের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

'সোনার চর' ছবিতে মৌসুমী ছাড়াও অভিনয় করেছেন-শহীদুজ্জামান সেলিম, ওমর সানী, জায়েদ খান, স্নিগ্ধা, শবনম পারভীন প্রমুখ। ২০২১ সালে সিনেমার শুটিং হয়েছে পিরোজপুর জেলায়। এই সিনেমায় জায়েদ খান একজন মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ফিরে আসার সময়ের গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে 'সোনার চর'। সিনেমাটি প্রসঙ্গে চিত্রন-য়িকা মৌসুমী বলেন, ছবিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। কাজটি করেও বেশ ভালো লেগেছে আমার। 'সোনার চর' একটি জীবন ঘনিষ্ঠ সিনেমা। দর্শকদের মনকে ছুঁয়ে যাওয়ার মতো গল্প। আশা করি, সিনেমাটি মুক্তি পেলে সবাই পছন্দ করবেন। তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্রে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন চিত্রনায়িকা মৌসুমী। ক্যারিয়ারে অসংখ্য ব্যবসাসফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন অভিনয়ের জন্য। মৌসুমীর উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলো হলো-'কেয়ামত থেকে কেয়ামত', 'দেন মোহর', 'অন্তরে অন্তরে', 'বিশ্বপ্রেমিক', 'লুটতরাজ', 'আম্মাজান'। এ অভিনেত্রী 'দেবদাস', 'মেঘলা আকাশ', 'তারকাঁটা' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় পেনসিলভেনিয়া ও লস এঞ্জেলেসে ২

(শেষের পাতার পর)

ছিলেন। জানা গেছে, মহারাজ কৌশিক স্টুডেন্ট ভিসায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্র আসেন এবং ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান ইনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়ায় ভর্তি হন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি একটি সিকিউরিটি কোম্পানীতে কাজ করতেন। গত ১০ জানুয়ারী বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে তিনি স্থানীয় মেডিসন এভিনিউ ও ভেভালি বুলেভার্ট ক্রস স্ট্রীটে দূর্ঘনার শিকার হন। এতে তার মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে লস এঞ্জেলেসের ল্যাক ইউএসসি কাউন্টি হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই হাসপাতালেই চি-সিাধীন অবস্থায় গত ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ভোর রাত ৩টার দিকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এদিকে বুধবার রাতে মহারাজ কৌশিক কাজ থেকে বাসায় না ফেরায় তার রুমমেট খোঁজখবর করে তার কোন সন্ধান না পেয়ে পুলিশের স্মরণাপন্ন হন এবং পুলিশ ষ্টেশনে রিপোর্ট করলে তার সন্ধান পান।

হলিউড মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুল মান্নান জানান, কাজ থেকে স্কুটার চালিয়ে বাসায় ফোরার পথে সে দূর্ঘটনার শিকার হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মহারাজ কৌশিকের মা-বাবা ও এক বোন রয়েছে। তারা ঢাকায় বসবাস করেন। ঢাকায় পরিবারের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এবং তারা কৌশিকের মরদেহ ঢাকায় পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। এজন্য কমিউনিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার মরদেহ হাসপাতালের হিমাগারে রয়েছে।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 15 // 2024

জেদ্দা-মক্কায় হাজিদের বহন করবে উড়ন্ত ট্যাক্সি

(শেষের পাতার পর)

সৌদি আরব। মুসলিমদের যাতায়াত সহজ করার জন্য বিমান পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা করেছে সৌদি সরকার। এই উড়ন্ত ট্যাক্সি জেদ্দা থেকে মক্কায় হাজিদের পরিবহন করবে। খবর গালফ নিউজের। উড়ন্ত ট্যাক্সির পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ১০০টি লিলিয়াম জেট কেনার চুক্তি করেছে সৌদি আরবের এয়ারলাইনস সাউদিয়া। জার্মান ইলেকট্রিক ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং (ইভিটিওএল) বিমান কিনবে সংস্থাটি। সউদিয়া গ্রুপের কর্পোরেট কমিউনিকেশনের পরিচালক আবদুলাহ আল শাহরানি বলেন, জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ বিমানবন্দর থেকে গ্র্যান্ড মসজিদের কাছে মক্কা হোটেল ও অন্য পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে ওমরাহ পালনকারীদের যাতায়াত মসৃণ করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইভিটিওএল এয়ার ট্যাক্সি সর্বোচ্চ ছয়জন যাত্রী বহন করতে পারবে। তবে ঠিক কবে থেকে এ পরিষেবা চালু হবে তা নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।

নিউইয়র্কে অপহরণ ও যৌনতার অভিযোগে ৬

(প্রথম পাতার পর)

অপহরণের ষড়যন্ত্রের একটি অভিযোগ রয়েছে এদের ছয় জনের বিরুদ্ধেই। আর আবু চৌধুরী ও তার স্ত্রী লুবনার বিরুদ্ধে অপহরণের পৃথক একটি অভিযোগ রয়েছে। নথিতে বলা হয়েছে অভিযুক্তরা অপহৃত ব্যক্তিদের একজনের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালান ও যৌন নিপীড়ণ করেন।

ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্কের রাষ্ট্রীয় কৌসুলি ব্রেয়ন পিস বলেছেন, একই জাতিগত মানুষের ওপরই এই অপরাধী তৎপরতা চালানো হয়েছে।

বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা। তারা মনে করেন, এমন ঘটনা কমিউনিটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে বলে মনে করেন তারা।

নিউইয়র্কে দীর্ঘপ্রবাসী এবং অতি পরিচিত মুখ নাসির আলী খান পল বলেন, আমি নিজেই জামাইকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি। এখানে কমিউনিটির যেকোনো অর্জন আমাকে গর্বিত করে। কিন্তু জামাইকায় যদি এমন ঘটনা দেখি তখন আমাদের লজ্জিত হতে হয়। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এসেছে তারাও দীর্ঘ দিন ধরে এই দেশে বসবাস করছেন এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপহরণ ও যৌন নীপিড়নের অভিযোগ গঠন হয়েছে। এটা একটি মন্দ উদাহারণ তৈরি হলো কমিউনিটির জন্য। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেটাই প্রত্যাশা করেন নাসির উদ্দিন খান পল।

জামাইকার অপর বাসিন্দা ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ আনিসুল কবির জাসির বলেন, যে ছয়জন অভিযুক্ত তারা সকলেই আমেরিকার আইন জানেন। এবং অন্যায় করে পার পাওয়া যাবে না, সেটা জেনেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন যা অনভিপ্রেত। কমিউনিটির মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি বলেও মনে করেন তিনি।

মামলার নথিতে বলা হয়, প্রথম অপহরণের ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ। সেদিন রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আবু চৌধুরী, আনজু খান ও সুলতানা রাজিয়া একযোগে ষড়যন্ত্র করে ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে অপহরণ করেন। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৮১ স্ট্রিটের কাছ থেকে তাকে অপহরণ করা হয়।

আবু চৌধুরী এসময় অপহৃত ব্যক্তিকে জোরপূর্বক একটি হোন্ডা এসইউভি গাড়িতে তুলে নেন এবং বেদম মারধর করতে থাকেন। এসময় তার স্ত্রীও ওই গাড়িতে ছিলেন।

পরে গাড়ি থেকে নামিয়ে অপহৃত ব্যক্তিকে উলঙ্গ করে তা ক্যামেরায় ধারণ করেন তারা।

রুবেল, শাহেদ, আনজু ও রাজিয়ার সঙ্গে তাদের ফোনে যোগাযোগ হচ্ছিলো। অপহৃতকে তারা মারধর করেন ও হত্যার হুমকিও দেন, বলা হয়েছে অভিযোগ পত্রে।



এতে বলা হয়েছে, এমনকি পানি পান করতে চাইলে অপহৃতকে তারা তার মধ্যে চেতনানাশক মিশিয়ে দেন। এতে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পরের দিন স্থানীয় একটি হাসপাতালে তার ঘুম ভাঙ্গে।

ব্রুকলিন ফেডারেল কোর্টে গত বৃহস্পতিবার বিবাদী পক্ষের আইনজীবি সারাহ স্যাকস সুলতানা রাজিয়ার হয়ে আদালতে শুনানি করেন। তিনি দাবি করেন অপহৃত ওই ব্যক্তির হাতে তার মক্কেল গত ৫ বছর ধরে হয়রানির শিকার হয়ে আসছেন। আর সে কারণে আত্মরক্ষায় রাজিয়া এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলেই যুক্তি তুলে ধরেন আইনজীবি। তার দাবি অপহৃত ব্যক্তি রাজিয়ার চুল ধরে টানছিলেন আর তিনি আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন।

অপহরণের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১১ মে ২০২৩ তারিখে। সেদিন আবু চৌধুরী ও লুবনা অপর একজনকে অপহরণ করেন। অপহৃত ব্যক্তি সেদিন উডসাইডের ব্রডওয়ে এভিনিউর ৭২ স্ট্রিটের কাছে লুবনার একটি কলে সাড়া দিয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আবু চৌধুরী জোর করে অপহৃত ব্যক্তিকে একটি মিনিভ্যানে তুলে নেন এবং তাকে পেটাতে শুরু করেন। পরে তারা অপহৃতকে একটি হোটেলে নিয়ে যান এবং আবু চৌধুরী তার সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক করেন।

অপহৃতর বাবার কাছে ফোন করে আবু চৌধুরী ২০,০০০ ডলার মুক্তিপণ দাবি করেন বলেও আদালতের নথিতে উলেখ রয়েছে। অপহরণে তৃতীয় দিনে আবু চৌধুরী অপহৃত ব্যক্তিকে চোখ বেঁধে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ফেলে রেখে যান বলেও এতে বলা হয়েছে। পরে অপহৃত ব্যক্তি তার চোখ খুলে একটি জানালা দিয়ে বাইরে আসেন এবং নেইবারহুডের লোকজনের কাছে ৯১১ কল করতে বলেন।

রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আনজু খান ও সুলতানা রাজিয়াকে বৃহস্পতিবার আটক করা হয়। আর আবু চৌধুরী ও লুবনাকে আগেই আটক করা হয়। এই ঘটনায় ৭ম একজন আসামি পলাতক রয়েছেন।

দুই ভাষায় কথা বলেন নিউইয়র্কাররাই বেশি

(প্রথম পাতার পর)

এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা এই স্টেটে সবচেয়ে বেশি। কথায় আছে আমেরিকানরা তাদের সীমান্তের বাইরে ভাবতেই পারে না। কিন্তু গতানুগতিক এই ধারনাকে ভেঙ্গে দিয়ে বলা হচ্ছে- বাস্তবে আমেরিকানরা এখন বিশ্বভ্রমণে আগ্রহী এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের সম্পর্কেও তাদের আগ্রহ বাড়ছে।

টেস্ট প্রেপ ইনসাইট নামের সংস্থাটির পরিচালনায় এই জরিপে আমেরিকানদের মধ্যে অন্য ভাষা শেখার আগ্রহ কতটুকু তা দেখা হয়। তাতে দেখা যায় কথাবার্তা চালানোর সুবিধার্থে তারা স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ কিংবা ম্যান্ডারিয়ান শিখছেন। অন্য একটি মাতৃভাষা জানেন কিংবা অন্তত বুঝতে পারেন এমন ৩০০০ মানুষের ওপর জরিপটি চালানো হয়। জরিপে যারা ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলেন, তাদের বাদ রাখা হয়। স্প্যানিশ-স্পিকিং মেক্সিকান আমেরিকানরা এই জরিপের আওতাভুক্ত নন।

নিউইয়র্কের পরে সবচেয়ে বেশি বহুভাষী মানুষের বসবাস রোড আয়ল্যান্ড, নিউ মেক্সিকো, নিউ জার্সি, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও ক্যালিফোর্নিয়া। সবচেয়ে কম বহুভাষীর বাস আইওয়া, ইদাহো, মেইনে, দেলওয়ার ও অ্যালাবামা।

এর মধ্যে ৩৩ শতাংশ শিক্ষা সংক্রান্ত কারণে, ২৬ শতাংশ ভ্রমণ সুবিধার জন্য, ২৩ শতাংশ ব্যক্তিগত আগ্রহে ও ১৮ শতাংশ ব্যবসায়ী কারণে অন্যভাষা শেখে। ভাষার মধ্যে ৩৭ শতাংশ শেখে স্প্যানিশ, ২০ শতাংশ ফ্রেঞ্চ, ১০ শতাংশ জাপানিজ, ৮ শতাংশ ইতালীয়, ৭ শতাংশ জার্মান, ৬ শতাংশ রুশ, ৫ শতাংশ আরবীয়, ২ শতাংশ পর্তুগিজ ও ১ শতাংশ হিন্দি।

ব্রুকলীনে ২ ঘণ্টায় ৪ ডাকাতি

(শেষের পাতার পর)

পড়ে। পুলিশ বলেছে ভোর ৪টার দিকে প্রথম ঘটনাটি ঘটে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির সামনের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ক্যাশ রেজিস্টার থেকে ১৮০০ নিয়ে যায়। এর পরেই কাছের ওয়াইথ স্ট্রিটে একটি রেস্টুরেন্টে হানা দেয় ওই ব্যক্তি। ভোর ৫:৩০ মিনিটের দিকে সেই রেস্টুরেন্টের সেফ থেকে ৯০০০ ডলার নিয়ে নেয়।

অপর যে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয় তার একটি গ্রোসারি। সেখানেও দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে এই ডাকাত ল্যাভেন্ডার লেকের ম্যানেজার কোডি হাল্যান্ড বলেছেন, ঘটনাটি তাকে বিস্মিত করেছে।

সকালে দোকানে ঢুকেই তিনি দেখতে পান ভেতরে সবকিছু ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনটা ঘটতে পারে তাদের কল্পনাতেও ছিলো না। তবে ঘটনাটি যে ঘটিয়েছে দোকানটি সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো, এমনটাই মনে করছেন হাল্যান্ড।

শুধু গ্লাস ভেঙ্গে প্রবেশ করাই নয়, ডাকাত সেফ কেটে তার ভেতর থেকে অর্থ বের করে নিয়েছে। ধরে নেওয়া যায় স্টিল কাটার ব্যাপারে তার দক্ষতা রয়েছে। সেফের ভেতরেও ৬০০ ডলার ছিলো যা সে নিয়ে গেছে। পুলিশ বলেছে তারা সবগুলো ঘটনারই তদন্ত করছে।

ট্রাম্প এখন নিজেই

(শেষের পাতার পর)

করেন ট্রাম্প।

মামলায় অভিযোগ আনা হয় যে, একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় ট্রাম্পের কর-সংক্রান্ত নথিপত্র কবজা করার 'চক্রান্ত' করেছিলেন সংবাদমাধ্যমটির তিন সাংবাদিক। প্রতিবেদনটি ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং পুলিৎজার পুরস্কার পায়। পরে ২০২৩ সালের মে মাসে নিউইয়র্কের সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেন। একই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়, মামলা চালাতে বিবাদীপক্ষের যে খরচ হয়েছে, তা পরিশোধ করতে হবে ট্রাম্পকে। শুক্রবার এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত রায় দিলেন আদালত।

একস্লিপ

(শেষের পাতার পর)

দু'টায়। কিন্তু দিনটি উইক ডে হওয়ায় পাশাপাশি ছিলো জুম্মা দিন, বিশেষ করে বেলা আড়াইটার দিকে স্কুল ফেরত শিক্ষার্থীদের পিক করার তাড়া থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকেই একটু আগেভাগেই দোয়া শুরুর অনুরোধ জানালে আয়োজকরা তাতে সাড়া দেন। ফলে শেষ হয় প্রথমবার দোয়া পর্ব। পরবর্তীতে বেলা ২টার দিকে অনুষ্ঠানের কথা মনে করে যারা এই সময়ে উপস্থিত হন তাদের নিয়ে আবার দ্বিতীয়বার দোয়ার আয়োজন করা হয়। এনিয়ে কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, আয়োজকদের বুঝেশুনেই অনুষ্ঠান আয়োজনের সময় ঘোষণা করা উচিৎ ছিলো। তাহলে আর একবারের জায়গায় দু'বার দোয়া পরতে হতো না।

নিউইয়র্ক, ১৪ জানুয়ারী ২০২৪

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



এমপি নির্বাচনে জয় লাবের পর শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলকে ফুলেল শুভেচ্ছা

















TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

সাঈদ তারেকের কলাম

স্বপ্ন যখন সত্যি হয়!



বুধবার দিনটা কাটলো এক অন্য রকমের অনুভূতিতে। হারিয়ে গেছিলাম বায়ান্ন বছর আগের স্মৃতির দিনগুলোয়। যুদ্ধের পরপর দেশ গঠনের অদম্য আকাংখা। যুদ্ধফেরত দুই তরুন নেমে পড়লাম নিভৃত পল্লীর এক কোনে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)



জেদ্দা-মক্কায় হাজিদের বহন করবে উড়ন্ত ট্যাক্সি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ হজ যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে উড়ন্ত ট্যাক্সি চালুর পরিকল্পনা করেছে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকায় গত ১২ জানুয়ারী শুক্রবার একটি দোয়া অনুষ্ঠান ছিলো। আয়োজকদের অনুষ্ঠান শুরুর কথা ছিলো বেলা (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)



বাঁ থেকে প্রফেসর এহতেশামুল হক, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, ইয়াকুব এ খান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাশেম, মোহাম্মদ চিশতি, ওয়াহিদ চৌধুরী ও আহাদ আলী

২৯ জানুয়ারি থেকে ট্যাক্স রিটার্ন শুরু

চাইল্ড ক্রেডিট ছাড়িয়ে যাবে ১১ হাজার ডলার

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে ২৯ জানুয়ারী সোমবার থেকে। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে ২০২৩ সালের ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলিং। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে আইআরএস এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। যারা ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়-বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্টদের সাথেও কথা বলে রেখেছেন। নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সড়ক দুর্ঘটনায় পেনসিলভেনিয়া ও লস এঞ্জেলেসে ২ বাংলাদেশীর মৃত্যু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ডেলোয়ারে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর (৫৫)। দেশের বাড়ী নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সালামত উল্লাহ মেম্বার বাড়ী, ওর্য়াড নং ১, চর পার্বতী। জানা গেছে, শুক্রবার (১২ জানুয়ারী) (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ক্যালফোর্নিয়া রাজ্যের লস এঞ্জেলেসে মহারাজ কৌশিক (২০) নামের এক বাংলাদেশী ছাত্র সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ই লাইহি রাজিউন। তার দেশের বাড়ী কুমিল্লার বড়ুরা উপজেলা। সে ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান ইনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষার্থী (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



টানা চতুর্থবার আ. লীগের বিজয়ে নিউইয়র্কে আনন্দ সমাবেশ

প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঢাকাস্থ নেতা-কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ১৬ জানুয়ারী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে টানা চতুর্থবার আওয়ামী লীগের বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নিউইয়র্কে আনন্দ উৎসব ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা ঢাকায় অবস্থানরত নেতা-কর্মীদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ব্রুকলিনে ২ ঘণ্টায় ৪ ডাকাতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনে দুই ঘণ্টার ব্যবধানে চারটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৩ জানুয়ারী) সকালে ব্রুকলীনের উইলিয়াম-সবার্গ ব্রিজের কাছাকাছি এলাকায় মাত্র পাঁচ ব্লকের মধ্যে চারটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয়। সিকিউরিটি ফুটেজ থেকে দেখা গেছে একজন ডাকাত ল্যাভেন্ডার লেক এ সামনের দরজার কাচ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা

ট্রাম্প এখন নিজেই গুনছেন ৪ লাখ ডলার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও কয়েকজন সাংবাদিককে প্রায় চার লাখ ডলার পরিশোধ করতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত শুক্রবার (১৩ জানুয়ারী) এ নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কটাইমসের বিরুদ্ধে একটি মামলা (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)



প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ: ইসলাম কী বলে?

মুফতি আফফান বিন শরফুদ্দীন

উপমহাদেশের প্রচলিত আদালতে কোন অমুসলিম বিচারক কোনো মুসলিম দম্পতির মাঝে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

অলিম্পিকে 'ইতিহাস' গড়ার অপেক্ষায় সেলিম



স্পোর্টস ডেস্ক: ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের ওয়াইল্ড কার্ড পেলে বাংলাদেশের প্রথম বক্সার হিসাবে অলিম্পিক গেমসে অংশ নেবেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

শীতে শিশুর সুস্থতার জন্য বাড়তি যত্ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সারা দেশেই হঠাৎ করে শীত জেঁকে বসেছে। শীতে আবহাওয়া শুষ্ক ও ধুলাবালি থাকার কারণেই মূলত শিশুরা নানা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

দীর্ঘদিন পর পর্দায় আসছেন মৌসুমী

বিনোদন ডেস্ক: পুরো নাম আরিফা পারভীন জামান মৌসুমী। চলচ্চিত্রে মৌসুমী নামেই পরিচিত। চিত্রনায়িকা মৌসুমীকে বলা হয় বাংলা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রমাণ দিচ্ছে তুরস্ক



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের বিপক্ষে প্রমাণের প্রয়োজনীয় সব নথি ও দৃশ্যমান উপাত্ত সরবরাহ করবেন। গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Kuwait Airways SAUDIA BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
Authorized Agent of WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com